Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০০৬

এই যুলুমের অবসান আর কত দিনে ?

إِنَّ اللهَ لَيُمْلِيْ لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ- متفق عليه

'আল্লাহ তা'আলা যালেমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অবশেষে যখন পাকড়াও করেন তখন ছেড়ে দেননা' -(বুখারী ও মুসলিম)।

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৯ম বর্ষঃ	৬ষ্ঠ সংখ্যা
মুহাররম-সফর	১৪২৭ হিঃ
ফাল্গুন -চৈত্র	১৪১২ বাং
মার্চ	২০০৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবিরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

❊ কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স ❊

সার্বিক যোগাযোগঃ

❖ সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮ ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭৬-০৩৪৬২৫
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ওয়েবসাইটঃ www.at-tahreek.com
❖ কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
❖ কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
❖ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

ঃ হাদিয়াঃ ১৪ টাকা মাত্র ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✪ **সম্পাদকীয়** ০২

✪ **দরসে কুরআনঃ**

❒ আরবী ভাষায় কুরআন নাযিলঃ শিকড়ের সন্ধানে ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (২য় কিস্তি)

✪ **প্রবন্ধঃ**

❒ জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ *(৩য় কিস্তি)* ০৯
-ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

❒ সন্ত্রাসঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ ১৬
-নূরুল ইসলাম

❒ আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারঃ যুলুম-নির্যাতন ও মিথ্যাচারে অতিক্রান্ত একটি বছর ২১
-অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ

❒ এপ্রিল ফুল (April fool) ২৪
-আত-তাহরীক ডেস্ক

❒ প্রভুর আসনে ওরা কারা? ২৫
-যহুর বিন ওছমান

❒ ঈদে মিলাদুন্নবী ২৭
-আত-তাহরীক ডেস্ক

❒ আমীরের আনুগত্য *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ২৮
-আত-তাহরীক ডেস্ক

✪ **নবীনদের পাতাঃ** ২৮

❒ পার্থিব জীবনের শেষ ঠিকানা মরণ *(শেষ কিস্তি)*
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

✪ **কবিতাঃ** ৩৩
(১) সোনালী অহংকার
(২) বিলাসিতার মাঝে
(৩) বিড়ম্বনা

✪ **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩৪

✪ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৬

✪ **মুসলিম জাহান** ৪০

✪ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১

✪ **সংগঠন সংবাদ** ৪২

✪ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

মিথ্যাচার ও যুলুম-নির্যাতনে অতিক্রান্ত একটি বছরঃ

২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৬। আহলেহাদীছ জামা'আতের উপর যুলুম-নির্যাতন আর মিথ্যাচারে অতিক্রান্ত হ'ল পুরো একটি বছর। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা স্বচ্ছ, নির্মল, হক্বপন্থী, শান্তিপ্রিয় নির্ভেজাল এই জামা'আতকে বাংলাদেশের মাটি থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চালানো হ'ল বহুমুখী ষড়যন্ত্র। চিহ্নিত গুটি কতেক অজ্ঞাত ও অখ্যাত ব্যক্তির অপকর্মের দায়ভার গোটা আহলেহাদীছ জামা'আতের কাঁধে চাঁপিয়ে উক্ত জামা'আতকে ধ্বংস করার হেন অপকর্ম নেই যা করা হয়নি। পত্র-পত্রিকা, আইন-আদালত থেকে শুরু করে সর্বত্র চলেছে মিথ্যার জয়জয়কার। আদালতের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দাঁড়িয়েও সরকার পক্ষের আইনজীবীরা জলজ্যান্ত মিথ্যা বলতে সামান্যতম কছুর করেনি। দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসী ও খুনীদের যামিন মঞ্জুর হ'লেও ইসলামী চিন্তাবিদ ও খ্যাতিমান নিরপরাধ আলেমগণের যামিন নামঞ্জুরের রীতিমত রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে দিবালোকের ন্যায় সত্য বিষয়টি জাতির বিবেক বলে পরিচিত সাংবাদিক বন্ধুগণ তাদের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেননি। গোয়েবলসীয় প্রচারণায় বরং একশ্রেণীর সাংবাদিক বেশী পারঙ্গম ছিলেন। সংবাদপত্রের বস্তুনিষ্ঠতার করুণ আর্তনাদ এ শ্রেণীর নিষ্ঠুর সাংবাদিকদের কর্ণও স্পর্শ করেনি। আর মানবাধিকার? সে তো সারা দুনিয়াতেই খোলস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যার ফলশ্রুতিতে এদেশে নিরপরাধ আলেম-ওলামা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছেন। প্রায় ডজন খানেক মিথ্যা মামলার বোঝা মাথায় নিয়ে অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ জনতার অবিসংবাদিত নেতা, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য প্রবীণ প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, নায়েবে আমীর দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন আবদুছ ছামাদ সালাফী সহ নেতৃবৃন্দকে যুলুমশাহীর নির্মম নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়ে জেলখানার অন্ধ প্রকোষ্ঠে দীর্ঘ একটি বছর যাবত অতি কষ্টে অতিক্রম করতে হচ্ছে। চরম পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হয়েছে দেশপ্রেমিক দু'টি আদর্শ দ্বীনী সংগঠন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**কে। অজান্য আতঙ্কে দিনাতিপাত করতে হয়েছে সারা দেশের আহলেহাদীছ জনতাকে। অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমানের মত নিরীহ নির্দোষ আলেমকে। বিভিন্ন যেলায় অন্যায়ভাবে এখনো কারাবরণ করতে হচ্ছে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'র অন্যূন ডজন খানেক নেতা-কর্মীকে। অনাহারে-অর্ধাহারে ও দুশ্চিন্তায় অশ্রুসিক্ত নির্যাতিত পরিবারের ৩৬৫ দিনের করুণ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হ'লেও ইসলামী মূল্যবোধের দাবীদার এই সরকারের উপরে কোনই প্রভাব ফেলেনি। মিথ্যা অভিযোগ ও সাজানো মামলায় নেতৃবৃন্দকে মাসের পর মাস আটকে রেখে বরং তাদের ইসলাম বৈরিতারই পরিচয় দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত বরাবরই ছিলেন জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও আপোষহীন। এদেশের আলেম-ওলামার মধ্যে জঙ্গী তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে যারা কথা বলেছেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। সরকার ও প্রশাসন যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সেই ১৯৯৮ সাল থেকেই তিনি প্রকাশ্য জনসভায় এদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় ধিক্কার ও নিন্দা জানিয়ে আসছেন। ২০০০ সালে মাসিক **আত-তাহরীক** এর নিয়মিত বিভাগ প্রশ্নোত্তরে *(আগষ্ট ২০০০ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর নং ২৪/৩২৪)* ফৎওয়া দান, অতঃপর ২০০৩ সালে প্রবন্ধ এবং ২০০৪ সালে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে **'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি'** শিরোনামে পৃথক পুস্তক রচনার মাধ্যমে তিনি সরকার ও দেশবাসীকে সাবধান করেছেন। অথচ তাঁকেই উক্ত অভিযোগে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে দীর্ঘ একটি বৎসর যাবত বর্বরোচিত নির্যাতন ও যারপর নেই হয়রানি করা হচ্ছে। এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যাচার ও নির্লজ্জ প্রতারণা আর কি হ'তে পারে? অতএব ধিক, শত ধিক ঐ সকল মিথ্যাবাদীদের প্রতি, যারা বাংলাদেশের ইতিহাসে শুধু একটি কালো অধ্যায়ই রচনা করেনি, বরং নিরপরাধ আলেমদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে জাতীয় ধিক্কার, ঘৃণা ও নিন্দা কুড়িয়েছে।

বিগত একটি বছরে নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদ এবং তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে সর্বোপরি আহলেহাদীছ জামা'আতের উপরে আরোপিত এই জঘন্য মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীরা হাযারো প্রতিকূলতার মুখে জানবাজি রেখে ময়দানে আন্দোলন-সংগ্রাম, মিছিল-মিটিং ও সমাবেশ অব্যাহত রেখেছেন। ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন মিলনায়তন, রিপোর্টার্স ইউনিটি, মুক্তাঙ্গনসহ রাজধানীর রাজপথে অসংখ্য বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ: রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, কুমিল্লা, সিলেট, গাযীপুর, নরসিংদীসহ বিভিন্ন যেলায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভা এবং মহাসমাবেশ, ওলামা সমাবেশ, সাংবাদিক সম্মেলন, সর্বোপরি গত ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারীতে রাজশাহীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী লাখো জনতার ঐতিহাসিক তাবলীগী ইজতেমা যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও এবারের ইজতেমায় উপচেপড়া শ্রোতার উপস্থিতি আহলেহাদীছ আন্দোলনের কালজয়ী আদর্শের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি জামা'আত সর্বদা হক্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, চক্রান্তকারীরা যাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না' *(মুসলিম)* এ যেন তারই বাস্তব প্রতিফলন। অতএব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে নিয়ে চক্রান্তকারীদের আশায় গুড়ে বালি। যারা নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে ক্রুর হাসি হেসেছিল, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর ছিল, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তাদের সে স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের সাময়িক অবকাশ দিয়ে থাকেন মাত্র। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছেড়ে দেন না, নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*।

পরিশেষে বিলম্বে হ'লেও দেশব্যাপী বোমা হামলার মূল হোতা কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষিত জেএমবি ও জেএমজেবি প্রধান শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই গ্রেফতার হওয়ায় আমরা সরকারকে সাধুবাদ জানাই। ইতিমধ্যেই যারা সিনেমা হল, যাত্রা মঞ্চ, ব্রাক অফিস ব্যাংক প্রভৃতি সহ ১৭ আগষ্টের পূর্বাপর সকল বোমা হামলা এবং সাম্প্রতিক সকল হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব স্বীকার করেছে। সুতরাং মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে যে সকল মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে, এগুলিও যে নিষিদ্ধ ঘোষিত ঐ সংগঠনদ্বয়েরই অপকর্ম তা আজ জাতির নিকটে পরিষ্কার। অতএব আর মিথ্যাচার নয়। অবিলম্বে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিন এবং প্রকৃত দোষী এবং তাদের মূল হোতাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুন। অন্যথায় নিরপরাধ আলেম-ওলামার উপর নির্যাতন অব্যাহত থাকলে আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব নেমে আসতে বাধ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মযলূমের দো'আ ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না' *(বুখারী)*। মিথ্যাবাদী শাসকদের সম্পর্কে তিনি অন্যত্র বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদী শাসকের সাথে কথা বলবেন না, তাকে পরিশুদ্ধ করবেন না, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, তার জন্য রয়েছে কঠিনতম শাস্তি' *(মুসলিম)*। অতএব ইসলামী মূল্যবোধের দাবীদার সরকারের নিকটে সচেতন দেশবাসীর প্রশ্ন- মিথ্যার এই লৌহ শিকলে সত্য আর কত দিন বন্দী থাকবে? আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন!

আরবী ভাষায় কুরআন নাযিলঃ শিকড়ের সন্ধানে

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত অনাবর শব্দাবলীঃ (২য় কিস্তি)

ক্রমিক সংখ্যা	শব্দ	ভাষা	আয়াত	সূরার নাম ও ক্রমিক নং	পারা সংখ্যা	আয়াত নম্বর	আয়াতের অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
৩৩	دِيْنَارٌ (স্বর্ণমুদ্রা)	ফারসী	مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ	আলে ইমরান (৩)	৩	৭৫	'আহলে কিতাবগণের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যার নিকটে তুমি একটি স্বর্ণমুদ্রা আমানত রাখলেও সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দিবে না, যদি না সর্বদা তুমি তার পিছে লেগে থাক'।
৩৪	راعنا (আমাদের দুরাচার ব্যক্তি)	ইবরানী হিব্রু)	يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا انْظُرْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا	বাক্বারাহ (২) নিসা (৪)	২ ৫	১০৪ ৪৬	'হে ঈমানদারগণ! তোমরা (রাসূলকে) 'রা-'এনা' বলো না। বরং 'উনযুরনা' বল'। আরবীতে راعنا অর্থ 'আমাদের দেখাশুনা কর'। কিন্তু একই শব্দ হিব্রু অর্থাৎ ইবরানী ভাষায় অর্থ হ'ল شريرنا 'আমাদের দুরাচার ব্যক্তি'। ইহুদীরা রাসূলকে প্রকাশ্যভাবে راعنا বলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ভান করত। আসলে এর দ্বারা তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় রাসূলকে গোপনে গালি দিত। সেজন্য ঈমানদারগণকে উক্ত শব্দ ব্যবহারে নিষেধ করা হ'ল এবং তদস্থলে একই অর্থবোধক আরবী শব্দ 'উনযুরনা' ('আমাদের দেখাশুনা কর') শব্দ ব্যবহার করতে বলা হ'ল। একই শব্দ সূরা নিসা ৪৬ আয়াতেও এসেছে।
৩৫	رَبَّانِيُّوْنَ (দরবেশ, আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিগণ) একবচনে رَبَّانِيٌّ	ইবরানী (হিব্রু)	وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ	মায়েদাহ (৫)	৬	৪৪	'আমরা তাওরাত নাযিল করেছি, যার মধ্যে রয়েছে হেদায়াত ও নূর। যার দ্বারা হুকুম করেন নবীগণ (মূসা ও তৎপরবর্তী ইসরাঈলী নবীগণ), যারা উক্ত কিতাবে প্রদত্ত আল্লাহর হুকুমের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং ইহুদীদের ঐ সকল ব্যক্তি, যারা আল্লাহওয়ালা ছিল এবং তাদের আলেমগণ'...
৩৬	رِبِّيُّوْنَ (আলেম ও ফক্বীহগণ, দরবেশগণ) একবচনে	সুরিয়ানী	رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ	আলে ইমরান (৩)	৪	১৪৬	'এমন বহু নবী গত হয়েছেন, যাঁদের সাথী হয়ে লড়াই করেছেন বহু আল্লাহওয়ালা আলেম ও ফক্বীহ। আল্লাহর রাস্তায় আগত বিপদাপদে যারা মোটেই কাপুরুষতা দেখাননি বা দুর্বল হননি বা শত্রুর নিকটে অনুগত

	رَبِّى						হননি। দৃঢ়পদ ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন'।
৩৭	الرَّحْمٰنُ (পরম দয়ালু)	ইবরানী (হিব্রু)	اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ	আর-রহমান (৫৫)	২৭	১	'রহমানের কসম! যিনি (মানুষকে) কুরআন শিক্ষা দান করেছেন'।
৩৮	الرَّسُّ (একটি বিশেষ কূয়ার নাম)	আজমী	وَأَصْحٰبَ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ	ক্বাফ (৫০) ফুরক্বান (২৫)	২৬ ১৯	১২ ৩৮	'তাদের পূর্বে (নবীদের) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল নূহের কওম, কূপবাসীরা ও ছামূদ-এর কওম' (ক্বাফ ১২)। 'কূপবাসী' কারা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, এটি হযরত শু'আয়েব (আঃ) বা অন্য কোন নবীর আমলে হবে। কূয়া ছাপিয়ে পানি উঠে তার পার্শ্ববর্তী অবিশ্বাসী দুষ্ট লোকদের ও তাদের ঘরবাড়ি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
৩৯	الرَّقِيْمُ (লিখিত প্রস্তরফলক বা একটি উপত্যকার নাম)	রোমক	أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ آيٰتِنَا عَجَبًا	কাহফ (১৮)	১৫	৯	'তুমি কি জানো যে, গুহাবাসী ও রাক্বীম-এর অধিবাসীগণ আমাদের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহের অন্যতম ছিল'? 'রাক্বীম' হ'ল আহলে কাহফের গুহার মুখে রাখা সেই বড় প্রস্তরফলকের নাম, যাতে উক্ত গুহাবাসীদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ ছিল। অথবা এটি সেই উপত্যকার নাম, যা ফিলিস্তীনের আগে আক্বাবাহর নিকটে অবস্থিত এবং যে উপত্যকায় উক্ত গুহাটির অবস্থান ছিল।
৪০	رَمْزٌ (মাথা বা চোখের ইঙ্গিত)	ইবরানী	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ آيَةً . قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا	আলে ইমরান (৩)	৩	৪১	'(যাকারিয়া) বলল, হে প্রভু! আমাকে একটি নিদর্শন প্রদান করুন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিনদিন যাবত মানুষের সাথে কথা বলবে না মাথা বা চোখের ইঙ্গিতে ব্যতীত'। বৃদ্ধ নবী যাকারিয়ার ঔরসে ও তাঁর বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হিসাবে হযরত ইয়াহইয়ার জন্ম প্রসঙ্গে বর্ণিত।
৪১	رهو (স্থিতাবস্থা)	সুরিয়ানী	واترك البحر رهـوا. إنهم جند مغرقون	দুখান (৪৪)	২৫	২৪	'এবং তুমি নদীটিকে স্থিতাবস্থায় ছেড়ে যাও। নিশ্চয়ই ওদের সৈন্যবাহিনী ডুবে মরবে'। নদী পার হওয়ার পরে শুকনা নদী দিয়ে পিছনে ফেরাউন বাহিনীর আগমনের আশংকায় ভীত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ এভাবে অভয় দিলেন।
৪২	الروم (রোমক জাতি) একবচনে	আজমী	غلبت الروم	রূম (৩০)	২১	২	'রোমকরা পরাজিত হয়েছে'। অগ্নি উপাসক (মজূসী) ফরাসীদের সাথে যুদ্ধে আহলে কিতাব রোমকদের পরাজয় হ'লে মক্কার মুসলমানগণ দুঃখিত হন এবং কাফেরদের ঠাট্টার

	رُوْمِى						শিকার হন। তখন পরপর কয়েকটি আয়াত নাযিল করে বলা হয় যে, রোমকরা অতি সত্বর পারসিকদের উপরে জয়লাভ করবে। বাস্তবে তাই হয়েছিল এবং মুসলমানরা খুশী হয়েছিল। ঘটনাটি মদীনায় হিজরতের পূর্বেকার।
৪৩	زَنْجَبِيْل (আদা বা সুন্দরতম পানি)	ফারসী	كَـانَ مِزَاجُـهَا زَنْجَبِيْلًا	দাহ্‌র (৭৬)	২৯	১৭	'(জান্নাতবাসীদের) যে পানীয় দেওয়া হবে, তাতে 'যানজাবীল' মিশ্রিত থাকবে'। *'যানজাবীল'*-এর প্রচলিত অর্থ 'আদা'। তবে ইমাম জালালুদ্দীন মাহাল্লী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন 'সুন্দরতম গুণাবলী সম্পন্ন পানি'।
৪৪	السِّجِل (কাগজের তা)	ফারসী	كَطَـىِّ السِّـجِلِ لِلْكُتُبِ	আম্বিয়া (২১)	১৭	১০৪	'যেদিন আমরা আসমানকে ভাঁজ করে নেব, কিতাবসমূহ ভাঁজ করে গুটিয়ে নেওয়ার মত করে'...।
৪৫	سِجِّيْل	ফারসী	بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ	ফীল (১০৫)	৩০	৪	'পাখীগুলি তাদের প্রতি নিক্ষেপ করেছিল কঠিন মাটির কংকর সমূহ'। ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহার কা'বা আক্রমণ পর্যুদস্ত করার অলৌকিক ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে নাযিলকৃত।
৪৬	سِجِّيْنٌ (একটি স্থানের নাম, যেখানে কাফের ও ফাসিকদের আমলনামাসমূহ জমা থাকে'। 'জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম')।	অনারব	كَـلاَّ إِنَّ كِتَـابَ الْفُجَّارِ لَفِى سِجِّيْن	মুত্বাফ-ফেফীন (৮৩)	৩০	৮	'হুঁশিয়ার! নিশ্চয়ই দুষ্ট লোকদের আমলনামাসমূহ রক্ষিত থাকবে 'সিজ্জীন' নামক স্থানে'।
৪৭	سُرَادِقٌ (আচ্ছাদন, শামিয়ানা, তাঁবু)	ফারসী	اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا	কাহ্‌ফ (১৮)	১৫	২৯	'জাহান্নামের আযাব তাদেরকে চারদিক থেকে তাঁবুর ন্যায় বেষ্টন করে ধরবে'।
৪৮	سَرِىٌّ (পানির নালা), বহুবচনে سَرَاةٌ أَسْرِيَةٌ	সুরিয়ানী	قَـدْ جَعَـلَ رَبُّـكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا	মারয়াম (১৯)	১৬	২৪	'তোমার প্রভু তোমার নিম্নভূমি দিয়ে পানির নালা প্রবাহিত করেছেন'। প্রসব বেদনায় অস্থির মারয়ামকে সান্ত্বনা দিয়ে বর্ণিত আয়াত।
৪৯	سَفَرَةٌ (লেখকগণ) একবচনে	নাবাত্বী	بِأَيْدِىْ سَفَرَةٍ	'আবাসা (৮০)	৩০	১৫	'লেখক ফেরেশতাগণের হাত দ্বারা অত্র কুরআন নিরাপদ ফলকে লিপিবদ্ধ'।

	سَافِرٌ						
৫০	سَقَرٌ (একটি জাহান্নামের নাম) سَقَرٌ এর আভিধানিক অর্থ ঝলসে দেওয়া।	আজমী	سَأُصْلِيْهِ سَقَر	মুদ্দাছ্ছির (৭৪)	২৯	২৬	'অতি সত্বর আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো 'সাক্বার' (নামক) জাহান্নামে'।
৫১	سُجَّدٌ (সিজদাকারীগণ) একবচনে سَاجِدٌ	সুরিয়ানী	وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا	বাক্বারাহ (২) আ'রাফ (৭)	১ ৯	৫৮ ১৬১	'তোমরা জনপদের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর সিজদাবনত অবস্থায়'।
৫২	سَكَرٌ (সিরকা, মাদক)	হাবশী	وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ	নাহ্ল (১৬)	১৪	৬৭	'খেজুর ও আঙ্গুর জাতীয় ফলসমূহ দ্বারা তোমরা তৈরী করে থাক 'মাদক' ও সুন্দর সুন্দর খাদ্য। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে আল্লাহর নিদর্শন লুকিয়ে রয়েছে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য'। মাদকদ্রব্যাদি হারাম হওয়ার পূর্বে অত্র আয়াত নাযিল হয়।
৫৩	سَلْسَبِيْلٌ (জান্নাতের একটি নদীর নাম)।	আজমী	عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا	দাহ্র (৭৬)	২৯	১৮	'তাদের জন্য জান্নাতে 'সালসাবীল' নামক একটি নহর প্রস্তুত রাখা হবে, যেখান থেকে তারা পান করবে'।
৫৪	سَنَا (বিদ্যুচ্ছটা)	কোন ভাষা তা পরিষ্কার নয়	يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ	নূর (২৪)	১৮	৪৩	'মেঘের মধ্য থেকে নির্গত বিদ্যুচ্ছটা চক্ষু অন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম করে'।
৫৫	سُنْدُسٌ (পাতলা রেশমী বস্ত্র)।	ফারসী	وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ	কাহ্ফ (১৮) দাহ্র (৭৬)	১৫ ২৯	৩১ ২১	'তারা সেখানে পরিধান করবে সবুজ রংয়ের পাতলা ও মোটা রেশমের পোষাক সমূহ'।
৫৬	سَيِّدٌ (সরদার) বহুবচনে سَادَةٌ	ক্বিবত্বী	وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ	ইউসুফ (১২)	১২	২৫	'তারা দু'জনে সাক্ষাৎ পেল দরজার নিকটে উক্ত মহিলার স্বামীর'। যুলায়খার অন্যায় আহ্বান থেকে পলায়নপর ইউসুফ ও তাকে প্রাণপণে আটককারিণী যুলায়খা, উভয়ের সেসময়কার বাণীচিত্র।
৫৭	سِيْنِيْنَ (সিনাই পাহাড়ের অপর নাম)	হাবশী	وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ	তীন (৯৫)	৩০	২	'তীন, যয়তুন ও সিনাই পাহাড়ের তূর পর্বতাংশের কসম' (যেখানে আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন)।
৫৮	سَيْنَاءُ (সিনাই	নাবাত্বী	وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ	মুমিনূন (২৩)	১৮	২০	'(আমরা বৃষ্টির পানি দ্বারা) সিনাইয়ের তূর পাহাড় হ'তে এমন বৃক্ষ (যয়তূন) উৎপন্ন করি, যা হ'তে

	পাহাড়, যা সিরিয়ার মধ্যে অবস্থিত এবং জেদ্দা হ'তে মিসর যাওয়ার রাস্তায় পড়ে)।		طُوْر سَيْنَاء				নির্গত হয় তৈল এবং ভক্ষণকারীদের জন্য খাদ্য'।
৫৯	شَطْرَ (দিকে, প্রতি)	হাবশী	فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام	বাক্বারাহ (২)	২	১৪৯	'অতএব তুমি তোমার মুখ ফিরিয়ে দাও মাসজিদুল হারামের দিকে'। হিজরতের ১৭ মাস পরে ফিলিস্তীনের 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' থেকে মক্কার 'মাসজিদুল হারাম' তথা কা'বা গৃহের দিকে ক্বিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত। মদীনার উক্ত মসজিদের নাম 'মাসজিদুল ক্বিবলাতায়েন' অর্থাৎ 'দুই ক্বিবলার মসজিদ'।
৬০	شَهْرٌ (মাস) বহুবচনে شُهُوْرٌ	সুরিয়ানী	فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ	বাক্বারাহ (২)	২	১৮৫	'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উক্ত মাস (রামাযান) পায়, সে যেন ছিয়াম রাখে'।
৬১	صراط (রাস্তা) বহুবচনে صُرُطٌ	রোমক	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ	ফাতেহা (১)	৩০	৫	'তুমি আমাদেরকে সোজা-সুদৃঢ় পথ প্রদর্শন কর'।
৬২	صُرْ (হেলিয়ে নাও, ডেকে নাও)। صَوْرٌ মূলধাতু হ'তে امر واحد مذكرحاضر	নাবাত্বী	فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ	বাক্বারাহ (২)	৩	২৬০	'যখন ইবরাহীম বলল, প্রভু! আমাকে দেখাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর'। .... তখন আল্লাহ বললেন, তুমি চারটি পাখী তোমার দিকে ডেকে নাও। অতঃপর সেগুলিকে টুকরা টুকরা করে এক এক টুকরা পৃথক পৃথক পাহাড়ের উপরে রেখে আস। অতঃপর তুমি তাদের ডাক দাও। দেখবে ওরা তোমার নিকটে দৌড়ে চলে আসবে'।
৬৩	صَلَوَاتٌ (ইহুদীদের উপাসনালয় সমূহ)।	ইবরানী	وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ	হুজ্জ (২২)	১৭	৪০	'যদি আল্লাহ মানুষকে একে অপরের দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন, তাহ'লে ধ্বংস হয়ে যেত পাদ্রীদের গীর্জা সমূহ, সাধারণ গীর্জা সমূহ, ইহুদীদের উপাসনালয় সমূহ এবং মুসলমানদের মসজিদ সমূহ। যেসকল স্থানে আল্লাহর নাম অধিকহারে উচ্চারিত হয়'।
৬৪	طه (হুরূফে মুক্বাত্ত্বা'আতের অন্তর্ভুক্ত)।	হাবশী	طه	ত্বা-হা (২০)	১৬	১	'ত্বা-হা (যার অর্থ কেবলমাত্র আল্লাহ জানেন)'।
৬৫	طَاغُوْتٌ (শয়তান,	হাবশী	يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ	নিসা (৪)	৫	৫১	'তারা ঈমান এনেছে জিব্ত ও ত্বাগূতের উপরে'। 'জিব্ত' হ'ল ঐ সকল বস্তু, আল্লাহ ব্যতীত যার দিকে

	বাতিল মা'বূদ) বহুবচনে طواغيْتُ						মানুষ অবনত হয়। ইহুদী আলেম ও দরবেশগণ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত, সে প্রসঙ্গে বর্ণিত।
৬৬	طفق (শুরু করা, ইচ্ছা করা) طَفْوٌ মাদ্দাহ হ'তে	রোমক	وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ	আ'রাফ (৭)	৮	২২	'তখন তারা দু'জন (আদম ও হাওয়া) স্ব স্ব লজ্জাস্থানের উপরে গাছের পাতা দিয়ে ঢাকতে শুরু করল'।
৬৭	طُوْبا (একটি জান্নাতের নাম, জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম, জান্নাতের আনন্দ)।	হাবশী	طُوْبا لَهُمْ وَحُسْنُ مَابٍ	রা'দ (১৩)	১৩	৩৯	'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের পবিত্র জীবন ও সুন্দর ঠিকানা'।
৬৮	طُوْرٌ (সিনাই পর্বতাংশের নাম)	সুরিয়ানী	وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ	তীন (৯৫)	৩০	২	'তীন, যয়তূন ও তূর পাহাড়ের কসম'।
৬৯	طوى (তূর পাহাড়ের সেই পবিত্র উপত্যকার নাম, যেখানে হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ কথা বলেছিলেন এবং যেখানে মূসা (আঃ) নবুঅত লাভ করেছিলেন)।	ইবরানী	إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى	ত্বা-হা (২০)	১৬	১২	'নিশ্চয়ই তুমি পবিত্র উপত্যকায় রয়েছ'।
৭০	عَبَّدَ (গোলাম বানানো)	নাবাত্বী	أَنْ عَبَّدْتَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ	শু'আরা (২৬)	১৯	২২	'তুমি বনী ইসরাঈলকে গোলামে পরিণত করেছ'। ফেরাঊনের উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আঃ)-এর বক্তব্য।
৭১	عَدْنٌ ('আদন' নামক জান্নাত)	সুরিয়ানী	جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا	নাহল (১৬)	১৪	৩১	'তারা প্রবেশ করবে 'আদন' নামক জান্নাতে....'।
৭২	عَرِمٌ (বাঁধের ভিতরে আটকানো পানিরাশি)	হাবশী	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ	সাবা (৩৪)	২২	১৬	'অতঃপর আমরা তাদের উপরে প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় পানির স্রোত'।

[চলবে]

জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৩য় কিস্তি)

জাল হাদীছ রচনার কারণঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের বহু পরে ইসলামের বিশ্ববিজয়ী সুদৃঢ় ইমারতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফাটল ধরলে গৌরবধন্য ইসলামী খেলাফত দুঃখজনকভাবে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জন্ম নেয় খারেজী, শী'আ, মু'তাযিলাহ, মুরযিয়াহ, ক্বাদারিয়াহ, জাবরিয়াহ প্রভৃতি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের। লক্ষণীয় যে, প্রত্যেক দলই স্ব স্ব মতাদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। এমনকি নিজেদের পক্ষে এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার হীন উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করতেও তাদের হৃদয় সামান্যতম প্রকম্পিত হয়নি। ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষদিকে এবং আলী (রাঃ)-এর শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত রাজনৈতিক কোন্দল ও বিরোধের অভ্যুদয় ঘটেছিল মূলতঃ এটিই ছিল জাল হাদীছ রচনার প্রধানতম কারণ। এছাড়াও তৎকালীন সময়ে অনেকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, কেউ বিভিন্ন জাতি, গোত্র, ভাষা ইত্যাদির প্রশংসায়, কেউ কিচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে, আবার কেউ আমীর-উমারাদের প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য, সর্বোপরি অর্থ উপার্জন বা মোটা অংকের উপঢৌকন করায়ত্ত করার লজ্জাজনক প্রত্যাশায়ও জাল হাদীছ রচনা করা হয়েছে।

জাল হাদীছ রচনার বহুবিধ কারণের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল।-

(১) রাজনৈতিক কারণঃ

(ক) শী'আ সম্প্রদায় কর্তৃক জাল হাদীছঃ

রাজনৈতিক কোন্দলের সূত্র ধরেই যে জাল হাদীছের সূচনা হয়েছে একথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যে সকল রাজনৈতিক দল কর্তৃক জাল হাদীছ রচিত হয়েছে তাদের নাম উল্লেখ করতে গেলে সর্বাগ্রে শী'আ[৪৯] সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। কেননা শী'আরাই সর্বাধিক সংখ্যক জাল হাদীছ রচনা করে ইলমে হাদীছের সোনালী অধ্যায়কে মারাত্মকভাবে কলঙ্কিত করেছে। আল্লামা খলীলী (রহঃ) তাঁর 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থে বলেছেন যে, 'রাফেযীরা[৫০] 'আলী (রাঃ) ও 'আহলে বায়ত' সম্পর্কে তিন লাখের মত জাল হাদীছ রচনা করেছে'।[৫১]

অপরদিকে ইরাককে বলা হয় জাল হাদীছের টাকশাল। কেননা শী'আদের প্রধান আড্ডাখানা হ'ল ইরাক। ইমাম যুহরী (রহঃ) এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন,

يَخْرُجُ الْحَدِيْثُ مِنْ عِنْدِنَا شِبْرًا فَيَرْجِعُ إِلَيْنَا مِنَ الْعِرَاقِ ذِرَاعًا.

'আমাদের নিকট থেকে হাদীছ বের হয়ে যেত এক বিঘত, অতঃপর ইরাক হ'তে তা ফিরে আসত এক হাত হয়ে'। ইমাম মালেক (রহঃ) ইরাককে জাল হাদীছের টাকশাল (دَارُ الضَّرْب) মন্তব্য করে বলেন,

---

৪৯. 'শী'আ' (شِيعَة) শব্দের আভিধানিক অর্থ- সাথী, বন্ধু, শিষ্য, দল, ইত্যাদি। আলী (রাঃ)-এর সমর্থক দলকে সাধারণত 'শী'আ' নামে অভিহিত করা হয়।
'আল্লামা শাহরাস্তানী বলেন,
الشيعة هم الذين شايعوا عليا عليه السلام على الخصوص. وقالوا بامامته وخلافاته نصا، و وصية، إما جليا أو خفيا، و أعتقدوا ان الامامة لا تخرج من أولاده.
-'শী'আ' তারাই, যারা বিশেষভাবে আলী (রাঃ)-কে সমর্থন করে এবং প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য ভাবে দলীল ও অছিয়তের দ্বারা ইমামত ও খেলাফত প্রমাণিত বলে। তারা বিশ্বাস করে যে, ইমামত তাদের বংশধরদের বাইরে যাবে না'।
দ্রঃ আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আব্দুল করীম শাহরাস্তানী, *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, (বৈরুতঃ দারুস সূর, ১ম সংস্করণ ১৩৬৮ হি/১৯৪৮ খৃ), ১ম খণ্ড পৃঃ ২৩৪-২৩৫; Thomas patrick Hughes বলেন,
The followers of Ali first cousin of Muhammad and The husband his daughter Fatimah. The Shiah's maintains That Ali was the first legitimate Imam or khalifah, or Successor, to the prophet. and Therefore reject Abu Bakar, Umar and Usman, The first Three khlifahs of the sunni Muslims, as usurpers.
দ্রঃ ***Dictionary of Islam*** (New Delhi: oriental books reprint corporation, First Edition 1985), p-572; ***Encyclopadia of Islam*** গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ
The general name for a large group of very different Muslim sects, The starting point of all of which is the recognition of Ali as the legitimate chaliph after the death of the prophet.
দ্রঃ ***Encyclopadia of Islam***, v-6, p-350.

৫০. 'রাফেযী' মূলতঃ শী'আদেরই অপর নাম। কারো কারো মতে শী'আদের একটি দলের নাম। এদের অধিকাংশই পারস্যের অধিবাসী ছিল। ডঃ মুস্তফা আস-সুবাঈ বলেন,
'রাফেযীদের অধিকাংশই পারস্য দেশের অধিবাসী। তারা গোপনে শী'আ মত পোষণ করে অথবা তারা ঐসব লোক, যারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে অথচ তাদের অন্তর হ'তে পূর্ব ধর্মের প্রভাব বিদূরিত হয়নি। তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু নিজেদের মনগড়া পৌত্তলিকতা তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।
দ্রঃ *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮১।

৫১. মূল 'আরবীঃ
قال الخليلي في الإرشاد: وضعت الرافضة في فضائل علي و أهل بيته نحو ثلاثمائة ألف حديث.
দ্রঃ *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮১।

ইমাম মালেক (রহঃ) ইরাককে জাল হাদীছের টাকশাল (دَارُ الضَّرْب) মন্তব্য করে বলেন,

تضْرِبُ فِيهَا الْأَحَادِيْثُ و تخْرُجُ إلى النَّاس كما تضْرَبُ الدَّراهِم و تخْرُجُ لِلتَّعامُلِ

'ইরাক থেকে হাদীছ রচিত হয়ে জনসাধারণ্যে বের হয়ে আসত, যেমনিভাবে টাকশালে টাকা বানিয়ে তা ব্যবহারের জন্য জনসাধারণের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়'।[৫২]

শী'আরা হযরত আলী (রাঃ) ও 'আহলে বায়ত'-এর প্রতি অতি ভক্তি প্রদর্শন এবং হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও উমাইয়াদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে মিথ্যা হাদীছ রচনা করতো। শী'আদের মধ্যে মুখতার ইবনু আবী উবায়দ নামে জনৈক ব্যক্তি সর্বপ্রথম জাল হাদীছ রচনা করে।[৫৩] মুখতার প্রথমে খারেজী দলভুক্ত ছিল। পরে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ)-এর সমর্থকদের মধ্যে শামিল হয় এবং পরবর্তীতে শী'আ মত ধারণপূর্বক শী'আ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে যায়।[৫৪]

সে যখন কূফায় আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ) -এর সাথে সাক্ষাতে বের হ'ল তখন জনৈক মুহাদ্দিছকে বলেছিল, আমার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নামে এমন কিছু হাদীছ রচনা করে দাও, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে (মুখতার) তার পরেই খলীফা হবে।[৫৫]

শী'আদের জাল হাদীছ রচনা সম্পর্কে মনীষীগণের বক্তব্যঃ

জাল হাদীছ রচনায় শী'আরা যে অগ্রগণ্য ছিল তা খ্যাতনাম মনীষীগণের নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলি থেকে আরো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।-

১. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

ما رَأَيْتُ فِيْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ قَوْمًا أَشْهَدَ بِالزُّوْرِ مِنَ الرَّافِضَةِ.

'প্রবৃত্তির অনুসারী দলগুলির মধ্যে রাফেযী (শী'আ) অপেক্ষা অধিক মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী আর কোন দলকে আমি দেখিনি'।[৫৬]

২. ইমাম মালেক (রহঃ)-কে রাফেযীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন,

لا تُكَلِّمْهُمْ و لا تَرْوِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُوْنَ.

'তাদের নিকটে হাদীছ বর্ণনা করো না এবং তাদের থেকেও হাদীছ বর্ণনা করো না। কেননা তারা মিথ্যা বলে'।[৫৭]

৩. শারীক ইবনু আব্দিল্লাহ[৫৮] বলেন,

أَحْمِلْ عَنْ كُلِّ مَنْ لَقِيْتَ إلاَّ الرَّافِضَةَ، فَإِنَّهُمْ يَضَعُوْنَ الْحَدِيْثَ و يَتَّخِذُوْنَهُ دِيْنًا.

'তোমরা যাদের সাক্ষাৎ পাও তাদের থেকেই কিছু বয়ে আন, কিন্তু রাফেযী হ'তে নয়। কেননা তারা জাল হাদীছ রচনা করে এবং একে দ্বীন বলে গ্রহণ করে'।[৫৯]

৪. হাম্মাদ ইবনু সালামা বলেন,

حَدَّثَنِيْ شَيْخٌ لَهُمْ تَابَ يَعْنِيْ الرَّافِضَةَ قال: كُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فَاسْتَحْسَنَّا شَيْئًا جَعَلْنَاهُ حَدِيْثًا.

'রাফেযীদের জনৈক শায়খ যিনি রাফেযী মত থেকে তওবা করেছেন, আমাকে বললেন যে, আমরা যখন এক জায়গায়

---

৫২. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৭৯।

৫৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ নভেম্বর ২০০০), পৃঃ ৪২৩।

৫৪. *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন*, পৃঃ ৯৬; *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬-৩৭।

৫৫. মূল 'আরবীঃ

لما خرج بالكوفة على عبد الله بن الزبير قال لرجل من أصحاب الحديث:

ضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كائن بعده خليفة.

দ্রঃ *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন*, পৃঃ ৯৬; *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯ মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ; *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃঃ ৪২৩; *'উলূমুল হাদীছ*, পৃঃ ২২২।

৫৬. আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, *মুখতাছারু মিনহাজিস সুন্নাহ* (রিয়াদঃ মাতাবাতুল কাউছার, ১ম প্রকাশ ১৪১১ হি/১৯৯১ খৃ), পৃঃ ২৫; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৭৯; *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬।

৫৭. *মুখতাছারু মিনহাজিস সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫; মুহাম্মাদ 'উজাজ আল-খত্বীব, *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন* (কায়রো, মিসরঃ উম্মুল কুরা লিত-ত্বাবা'আহ ওয়ান নাশর, ২য় সংস্করণ ১৪০৮ হি/১৯৮৮ খৃ), পৃঃ ১৯৭; *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬ পৃঃ; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৭৯।

৫৮. তিনি সুফইয়ান ছাওরী ও ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) -এর যুগে কূফার কাযী ছিলেন। তিনি শী'আ মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন,'أنا من الشيعة'।

দ্রঃ *মুখতাছারু মিনহাজিস সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫।

৫৯. *মুখতাছারু মিনহাজিস সুন্নাহ*, পৃঃ ২৫।

সমবেত হ'তাম তখন কোন কিছুকে ভাল মনে করলে তা হাদীছ বলে চালিয়ে দিতাম'।[৬০]

৫. ইয়াযীদ ইবনু হারূণ বলেন,

يُكْتَبُ عَنْ كُلِّ مُبْتَدِعٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً إِلاَّ الرَّافِضَة فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُوْنَ

'প্রত্যেক বিদ'আতী থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করা যাবে যতক্ষণ না সে রাফেযী মতবাদের প্রবক্তা হয়। কেননা তারা (রাফেযীরা) হাদীছ জাল করে'।[৬১]

৬. হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেন, الرَّافِضَةُ يُقِرُّوْنَ بِالْكِذْبِ 'রাফেযীরা জাল হাদীছ রচনা করার স্বীকৃতি দেয়'।[৬২]

৭. ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-কে কাদের কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করা যাবে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

مِنْ كُلِّ عَدْلٍ فِيْ هَوَاهُ إِلاَّ الشِّيْعَة. فَإِنَّ أَصْلَ عَقْدِهِمْ تَضْلِيْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم.

'শী'আ ব্যতীত সকল ব্যক্তির কাছ থেকে। কেননা তাদের চুক্তিই হচ্ছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণকে ভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা'।[৬৩]

৯. ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, وَ كِذْبُ الرَّافِضَةِ مِمَّا يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ

'রাফেযীদের মিথ্যা বলা প্রবাদে পরিণত হয়েছে'।[৬৪]

১০. 'আমের আশ-শা'বী (عامر الشعبى) বলেন,

مَا كُذِبَ عَلَى أَحَدٍ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا كُذِبَ عَلَى عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

'আলী (রাঃ)-এর নামে যত হাদীছ জাল করা হয়েছে, এই উম্মতের আর কারো নামে তত হাদীছ জাল করা হয়নি'।[৬৫]

শী'আদের জাল হাদীছ রচনা সম্পর্কিত উপরোক্ত মতামতগুলিই প্রমাণ করে যে, সর্বাধিক জাল হাদীছ রচনা করেছে এই শী'আরাই। হযরত আলী (রাঃ)-কে খেলাফতের একমাত্র হকদার দাবী করে তারা ইসলামের প্রথম তিন খলীফার নিন্দায়ও অসংখ্য জাল হাদীছ রচনা করেছে। আলী (রাঃ)-এর স্বপক্ষে এমন অনেক হাদীছ রচনা করেছে, যার কোন কোনটি দ্বারা আলী (রাঃ)-এর নবুঅত, কোন কোনটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে তাঁর খিলাফতের অধিকার প্রমাণের সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।[৬৬] নিম্নে উপমা হিসাবে শী'আদের রচিত কয়েকটি জাল হাদীছ উল্লেখ করা হ'ল-

শী'আদের রচিত কতিপয় জাল হাদীছঃ

١- هَذَا وَصِيِّ وَ أَخِيْ وَالْخَلِيْفَةُ مِنْ بَعْدِى فَاسْمَعُوْا لَهُ وَ أَطِيْعُوْهُ.

'এই হচ্ছে আমার ওছী বা উত্তরাধিকারী, আমার ভাই ও আমার পরে খলীফা। অতএব তোমরা তার কথা শুনবে ও তার নির্দেশ পালন করে চলবে'।[৬৭]

শী'আরা আলী (রাঃ)-এর খেলাফতের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত প্রমাণ করার জন্য যে সমস্ত জাল হাদীছ রচনা করেছে, তার মধ্যে উক্ত হাদীছটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় 'গাদীরে খোম' নামক স্থানে যে ভাষণ প্রদান করেন, তাতে তিনি আলী (রাঃ)-এর হাত ধরে উক্ত কথা বলেন।[৬৮]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমতে এ হাদীছটি সন্দেহাতীতভাবে জাল।[৬৯] চরমপন্থী শী'আরা এটি রচনা করেছে। ছাহাবীগণের বিরুদ্ধে এ হাদীছ দ্বারা তারা কলঙ্ক আরোপ করেছে। এ হাদীছটি গোপন করা হয়েছে বলে

---

৬০. *কিতাবুল মাওযূ'আত,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯; *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন,* পৃঃ ১৯৭; *আল-হাদীছুন নববী,* পৃঃ ৩০৫; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৭৯।

৬১. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন,* পৃঃ ১৯৭; *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬।

৬২. *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬।

৬৩. *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬।

৬৪. *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৬।

৬৫. *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৬।

৬৬. *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছুন,* পৃঃ ৯০।

৬৭. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৮০।

৬৮. *আল-হাদীছুন নববী,* পৃঃ ৩০৭; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৭৯-৮০; *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* পৃঃ ৪২৪।

৬৯. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৮০; ডঃ মুহাম্মাদ আছ-ছাব্বাগ বলেন,

فإن هذا الحديث باطل من وضع الرافضة. لأنهم ضللوا الصحابة رضى الله عنهم بهذا المقالة الكاذبة.

দ্রঃ *আল-হাদীছুন নববী,* পৃঃ ৩০৭।

শী'আদের অভিযোগ। অথচ জমহূর মুহাদ্দিছীনে কেরামের বিচারে হাদীছটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন যে কোন বিচারকই জমহূরের সাথে একমত হবেন। কেননা শী'আদের মতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিপুল সংখ্যক ছাহাবীর সামনে এ হাদীছটি বলেছেন। আর রাসূল (ছাঃ)-এর এরূপ একটি হাদীছ ছাহাবীগণ গোপন রাখবেন, এটি স্বীকার্য নয়। এ গোপন রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও নয়। অপরদিকে একথাও স্বীকার্য নয় যে, আলী (রাঃ) তাঁর অছিয়তের কথা গোপন করে রেখেছেন এবং ছাহাবীগণও তা মেনে নিয়েছেন। কেননা তাঁরা ছিলেন উম্মতের সেইসব শীর্ষ ব্যক্তি, যারা দ্বীনে হক্ব প্রচার ও প্রসারে ছিলেন সর্বাত্মক যত্নবান। হক্ব কথা প্রকাশ করতে তাঁরা বিন্দুমাত্রও দ্বিধা-সংকোচ করতেন না। এ ব্যাপারে কাউকেই তাঁরা পরোয়া বা ভয় করতেন না। এ ছিল তাঁদের প্রকৃত শাঁন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি অছিয়ত, যা তিনি সকল ছাহাবীর সামনে করে গেছেন এবং যাতে তাঁর পরে কে খলীফা হবেন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুনির্দিষ্ট করে বলা আছে, এরূপ একটি হাদীছ ছাহাবীগণ গোপন করতে পারেন, তা কল্পনায়ও আসে না। আর এটাইবা কি করে সম্ভব যে, এ হাদীছটি গোপন করার ব্যাপারে সকল ছাহাবীই একমত হবেন। সুতরাং এটি যে শী'আদের মনগড়া কথা তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।[৭০]

২– من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، و إلى نوح في تقواه. و إلى إبْراهِيْم فِىْ حِلْمِه. و مُوْسى فِىْ هَيْبَتِه و إلى عِيْسى فِيْ عبادته فلْيَنْظُرْ إلي علي.

'যে ব্যক্তি আদমের ইলম, নূহের পরহেযগারী, ইবরাহীমের ধৈর্য, মূসার ব্যক্তিত্ব ও ঈসা (আঃ)-এর ইবাদত দেখতে ইচ্ছা করে সে যেন আলীর দিকে তাকায়'।[৭১] একই মর্মার্থে আরেকটি হাদীছ আল্লামা শাওকানী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যেমন-

مَنْ أراد أنْ يَنْظُرَ إلى آدم فِيْ عِلْمِه. و نُوْح فِيْ فَهْمِه. و إبْراهِيْم فِيْ حِكْمِه. و يَحْيى فِيْ زُهْدِه. و مُوْسى فِيْ بَطْشِه فلْيَنْظُرْ إلى علي.

'যে ব্যক্তি আদম (আঃ)-এর প্রজ্ঞা, নূহ (আঃ) বুঝ, ইবরাহীম (আঃ)-এর হিকমত, ইয়াহইয়া (আঃ)-এর দুনিয়া বিমুখতা ও মূসা (আঃ)-এর দাপট দেখতে চায়, সে যেন আলীর দিকে তাকায়'।[৭২]

৩– أنَا مِيْزَانُ الْعِلْمِ و عَلِى كَفَتَاهُ وَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ خُيُوْطُهُ وَ فَاطِمَةُ عَلاقَتُهُ والْائِمَّةُ مِنَّا عَمُوْدُ تُوْزَنُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ الْمُحِبِّيْنَ لَنَا والْمُبْغِضِيْنَ لَنَا.

'আমি ইলমের দাঁড়ি বা নিক্তি, আলী তার পাল্লা, হাসান-হোসাইন তার রশি, ফাতেমা তার সম্পর্ক এবং আমাদের বংশের ইমামগণ তার স্তম্ভ। তাতে ওযন করা হয় তাদের আমল সমূহ, যারা আমাদের মুহিব্বীন (প্রিয়ভাজন) এবং যারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষী'।[৭৩]

৪– حُبُّ عَلِى حَسَنَةٌ لا يَضُرُّ مَعَهَا سَيِّئَةٌ و بُغْضُهُ سَيِّئَةٌ لا يَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ.

'আলীকে ভালবাসা পূণ্যের কাজ, এর সাথে পাপ ক্ষতিকর নয়। তাঁর প্রতি বিদ্বেষ রাখা পাপ, এর সাথে পূণ্য উপকারী নয়'।[৭৪]

৫– يا على أخصك بالنُّبُوَّة وَ لاَ نُبُوَّةَ بعْدِىْ وَ تَخْصِمُ النَّاسُ بِسَبْعٍ وَلا يُحَاجُّكَ أحَدٌ مَنْ قُرَيْش أوَّلُهُمْ إيْمَانًا بالله و أوْفاهُمْ بعهْد الله و أقْوَمُهُمْ بِأمْر الله وَ أقْسَمُهُمْ بالسَّوِيَّة وَ أعْدِلُهُمْ فِىْ الرَّعِيَّة وَ أبْصَرُهُمْ بالْقَضِيَّة وَ أعْظَمُهُمْ عِنْدَ الله مَزِيَّةً.

'হে 'আলী! আমি তোমাকে নবুঅতের দ্বারা বিশেষায়িত করেছি। আর আমার পরে কোন নবী নেই। লোকেরা সাতটি বিষয় নিয়ে বিবাদ করবে। কিন্তু কুরায়শদের কেউ তোমার সাথে বিতর্ক করে পারবে না। তা হচ্ছে তুমি তাদের মধ্যে ১ম আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়নকারী, তাদের চেয়ে বেশী আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূরণকারী, তাদের চেয়ে বেশী আল্লাহ্র আদেশ পালনকারী, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সমান ভাগে বন্টনকারী, জনগণের মধ্যে

---

৭০. ***রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীছের ইতিবৃত্ত,*** পৃঃ ১৫৩-৫৪; ***আল-হাদীছুন নববী,*** পৃঃ ৩০৭, টীকা-১; ইমাম নববী, ***রিয়াদুস সালেহীন,*** অনুবাদঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ 'আলী ও অন্যান্য, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এপ্রিল ২০০২), পৃঃ ২৫৩, হা/৩৪৭।

৭১. ***আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,*** পৃঃ ৮০।

৭২. মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আশ-শাওকানী, ***আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ,*** তাহক্বীক্বঃ 'আব্দুর রহমান ইবন ইয়াহইয়া আল-মু'আল্লিমী আল-ইয়ামানী (প্রকাশস্থান অনুল্লেখিতঃ মাত্বাবা'আতুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়া, ১৩৯৮ হি/১৯৭৮ খৃ), পৃঃ ৩৬৭।

৭৩. ***আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,*** পৃঃ ৮০।

৭৪. ***আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,*** পৃঃ ৮০।

সর্বাপেক্ষা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী, বিচারে সবচেয়ে দক্ষ এবং আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় সবচেয়ে বড়'।[৭৫]

٦- خلقت أنا و علي من نور، و كنا على يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم بالفي عام.

'আমি ও আলী একই নূর দ্বারা সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার দু'হাযার বছর পূর্বে আমরা আরশের ডান দিকে অবস্থান করতাম'।[৭৬]

٧- من مات و في قلبه بغض لعلي بن أبي طالب فليمت يهوديا أو نصرانيا.

'যে ব্যক্তি আলীর প্রতি হিংসা পোষণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে ইহুদী অথবা নাছারা হয়ে মৃত্যুবরণ করল'।[৭৭]

٨- من لم يقل على خير الناس فقد كفر.

'আলীকে যে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলল না, সে কুফরী করল'।[৭৮]

٩- لقد صلت الملائكة على على سبع سنين.

'সাত বছর যাবৎ ফেরেশতাগণ আলী (রাঃ)-এর উপর দো'আ করে'।[৭৯]

١٠- أنا مدينة العلم و على بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

'আমি ইলমের নগরী এবং আলী তার দরজা। অতএব যে ইলম অর্জন করতে চায়, সে যেন তার দরজা দিয়ে আগমন করে'।[৮০]

শী'আরা এভাবে কুপ্রভৃত্তির তাড়নায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কত হাদীছ যে জাল করেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এখানে জাল হাদীছের গ্রন্থগুলো থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র ১০টি হাদীছ তুলে ধরা হ'ল। হাদীছগুলির মর্মার্থই নিরপেক্ষ পাঠকদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হেনে বলে দিবে যে, এ সমস্ত হাদীছ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও জাল। কেননা বিশ্বনবী (ছাঃ) -এর পবিত্র হাদীছ কখনো এরকম একপেশে, অযৌক্তিক, সন্দেহযুক্ত, স্ববিরোধী, পক্ষপাতদুষ্ট কথামালার সমন্বয় হ'তে পারে না।

(খ) খারেজী সম্প্রদায় কর্তৃক জাল হাদীছঃ

শী'আদের পরে রাজনৈতিক কারণে হাদীছ জালকরণের অপরাধে দ্বিতীয় অভিযুক্ত দল হ'ল চরমপন্থী খারেজীরা।[৮১] কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হাদীছ জালকরণের কাজ তাদের দ্বারাই সূচিত হয়।[৮২] আবার কেউ কেউ তাদের গ্রন্থে খারেজীদেরকে বাতিল ফিরকা সমূহের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক (৪০০ শত) হাদীছের জালকারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৩] জাল হাদীছ রচনায় খারেজীদের ভূমিকা সম্পর্কে মুহাদ্দেছীনে কেরাম থেকে পরস্পর বিরোধী দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। যা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

১ম অভিমতঃ

একদল মুহাদ্দিছের মতে অন্যান্য বাতিল ফিরকার ন্যায় জাল হাদীছ রচনায় খারেজীদেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

---

৭৫. *আল-লাআলিল মাছনূ'আহ*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩; *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩; *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ*, পৃঃ ৩৪৪।

৭৬. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ*, পৃঃ ৩৪২; *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০।

৭৭. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ*, পৃঃ ৩৭৩।

৭৮. *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭; *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ*, পৃঃ ৩৪৭।

৭৯. *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০; *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ*, পৃঃ ৩৪৩।

৮০. *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০; *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ*, পৃঃ ৩৪৮।

৮১. **খারেজীঃ** 'খাওয়ারিজ' (خوارج) শব্দটি 'খারিজাতুন' (خارجة) এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বহির্ভূত, দলত্যাগী, রাজদ্রোহী, ইত্যাদি। সিফ্ফীনের যুদ্ধে সালিশকে কেন্দ্র করে হযরত আলী (রাঃ)-এর দল পরিত্যাগ করে ১২ হাযার মুসলমান বের হয়ে যে নতুন দাল গঠন করে তারাই ইতিহাসে খারেজী নামে পরিচিত।
দ্রঃ *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, পৃঃ ১৭০; Thomas patrick Hughes বলেন,
The first Who were so-called were the 12,000 men who revolted from Ali after they had fuoght under him at the battle of Siffin.
দ্রঃ Dictionary of Islam, p-270; The New Encyclopadia Britannica গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ
Arabic khawarij the earliest islamic sect, which traces its beginning to a religio-political controversy over the caliphate,
দ্রঃ ***The New Encyclopaedia Britannica*** (London: Fifteenth Edition 2002), v-6, p-833.

৮২. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃঃ ৪২২।

৮৩. *'উলূমুল হাদীছ*, পৃঃ ২২৫।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম তাঁর 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

'খাওয়ারিজগণ হাদীস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তাহারা অন্যান্য লোকের নিকট হইতে কোন কথাকেই সত্যরূপে গ্রহণ করিতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাহারা মিথ্যুককে মনে করিত কাফির। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা হাদীস জালকরণের কাজ করিতে ও রাসূলের নামে মিথ্যা প্রচার করিতে শুরু করে। আর ইহার মূলে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের বিশেষ মতের সমর্থন যোগানো মাত্র'।[৮৪] এই অভিমতের স্বপক্ষে 'বিদ্বানগণ নিম্নোক্ত দু'টি জাল হাদীছ দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেন এবং এগুলি খারেজী কর্তৃক জালকৃত বলেন-

(১) ইবনু লাহী'আ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খারেজীদের জনৈক শায়খকে বলতে শুনেছি যে,

إِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيْثَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ. فَإِنَّا كُنَّا إِذَا هَوَيْنَا أَمْرًا صَيَّرْنَاهُ حَدِيْثًا.

'এইসব হাদীছ হ'ল দ্বীন, কাজেই তোমরা কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ তা ভাল করে দেখে নাও। কেননা আমরা যখন মনগড়া কিছু বলতাম, তখন তা হাদীছ বানিয়ে ছাড়তাম'।[৮৫]

(২) 'আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলতেন, খারেজী ও যিন্দীকরা নিম্নোক্ত মিথ্যা ও জাল হাদীছটি রচনা করেছে-

إِذَا أَتَاكُمْ عَنِّى حَدِيْثٌ فَاعْرِضُوْهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَأَنَا قُلْتُهُ.

'যখন তোমাদের নিকট আমার কোন হাদীছ পৌঁছে, তখন তা আল্লাহ্র কিতাবের সাথে মিলাও। যদি তা আল্লাহ্র কিতাবের সাথে মিলে যায়, তাহ'লে মনে করবে যে, তা আমিই বলেছি'।[৮৬]

২য় অভিমতঃ

অপরদিকে মুহাদ্দিছগণের অপরদলের মতে জাল হাদীছ রচনার ব্যাপারে খারেজীদের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। যারা এই অভিমতের পক্ষে, তাদের মধ্যে মিসরের প্রখ্যাত 'আলেম ডঃ মুস্তফা আস-সুবাঈ ও ডঃ মুহাম্মাদ 'উজাজ আল-খত্বীবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের মতে এ ব্যাপারে একটি দলীলও পাওয়া যায়নি, যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, খারেজীরা জাল হাদীছ রচনা করেছে। এ বিষয়ে তারা খারেজীদের প্রধান আক্বীদা 'কবীরা গোনাহকারী কাফের' কে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। মিথ্যা যেহেতু কবীরা গোনাহ, আর তাদের মতে যে কোন কবীরা গোনাহকারীই কাফির, সেক্ষেত্রে রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা তো আরো অনেক ভয়াবহ। কাজেই খারেজীদের দ্বারা আর যাই হোক জাল হাদীছ রচিত হ'তে পারে না।

আল-মুবাররাদ বলেন, 'খারেজীদের যত দল আছে, সকলেই মিথ্যাচার ও প্রকাশ্য পাপাচার হ'তে নিজেদের মুক্ত রেখেছে। তাদের প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ আরব। তাদের মধ্যে যিন্দীক বা অপর কোন উপদল অনুপ্রবেশ করতে পারেনি, যেরূপ অনুপ্রবেশ করেছে রাফেযীদের মধ্যে। ইবাদতেও তারা অতি নিষ্ঠাবান। তারা সাহসিকতার অধিকারী ও স্পষ্টবাদী। তারা বনোয়াটি করে না এবং শী'আদের মত কূট-কৌশলেরও আশ্রয় গ্রহণ করে না। যে দলের বৈশিষ্ট্য এরূপ, তাদের হ'তে মিথ্যা প্রকাশ পাওয়া সুদূর পরাহত। যদি তারা রাসূলুল্লাহ (ছা) -এর বেলায় মিথ্যাকে বৈধ জ্ঞান করত, তাহ'লে নিশ্চয়ই তারা বৈধ জ্ঞান করত তাঁর চেয়ে মর্যাদায় যারা কম তাদের জন্য। আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য আছে, তা দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, তারা শাসনকর্তা, খলীফা ও আমীরদের দরবারে অকুতোভয়ে দাঁড়াত এবং স্পষ্টভাষায় সত্য সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাত। এরপর কি কারণ থাকতে পারে যে, তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবে?'[৮৭]

ডঃ 'উজাজ আল-খত্বীব প্রায় একই ধরণের মন্তব্য করে বলেন, 'খারেজীদের বিরুদ্ধে এমন একটি দলীলও পাইনি,

---

৮৪. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃঃ ৪২২।

৮৫. *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮-৩৯; *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন*, পৃঃ ৮৭; *ক্বাওয়ারিদুত তাহদীছ*, পৃঃ ১৩৭; *বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ*, পৃঃ ৩০; *আল-হাদীছুন নববী*, পৃঃ ৩০৬; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮২; ডঃ 'উজাজ আল-খত্বীব ও ডঃ আল-ফালাতাহ উক্ত রেওয়ায়াতটির সাথে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহ আব্দুল করীম থেকেও উক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেনঃ

عن عبد الكريم قال: قال لى رجل من الخوارج: إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إنا كنا إذا هوينا أمرا جعلناه فى حديث.

দ্রঃ *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন*, পৃঃ ২০৪; *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯।

৮৬. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন*, পৃঃ ২০৫; *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন*, পৃঃ ৮৭; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮২।

৮৭. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮৩।

যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা জাল হাদীছ রচনা করেছে'।[৮৮]

ডঃ মুস্তফা আস-সুবাঈ বলেন, 'বহু অনুসন্ধান করেও আমি একটি হাদীছ বের করতে পারিনি, যা একজন খারেজী জাল করেছে। মাওযূ'আতের কিতাবগুলিও আমি তন্ন তন্ন করে দেখেছি। তাতেও আমি এমন একজন খারেজীর সন্ধান পেলাম না, যাকে মিথ্যাবাদীদের ও জাল হাদীছ রচনাকারীদের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। উপরে যে হাদীছের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মতে এর বর্ণনাকারী হ'ল একজন খারেজী শায়খ। এ শায়খকেও আমি অনুসন্ধান করে বের করতে পারিনি'।[৮৯]

তিনি উপরে উল্লিখিত 'আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদীর উক্তি সম্পর্কে বলেন, এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া তিনি তো এ কথা বলেননি যে, এর রচনাকারী কে বা কবে এটি রচনা করা হ'ল? বরং এর রচনা যিন্দীকদের প্রতি আরোপিত হওয়ায় আমাদের সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। খারেজী ও যিন্দীকরা কিভাবে একমত হয়ে সম্মিলিতভাবে এটি রচনা করল? অথচ মাহদীর সূত্র ব্যতীত অন্য সূত্রে শুধু যিন্দীক শব্দের উল্লেখ আছে।[৯০]

এ বিষয়ে ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) ও ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)-এর বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) বলেন, ليس فى أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج.

'ভ্রান্তদের মধ্যে খারেজীদের চেয়ে ছহীহ হাদীছ বর্ণনাকারী আর কেউ নেই'।[৯১]

ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন,

ليس فى أهل الأهواء أصدق و لا أعدل من الخوارج.

'ভ্রান্তদের মধ্যে খারেজীদের অপেক্ষা সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ আর কেউ নেই'।[৯২]

তিনি আরো বলেন,[৯৩]

ليسوا ممن يتعمدون الكذب بل هم معروفون بالصدق حتى يقال أن حديثهم من أصح الحديث.

'খারেজীরা স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলার দলভুক্ত নয়। বরং তারা সত্যের জন্য পরিচিত। এমনকি তাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে, তাদের হাদীছ হ'ল অধিক বিশুদ্ধতম'।

ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) আরো বলেন,

و نحن نعلم أن الخوارج شر منكم. ومع هذا مما نقدر ان ترميهم بالكذب، لأننا جربناهم، فوجدناهم يتحرون الصدق لهم و عليهم.

'আমরা জানি যে, খারেজীরা তোমাদের চেয়ে বেশী নিকৃষ্ট। তোমরা তাদেরকে জাল হাদীছ রচনার দোষে দুষ্ট বলেছ। কেননা আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। ফলে তাদেরকে এমন পেয়েছি যে, তারা তাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে সত্য অনুসন্ধান করে'।[৯৪]

হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেন,

والخوارج مع مروقهم من الدين فهم أصدق الناس حتى قيل: ان حديثهم من أصح الحديث.

'দ্বীন থেকে খারেজীদের বের হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, তাদের বর্ণিত হাদীছ বিশুদ্ধ হাদীছের অন্তর্ভুক্ত'।[৯৫]

অতএব উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, খারেজীরা ইসলামের ভ্রান্ত ফিরকা সমূহের একটি অন্যতম ফিরকা হ'লেও জাল হাদীছ রচনার মত গর্হিত কর্ম তাদের দ্বারা অত্যল্পই সম্পন্ন হয়েছে। আর এমনটি হয়ত তাদের চরমপন্থী আক্বীদার কারণেই সম্ভব হয়েছে। আর এ আক্বীদার কারণেই তারা আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মত জলীলুল ক্বদর ছাহাবীগণকে অকপটে কাফের ফৎওয়া দিয়েছে এবং তাদের হাতেই ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) শাহাদত বরণ করেছেন।[৯৬]

[চলবে]

---

৮৮. মূল 'আরবীঃ

لم نعثر فى المراجع القريبة منا على ما يدل على وضع الخوارج للحديث.

দ্রঃ ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ২০৪।

৮৯. মূল 'আরবীঃ

لم أعثر على حديث وضعه خارجي. و بحثت كثيرا فى كتب الموضوعات. فلم أعثر على خارجي عد من الكذابين والوضاعين. أما النص السابق الذى يذكرونه عن شيخ للخوارج. فلا أدرى من هو هذا الشيخ؟

দ্রঃ ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ৮২।

৯০. ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ৮২।

৯১. ***আল-হাদীছুন নববী***, পৃঃ ৩০৬; ***আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন***, পৃঃ ২০৫; ***বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ***, পৃঃ ৩১; ***আল-ওয়াযে'উ ফিল হাদীছ***, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭।

৯২. ***আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা***, পৃঃ ৮৩।

৯৩. ***বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ***, পৃঃ ৩১; ***আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা***, পৃঃ ৮৩।

৯৪. ***আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন***, পৃঃ ২০৪-২০৫।

৯৫. ***আল-ওয়াযে'উ ফিল হাদীছ***, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭-৩৮।

৯৬. রশীদুল আলম, ***মুসলিম দর্শনের ভূমিকা***, পৃঃ ১৭৩।

সন্ত্রাসঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

-নূরুল ইসলাম*

উপক্রমণিকাঃ

হাযারো সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে নিপতিত আধুনিক বিশ্বের অন্যতম সমস্যা হ'ল সন্ত্রাস। এটি বর্তমান বিশ্বের একটি বার্নিং ইস্যু। সমাজের দুষ্টক্ষত সন্ত্রাস পৃথিবীকে অক্টোপাসের ন্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। সন্ত্রাসের ভয়াল থাবা থেকে বাঁচার জন্য বিশ্ববাসী ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। খুঁজে ফিরছে শান্তির ঠিকানা। কিন্তু প্রকৃত শান্তি কোথায়? নিঃসন্দেহে শান্তির একমাত্র আশ্রয় ইসলাম। একজন প্রকৃত মুসলিম যথার্থই শান্তির সৈনিক। ইসলাম হচ্ছে শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার মহান আদর্শে উজ্জীবিত সার্বজনীন ধর্ম। আকাশছোঁয়া উদারতা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল আবহ। পরমতসহিষ্ণুতা এর অলংকার। সাম্প্রদায়িকতার দোষে ইসলাম কখনো দুষ্ট নয়। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন বিশ্বনবী। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শে উজ্জীবিত করার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেছেন, বিশ্বইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার।

সন্ত্রাসের আভিধানিক অর্থঃ

'সন্ত্রাস' শব্দটি 'ত্রাস' থেকে উদ্ভূত। ত্রাস হ'ল ভয়, ভীতি, শংকা।[১] আর সন্ত্রাস হ'লঃ আতংকগ্রস্ত করা, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।[২] সন্ত্রাস শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'লঃ Terror, extreme fear- যৎপরোনাস্তি আতংক, সন্ত্রাস; a dreadful object- ভয়ংকর ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তু। terrorism- সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ বানানোর নীতি, সন্ত্রাসবাদ। terrorist- সন্ত্রাসী। terrorize সন্ত্রাসিত করা, ভয় দেখিয়ে শাসন করা।[৩] সন্ত্রাসের আরবী প্রতিশব্দ হ'ল الإرهاب (আল-ইরহাব) অর্থাৎ কাউকে ভয় দেখানো, সন্ত্রস্ত করে তোলা।[৪] পবিত্র কুরআন মাজীদে এ অর্থের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন মহান আল্লাহর বাণীঃ

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم–

'আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী, যেন উহার দ্বারা ভয় দেখাতে পার আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের...' *(আনফাল ৬০)*।

সন্ত্রাসের পারিভাষিক অর্থঃ

পারিভাষিক অর্থে সন্ত্রাস হ'ল যে কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ বানানোর নীতি অবলম্বন করা।[৫]

الموسوعة العربية العالمية (আরবী বিশ্বকোষ)-য়ে বলা হয়েছে, الإرهاب: استخدام العنف أو التهديد به لإثارة الرعب– 'ভীতি সঞ্চারের জন্য বল প্রয়োগ করা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা'।[৬]

'রাবিত্বাতুল আলামিল ইসলামী'-র অধীন 'ইসলামী ফিক্বহ কাউন্সিল' ১৪২২ হিজরীতে মক্কায় অনুষ্ঠিত ১৬তম অধিবেশনে সন্ত্রাসের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন তা হচ্ছে, العدوان الذى يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان (دينه وعقله وماله، وعرضه)– 'কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা রাষ্ট্র কোন মানুষের ধর্ম, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ ও সম্মানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে শত্রুতার চর্চা করে তাকে সন্ত্রাস বলে'।

এ সংজ্ঞাটি সবধরনের নীতিবহির্ভূত ভীতি প্রদর্শন, ক্ষতি, হুমকি প্রদর্শন, অন্যায় ও বিচার বহির্ভূত হত্যা, অপরাধমূলক হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে একক ও সমষ্টিগতভাবে পরিচালিত যে কোন ধরনের অন্যায় কর্ম, সশস্ত্র ডাকাতি, চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রাহাজানি, ভীতিকর ও হুমকিপূর্ণ কাজ এবং লোকজনের জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তাকে বিপদাপন্ন করে জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, এমন কর্মকান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া পরিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি, ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ ধ্বংস বা প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করাও সন্ত্রাস হিসাবে গণ্য হবে।[৭]

---

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২), পৃঃ ২৬৬।

২. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ২২তম মুদ্রণ, ১৯৯৮), পৃঃ ৬৬১।

৩. Samsad English-Bengali Dictionary (Calcutta: Sahitya samsad, 1980), P. 1168.

৪. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (দিল্লীঃ দারু লিইশাআতি ইসলামিয়াহ, তাবি), পৃঃ ৩৭৬।

৫. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, পৃঃ ৬৬১; বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, পৃঃ ৫৪১।

৬. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলে শায়খ, 'আল-ইরহাবঃ আসবাবুহু ওয়া ওসায়িলুল ইলাজ' (মাজাল্লাতুল বুহুছ আল-ইসলামিইয়াহ, সঊদী আরবঃ কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, সংখ্যা ৭০, রজব-শাওয়াল ১৪২৪ হিঃ, সেপ্টেঃ-ডিসেঃ ২০০৩), পৃঃ ১০৮-১০৯।

৭. ঐ, পৃঃ ১১৪।

১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে আরব রাষ্ট্রগুলির স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে সন্ত্রাস দমনে একটি সম্মিলিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এতে সন্ত্রাসবাদের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়ঃ 'সন্ত্রাস হ'ল ব্যক্তি বা সামষ্টিক অপরাধ মনোবৃত্তি হ'তে সংঘটিত নিষ্ঠুর কাজ বা কাজের হুমকি, যে প্ররোচনা বা লক্ষ্যেই তা হোক না কেন, যা দ্বারা মানুষের মাঝে ভীতি সঞ্চার করা হয় বা তাদেরকে কষ্টে ফেলার হুমকি দেয়া হয় বা তাদের জীবন, তাদের স্বাধীনতা, তাদের নিরাপত্তাকে ধ্বংসের মুখে ফেলা হয় বা পরিবেশকে ক্ষতির মুখোমুখি করা হয় অথবা প্রাইভেট বা সরকারি সম্পত্তি ছিনতাই করা, দখল করা, নষ্ট করা হয় অথবা কোন রাষ্ট্রীয় উৎস ধ্বংসের মুখে ফেলা হয়'।[৮]

The New Encyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে,

Terrorism, the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective. 'একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনগণের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করার সুসংগঠিত পন্থাই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ'।[৯]

মোদ্দাকথাঃ যে কর্মকান্ড জনগণের মাঝে ভয়-ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি করে এবং জানমালের ক্ষতি সাধন করে, তাই সন্ত্রাস এবং যে বা যারা এসকল কর্মকান্ডের সাথে জড়িত তারাই সন্ত্রাসী।

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসঃ

ইসলাম ও সন্ত্রাস শব্দ দু'টি পারস্পরিক সাংঘর্ষিক। ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান তো নেই; বরং ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে সকল প্রকার সন্ত্রাস, নির্যাতন-নিপীড়ন ও শোষণের রাহুগ্রাস থেকে মানবতাকে মুক্ত করে বিশ্বসমাজে শান্তির মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত করার জন্য।

সন্ত্রাসের বিপক্ষে ইসলামের অবস্থান পূর্ণিমা রাতে মেঘমুক্ত আকাশে উদিত চন্দ্রের ন্যায় সুস্পষ্ট। কুরআন মাজীদে 'ফিৎনা' ও 'ফাসাদ' শব্দদ্বয় দ্বারা সকল প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বজ্রনির্ঘোষ বাণী হচ্ছে, وَلاَتُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا 'দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটাবে না' *(আ'রাফ ৫৬)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

ينهى تعالى عن الإفساد فى الأرض وما أضره بعد الإصلاح. فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد. فنهى تعالى عن ذلك–

'শান্তি স্থাপনের পর ভূপৃষ্ঠে বিপর্যয় ও যে সকল কর্মকান্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। কেননা যখন কাজ-কারবার শান্ত পরিবেশে ঠিকঠাক চলতে থাকে তখন যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়, তবে তা হবে বান্দার জন্য বেশী ক্ষতিকর। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এরূপ করতে নিষেধ করেছেন'।[১০]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, إنه سبحانه تعالى نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر– 'কম বা বেশী যতটুকুই হোক শান্তি স্থাপনের পর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে কম বা বেশী যাই হৌক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন'।[১১]

সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্বই কাম্য। পৃথিবীতে সন্ত্রাস বিরাজ করুক তা আল্লাহ আদৌ পসন্দ করেন না। তিনি বলেন,

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَيُحِبُّ الْفَسَادَ–

'যখন সে (মুনাফিক) প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ অশান্তি (সন্ত্রাস) পসন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২০৫)*।

সন্ত্রাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ– 'ফিৎনা (সন্ত্রাস) নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ' *(বাক্বারাহ ২১৭)*। তিনি আরও বলেন, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ– 'ফিৎনা (সন্ত্রাস) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর' *(বাক্বারাহ ১৯১)*

সন্ত্রাসের মাধ্যমে যারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায় তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আখ্যায়িত করে কুরআনে বলা

৮. ড. মোঃ ময়নুল হক, 'সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদ ও এর প্রতিকারঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ', ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৪৩ বর্ষ তয় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৪, পৃঃ ১০।

৯. *The New Encyclopaedia Britannica (USA: 2002), Vol. 11, P. 650.*

১০. হাফেয ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৯হিঃ/১৯৮৯ খৃ.), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩১।

১১. আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আনছারী আল-কুরতুবী, আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫।

হয়েছে, 'যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত' *(বাক্বারাহ ২৭)*। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করো না' *(বনী ইসরাঈল ৩৩; আন'আম ১৫১)*। অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল *(মায়েদাহ ৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا 'যে ব্যক্তি মুসলিম জনপদে চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব হ'তেও তার সুগন্ধ পাওয়া যায়'।[১২] পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের শাস্তি ও পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিতে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি' *(মায়েদাহ ৩৩)*। 'যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তার উপর অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন' *(নিসা ৯৩)*। 'যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানজনক অবস্থায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে' *(ফুরক্বান ৬৮-৬৯)*।

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের এক ফৎওয়ায় সন্ত্রাসীদের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على النفس و الممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول. ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك: فإن عقوبته القتل.

'শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি প্রমাণিত হয় যে, কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং ব্যক্তিগত বা সরকারী সম্পত্তি যেমন বাসস্থান, মসজিদ, মাদরাসা, মেডিকেল, কারখানা, ব্রিজ-কালভার্ট, অস্ত্রাগার, পানি সংরক্ষণাগার, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয়ের উৎস যেমন পেট্রোলের পাইপ, বিমান বিধ্বংস করা বা ছিনতাই করা ইত্যাকার নাশকতামূলক ও শান্তি বিঘ্নিতকারী সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কোন কাজ করেছে, তবে তার শাস্তি হচ্ছে হত্যা'।[১৩]

ইসলাম মানুষকে দ্বীন, জীবন, সম্মান, বুদ্ধিমত্তা ও সম্পদ এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছে এবং এসব মৌল অধিকার বিনষ্ট করাকে হারাম করেছে।[১৪] বিদায় হজ্জের ভাষণে এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ. وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا. فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا– 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তোমাদের অপর ভাইয়ের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান আজকের এই দিনের মতো, এ মাসের মতো এবং এ শহরের মতোই হারাম'।[১৫] তিনি আরও বলেন, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ. وَمَالُهُ. وَعِرْضُهُ 'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হারাম'।[১৬]

ইসলাম অনর্থক রক্ত ঝরানোকে অনুমোদন করে না। এজন্য রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধে যাবার সময় সেনাপতিদেরকে এই বলে উপদেশ দিতেন, اُغْزُوْا بِسْمِ اللهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ أُغْزُوْا وَلاَتَغُلُّوْا وَلاَتَغْدِرُوْا وَلاَتَمْثُلُوْا وَلاَتَقْتُلُوْا وَلِيْدًا 'তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর, কিন্তু খেয়ানত কর না, চুক্তি ভঙ্গ কর না, অঙ্গবিকৃতি কর না এবং শিশুদেরকে হত্যা কর না'।[১৭] কোন এক যুদ্ধে একজন মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে রাসূল (ছাঃ) রণাঙ্গনে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন।[১৮] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا

১২. *বুখারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), হা/৩১৬৬, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮-৯৯ 'জিযয়া' অধ্যায়, 'বিনা অপরাধে যিম্মীকে হত্যাকারীর পাপ' অনুচ্ছেদ।*

১৩. *মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন সাঈদ আলে সুফরান আল-কাহতানী সংকলিত ও ড. ছালেহ বিন ফাওযানুল ফাওযান সম্পাদিত, ফাতাওয়াল আইম্মাহ ফিন-নাওয়াযিল আল-মুদলাহা ম্মাহ (রিয়াদঃ ১৪২৪ হিঃ), পৃঃ ১৪।*

১৪. *ঐ, পৃঃ ১২,১৩৭।*

১৫. *বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৬ হা/১৭৪১ 'হজ্জ' অধ্যায়; মুসলিম (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩০৫-৬।*

১৬. *মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮৬।*

১৭. *মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৫৭ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

১৮. *বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫ হা/৩০১৫ 'জিহাদ' অধ্যায়, 'রণাঙ্গনে মহিলাদের হত্যা করার বিধান' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬৪।*

السلاح فليس منا 'যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১৯] তিনি বলেন, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 'মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং হত্যা করা কুফরী'।[২০]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لايحل لمسلم أن يروع مسلما 'কোন মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলমানকে আতঙ্কিত করা বৈধ নয়'।[২১] উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে জুহায়না গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে (জিহাদের জন্য) পাঠালেন। অতঃপর আমি তাদের একজনের সম্মুখীন হয়ে তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করতে উদ্যত হলাম, তখন সে বলল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত উপাস্য কেউ নেই)। এরপরেও আমি তাকে আঘাত করলাম এবং হত্যা করে ফেললাম। আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে ব্যাপারটি তাঁকে অবগত করলে তিনি বললেন, أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই' একথার স্বীকৃতি দেয়ার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? জবাবে উসামা (রাঃ) বললেন, إنما فعل ذلك تعوذا 'সেতো নিজের জান বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فهلا شققت عن قلبه 'তুমি কেন তার হৃদয় চিরে দেখলে না'?! অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة 'ক্বিয়ামতের দিন যখন কালেমা তাইয়িবা (অভিযোগ নিয়ে) উপস্থিত হবে, তখন তোমার কি উপায় হবে'?[২২]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহের আলোকে বলা যায়, ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে কখনো সমর্থন করে না। এর পরিণতি জাহান্নাম। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান এরূপ রুদ্র-কঠোর হওয়া সত্ত্বেও ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য মিডিয়া (যেমন- নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোষ্ট, নিউইয়র্ক পোষ্ট, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, কমেন্ট্রী, দি পাবলিক ইন্টারেষ্ট, দি নিউইয়র্ক রিভিউ বুকস, ABC (American Broadcasting System), BBC (British Broadcasting Corporation), CBC (Colombia Broadcasting System), NBC (National Broadcasting Corporation), ভয়েস অফ আমেরিকা প্রভৃতি) 'হলুদ সাংবাদিকতা'র কল্যাণে বিশ্বব্যাপী আজ জোরেশোরে প্রচারণা চালাচ্ছে যে, 'মুসলমানরা সন্ত্রাসী, ইসলাম সন্ত্রাসবাদের সমর্থক, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন যুদ্ধবাজ নবী' (নাঊযুবিল্লাহ) ইত্যাদি। তারা নিজেরা একের পর এক সন্ত্রাসের মাধ্যমে মুসলিম ভূখন্ডসমূহ করায়ত্তের নগ্ন পাঁয়তারা চালাচ্ছে। আফগানিস্তান ও ইরাক আজ গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী পাশ্চাত্য মোড়লদের 'ওপেন সিক্রেট' সন্ত্রাসের শিকার। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করার মত দুঃসাহস কারো হচ্ছে না। ইসরাঈল প্রতিনিয়ত নির্যাতিত-নিপীড়িত ফিলিস্তীনীদের রক্তে হোলি খেলছে। কামানের গোলা, ট্যাংক, বুলডোজার দিয়ে তাদের সমূলে উৎপাটিত করে চলেছে। আর সেই অসহায় ফিলিস্তীনীরা যখন সামান্য পাথর ছুঁড়ে মারছে তখন তাদেরকে 'সন্ত্রাসী', 'জঙ্গী' প্রভৃতি অভিধায় আখ্যায়িত করা হচ্ছে। কাশ্মীরীদের স্বাধিকার আন্দোলন দমানোর জন্য সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরে চলছে ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্যাতন। চেচনিয়া-বসনিয়া-হার্জেগোভিনা-আলবেনিয়া-আলজেরিয়া-কসোভো প্রভৃতি মুসলিম দেশে সন্ত্রাস কারা করেছে তা কারো অজানা নয়। অথচ সেই সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্য মিডিয়া ও তাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের কুৎসিত সন্ত্রাসী অবয়বকে আড়াল করার জন্য সন্ত্রাসের উদগাতারূপে ইসলামের শাশ্বত বিধান 'জিহাদ'কে চিহ্নিত করছে। শুধু তাই নয়; ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন এবং আলেম-ওলামাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য তারা দালাল ও সুবিধাবাদ শ্রেণী সৃষ্টির পাশাপাশি কিছু উঠতি বয়সী অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-মূর্খ তরুণদের দাঁড়ি-টুপি-পাগড়িতে সজ্জিত করে সন্ত্রাস ও নাশকতা সৃষ্টির দায়িত্ব দিয়ে অর্থ ও অস্ত্র হাতে তুলে দিচ্ছে। অথচ ইসলামে সন্ত্রাস নিষিদ্ধ, কিন্তু জিহাদ অবিসংবাদিত। 'জিহাদ' মানে শুধু সশস্ত্র সংগ্রাম বা 'ক্বিতাল' নয়; বরং পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রচেষ্টা চালানোই জিহাদ। তাই বক্তৃতা-বিবৃতি, লেখনী, সাংগঠনিক প্রক্রিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে জিহাদ হ'তে পারে। আর যদি বিদেশী শক্তি বা অমুসলিম দেশ কর্তৃক মুসলিম দেশ আক্রান্ত হয় তখন চূড়ান্ত সশস্ত্র সংগ্রাম হবে। ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'ক্বিতাল'।

দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, একদিকে পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলি 'জিহাদ'কে সন্ত্রাসবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে কিছুসংখ্যক মুসলিম নামধারী ব্যক্তি জিহাদের অপব্যাখ্যা করে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের জালে ফেঁসে যাচ্ছে। তারা মুসলিম ভূখণ্ডে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে শাহাদতের মিথ্যা আকাঙ্খা পোষণ করছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الذى يخنق نفسه. يخنقها فى النار. والذى يطعن يطعنها فى النار– 'যে ফাঁসি লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে অনুরূপভাবে সে নিজেই নিজেকে শাস্তি দিবে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করে আত্মহত্যা করবে,

১৯. বুখারী, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫ হা/৬৮৭৪ 'দিয়াত' অধ্যায়; মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮।
২০. বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২ হা/৪৮ 'ঈমান' অধ্যায়; মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮১।
২১. আবূদাউদ হা/৫০০৪ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ।
২২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪৫০ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়।

Contents

জাহান্নামে অনুরূপভাবে সে নিজেই নিজেকে আঘাত করে শাস্তি দিবে'।[২৩] তিনি আরো বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ 'যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে তাকে সে অস্ত্র দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে'।[২৪] রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করেও অসহ্য যন্ত্রণায় নিজের বর্শা নিজের বক্ষে বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করার কারণে জনৈক ছাহাবীকে রাসূল (ছাঃ) জাহান্নামী বলে নির্দেশ করেন।[২৫] তাদের এ ধরনের চরমপন্থী কর্মকান্ডকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মূসা আশ'আরী ও মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামনে প্রেরণকালে নিম্নোক্ত উপদেশ দেন- يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا 'সহজপন্থা অবলম্বন করবে, চরমপন্থা অবলম্বন করবে না। মানুষকে সুসংবাদ দিবে, হতাশাগ্রস্ত করবে না'।[২৬] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّيْنِ 'তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি হ'তে বেঁচে থাক। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়েছে'।[২৭] অতএব চরমপন্থা অবলম্বন করে ইসলামের নামে বোমাবাজি করে জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা ইসলামে আদৌ স্বীকৃত নয়। বরং প্রশ্নই আসে না।

নব্য খারেজীদের এধরনের কর্মকান্ড সম্পর্কে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ যথার্থই বলেছেন,

وبأى عقل ودين يكون جهادا قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المباني على من فيها؟ 'সাধারণ মানুষ, মুসলমান ও যিম্মীদেরকে হত্যা করা, নিরাপদ লোকদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা, মহিলাদেরকে বিধবা করা, শিশুদেরকে ইয়াতীম করা এবং স্থাপনা ধ্বংস করা কোন জ্ঞান ও দ্বীনের আলোকে জিহাদ?'।[২৮]

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ এক ফৎওয়ায় বলেছে,

إن الإسلام برئ من هذا المعتقد الخاطئ. وأن ما يجرى فى بعض البلدان من سفك للدماء البريئة. وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت: هو عمل إجرامى. والإسلام برئ منه وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر برئ منه. وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف. وعقيدة ضالة. فهو يحمل إثمه وجرمه. فلايحتسب عمله على الإسلام. ولاعلى المسلمين المهتدين بهدى الاسلام. المعتصمين بالكتاب والسنة. المستمسكين بحبل الله المتين. وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة–

'ইসলাম এহেন ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে মুক্ত। আর কতক মুসলিম দেশে নিরপরাধ ব্যক্তিদের রক্তপাত, বাসস্থান ও গাড়ীতে বিস্ফোরণ ঘটানো, স্থাপনাসমূহ ধ্বংস করা ইত্যাদি যা ঘটছে তা অপরাধমূলক কর্মকান্ড। আর ইসলাম এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সকল খাঁটি মুসলিম এথেকে মুক্ত। এগুলি তো কেবল ভ্রষ্ট আক্বীদাহ ও বিকৃত চিন্তাধারার লোকদের কাজ। সুতরাং এসব কাজের পাপ ও দায়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে এসবের দায়ভার ইসলামের উপর কিংবা কিতাব ও সুন্নাহ্র সুদৃঢ় রশির ধারক-বাহক খাঁটি মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়ার কোনই সুযোগ নেই। এসবতো কেবলমাত্র ধ্বংসাত্মক ও পাপ কাজ, যা শরী'আত ও বিবেক বর্জিত'।[২৯]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম। ইসলাম চায় মানুষের মনের শান্তি, ঘরের শান্তি, সমাজের শান্তি, দেশের শান্তি, বিশ্বশান্তি। ইসলাম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে সম্প্রীতির সোনালী সুতোয় গাঁথতে চায়। চায় পৃথিবীকে শান্তির সবুজ শালবনে পরিণত করতে, অগ্নিগর্ভ বানাতে নয়। এজন্য ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বিশ্বমানবতাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না। তাই বর্তমান ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বিশ্বে শান্তির নির্মল সমীরণ প্রবাহিত এবং সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করতে হ'লে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর আদর্শ অনুসরণের মধ্য দিয়েই এই অগ্নিগর্ভ অশান্ত বিশ্বে প্রবাহিত হ'তে পারে ঈপ্সিত শান্তি ও সম্প্রীতির ফল্গুধারা। উদার ও পরমতসহিষ্ণু হ'তে পারে বিশ্ববাসী। ঐতিহাসিক বার্নার্ড শ' তাইতো বলেছেন, "If all the world was united under one leader, then, Muhammad would have been the best fitted man to lead the people of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness". 'যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একনায়কের শাসনাধীনে আনা হ'ত, তবে একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)ই সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন'।[৩০]

---

২৩. বুখারী ২/৪১৫ পৃঃ, হা/১৩৬৫ 'জানাযা' অধ্যায়।
২৪. বুখারী ২/৪১৫ পৃঃ, হা/১৩৬৩, 'জানাযা' অধ্যায়।
২৫. বুখারী ৩/৩০৬-৩০৭ পৃঃ, হা/২৮৯৮, 'জিহাদ' অধ্যায়, 'অমুক শহীদ বলা যাবে না' অনুচ্ছেদ।
২৬. বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২৮-হা/৪৩৪২ 'মাগাযী' অধ্যায়।
২৭. নাসাঈ; ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযায়মা প্রভৃতি; সিলসিলা ছহীহা ৩/২৭৮ পৃঃ, হা/১২৮৩।
২৮. আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, বিআইয়ি আক্বলিন ওয়া দ্বীনিন ইয়াকূনুত তাফজীরু ওয়াত তাদমীরু জিহাদান (রিয়াদঃ দারুল মুগনী, ১৪২৪হিঃ/২০০৩ খৃ.), পৃঃ ১৬।
২৯. সঊদী আরবের ওযারাতুশ শুউন আল-ইসলামিইয়াহ্ ওয়াল-আওক্বাফ ওয়াদ-দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেট 'বায়ানু হায়আতি কিবারিল ওলামা হাওলা খুত্বূরাতিত তাসাররু ফিত-তাকফীর ওয়াল কিয়াম বিত-তাফজীর' (بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع فى التكفير والقيام بالتفجير) পৃঃ ৭।
৩০. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৫তম সংস্করণ, ১৯৯৭), পৃঃ ৬২।

আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারঃ
যুলুম-নির্যাতন ও মিথ্যাচারে অতিক্রান্ত একটি বছর

*অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ**

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ খ্যাতিমান অন্যতম আলেম, শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক ও শিক্ষাবিদ **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আমার প্রিয় শিক্ষক, প্রিয় নেতা ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘ এক বৎসর যাবৎ সাম্প্রতিককালের জঙ্গী বোমাবাজদের কারসাজি ও বহুজাতিক চক্রান্তের ফলে অন্যায় হস্তক্ষেপে তিনি বন্দী হয়ে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে অত্যন্ত নিষ্ঠুর নিপীড়ন ভোগ করছেন। তাঁর অন্যায় গ্রেফতারের পর থেকে ব্যথা-বেদনায় আমাদের হৃদয় জর্জরিত, ক্ষত-বিক্ষত। এক বছরের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় এ দেশের শত-সহস্র নারী-পুরুষ পিতা হারা ইয়াতীমের মত অসহায় হয়ে নীরবে-নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে ও দিচ্ছে। আর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যালেমের যুলুম থেকে মুক্তির প্রহর গুণছে। দিনে-রাতে অসংখ্যবার ফরিয়াদ করছে ও মনের গোপন আকুতি পেশ করছে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে। মাহে রামাযান ও ঈদুল ফিতর বিদায়ের পর ঈদে কুরবানও চলে গেল। বছরপূর্তি হয়ে বেদনা বিধুর ২২ ফেব্রুয়ারীও চলে গেল।

স্যার দুষ্কর্ম করে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'লে আমাদের কোন আপত্তি, আফসোস ও বেদনা থাকত না। কিন্তু নির্দোষ নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, বিলীয়মান আদর্শ চরিত্রের অধিকারী এক মহান শিক্ষাগুরুকে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে সত্যকে মিথ্যার আবরণে আড়াল করে অমানবিকভাবে অন্তরীণ রাখায় আমরা যারপর নেই বিস্মিত, ব্যথিত, মর্মাহত। তাঁর অবুঝ নাবালক সন্তানরা আজও বুঝে উঠতে পারেনি, তাদের পিতার কি অপরাধ!

স্যারের অমানবিক গ্রেফতার, মিথ্যা মামলায় হয়রানি, ভূঁইফোড় আণ্ডার গ্রাউণ্ডের গোপন সন্ত্রাসী, খুনী জে,এম,বির সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র মত শান্তিপ্রিয়, নিয়মতান্ত্রিক আদর্শবান দ্বীনী সংগঠনকে একাকার করে গুলিয়ে ফেলার প্রতিবাদে প্রায় একটি বছর ব্যাপী পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য লেখা-লেখি হয়েছে। অসংখ্য মিছিল, মিটিং, সেমিনার, বিক্ষোভ, সমাবেশ, সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। সরকার, সাংবাদিক, রাজনীতিকদের ভুল ভাঙ্গানো এবং প্রকৃত ও বাস্তব ঘটনা তুলে ধরার জন্য অনেক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। অনেক অনেক যুলুম, নির্যাতন, ভয়-ভীতি সহ্য করা হয়েছে। তারপরও যুলুম শেষ হয়নি। হয়রানি বন্ধ হয়নি। যামিন মিলেনি। মুক্তি হয়নি। সরকার, সাংবাদিক, রাজনীতিকদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়নি।

পুরো একটি বছর ধরে বহু তদন্ত করেও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ডঃ গালিব ও তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের দ্বারা বোমা হামলা, মানুষ হত্যা বা জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত থাকার তথ্য-প্রমাণ মিলেনি। বোমাবাজ, খুনী 'জে,এম,বি'র আসল নায়ক, অর্থদাতা, বিদেশী কানেকশন সহ তাদের সকল নেটওয়ার্ক পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হওয়ার পরও 'দেখতে নারি চরণ বাঁকা' প্রবাদের মত এক শ্রেণীর পত্রিকা ডঃ গালিব ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে ঘৃণিত ও ধিকৃত 'জেএমবি'র সহায়ক ও সংশ্লিষ্ট বলে সন্দেহবাদ ছড়াচ্ছে। দেশের আহলেহাদীছ মসজিদের সাথে কোন জেএমবি সদস্যের সম্পর্ক উদ্ধার হ'লেই সেখানে ডঃ গালিব ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে জড়িয়ে রিপোর্ট করার প্রবণতা ও অতি উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত এটা তারা বুঝতেও চাচ্ছে না, বিশ্বাসও করছে না। এই প্রেক্ষিতে সঠিক ও বাস্তব কিছু বলা ও না বলা কথামালা জাতির সামনে পেশ করতে চাইছি।-

প্রথম কথাঃ একজন শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন ব্যক্তির মতামত, চিন্তা-চেতনা, মতবাদ, প্রকৃতি, মননশীলতা প্রভৃতির প্রতিফলন ও বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে ও লেখনীর মাধ্যমে। আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আযাদ, কবি শামসুর রহমান, তসলীমা নাছরীন এরা কোন মতবাদে বিশ্বাসী, তাদের লালিত স্বপ্ন কি সেগুলি তাদের কথা-বার্তায় ও লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করেন। কোন কিছুই গোপন নেই। অপর দিকে ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আলী আশরাফ, সৈয়দ আলী আহসান, কবি ফররুখ আহমদ কেমন চিন্তা-চেতনা লালন করতেন তা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমার স্যার ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে জঙ্গী নেতা আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার করে ডাকাতি, বোমাবাজি, হত্যা, ইত্যাদির মত জঘন্য মামলার আসামী সাজিয়ে তাঁকে কলংকিত করে জাতির সামনে অপমাণিত করা হয়েছে। ডঃ গালিবের চিন্তাধারা, তাঁর মতামত ও মতবাদ দেশবাসীর নিকট গোপন নেই। তাঁর আদর্শ লেখনীর মাধ্যমে, বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে দেশ ও জাতির কাছে প্রকাশ করেছেন। ৫৩৭ পৃষ্ঠার পি-এইচ.ডি. থিসিস সহ তাঁর ২৩টি বই প্রকাশিত হয়েছে। দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রায় তিনশত গবেষণামূলক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির কোনটিতেও তিনি চরমপন্থী মতবাদ, জঙ্গী তৎপরতা, সন্ত্রাস, হত্যা, ডাকাতি, বোমাবাজি, প্রতিষ্ঠিত সরকার উৎখাতের অপতৎপরতা, সমাজ ও রাষ্ট্রদ্রোহী, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন

* জাহানাবাদ, মোহনপুর, রাজশাহী।

করেননি। ঐ সকল দুষ্কর্ম সমর্থন দূরে থাক, তাঁর গ্রন্থরাজি বিশ্লেষণ করলে সকল প্রকার চরমপন্থার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

শ্রদ্ধেয় স্যারের লেখা পাঠ করলে মনে হয় তাঁর মত সমাজ হিতৈষী, দেশপ্রেমিক নাগরিক খুব কম আছেন। গবেষণা পত্রিকা মাসিক **আত-তাহরীকে** দেশের আইন-শৃংখলা, শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা সংস্কার, সমাজ সংস্কার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী প্রভৃতি বিষয়ে বিগত আট বছর তিনি অসংখ্য মূল্যবান সম্পাদকীয় লিখে পাঠক সমাজে নন্দিত হয়েছেন। সেসব পাঠ করলে দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা, মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ, পথভোলা মানুষকে দরদী মন নিয়ে সংশোধনের চেষ্টা খুব সহজেই বুঝা যায়। সেই সাথে তাঁর জ্ঞানের গভীরতাও উপলব্ধি করা যায়।

আত-তাহরীকের সম্পাদকীয় কলাম থেকে কয়েকটির শিরোনাম পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্ধৃত করছি। (১) মার্চ ২০০১, ভালবাসিঃ উক্ত নিবন্ধে স্যার লিখেছেন, আমরা ভালবাসি আমাদের মাটিকে। আমাদের দেশকে, দেশের মানচিত্রকে। আমরা ভালবাসি এমন একটি রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা; যেখানে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের পিছনে সমস্ত জাতি সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। যেখানে একদিকে থাকবে কঠোরভাবে আইনের শাসন। অন্যদিকে থাকবে 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতির যথার্থ বাস্তবায়ন। (২) মে ২০০১, স্বাধীনতা রক্ষায় শপথ নিনঃ (৩) জুন ২০০২, বিব্রত সরকার, বিব্রত আমরা (৪) জুলাই ২০০২, রক্ত ঝরা কাশ্মীর, নিস্পিষ্ট গুজরাট ও জেনিন (৫) আগষ্ট ২০০২, জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করুন (৬) নভেম্বর ২০০২, অপারেশন ক্লীনহার্ট ও রামাযান। এই নিবন্ধে স্যার লিখেছেন, 'আমরা সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই ও এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি' (৭) ফেব্রুয়ারী ২০০৩, সীমান্তে পুশইনঃ মানবতা তুমি কোথায়? (৮) জুন ২০০৩, হে সন্ত্রাসী! আল্লাহকে ভয় কর (৯) ডিসেম্বর ২০০৩, হে আল্লাহ! সৎ ও সাহসী নেতা দাও (১০) এপ্রিল ২০০৪, দেশ ধ্বংসে সর্ববৃহৎ অস্ত্রের চালানঃ হিংসাত্মক রাজনীতির ফল (১১) সেপ্টেম্বর ২০০৪, বিরোধী নেত্রীর জনসভায় গ্রেনেড হামলাঃ দেশ প্রেমিকগণ সাবধান! (১২) জানুয়ারী ২০০৪, ভারতীয় চেতনা বনাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

বিগত কয়েক বছর ধরে স্যার **আত-তাহরীক** পত্রিকায় প্রকাশিত দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদের উপর জ্ঞানগর্ভ টীকা ও মন্তব্য লিখেছেন তা দেশ-বিদেশের পাঠক সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। অনেক বোদ্ধা পাঠক মন্তব্য করেছেন 'তিনি কেবলমাত্র আমাদের জাতীয় নেতা নন, সমগ্র মুসলিম জাহানের আন্তর্জাতিক নেতা। অনেকে বলেছেন, স্যার শুধু দেশের কৃতি সন্তান নন, সারা মুসলিম বিশ্বের এ্যাসেট'।

দ্বিতীয় কথাঃ ১৭ আগষ্ট ৬৩ যেলায় সিরিজ বোমা হামলা ও ১৪ নভেম্বর ঝালকাঠীর দু'জন জজ হত্যার পর সরকার জঙ্গীদের বিরুদ্ধে সিরিয়াস পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সর্বশেষে গাযীপুর, চট্টগ্রাম ও নেত্রকোনায় চিহ্নিত গোষ্ঠী কর্তৃক নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর র‍্যাবের দৃঢ় পদক্ষেপে 'জেএমবি'র শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন সদস্য ধৃত হয়েছে। এ পর্যায়ে সরকারের প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ নিজেরা এবং দেশের সেরা আলেম-ওলামার দ্বারা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও ফোরামে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কুরআন ও হাদীছের উদ্ধৃতি টেনে ফৎওয়া প্রচার করছেন। সেই সঙ্গে বিপথগামী জঙ্গীদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য মোটিভেশন করার পলিসিও গ্রহণ করেছেন। এগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

জঙ্গীবাদের প্রথম বিরোধিতাকারী ডঃ গালিবকে জেলে বন্দী রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৫ সালের শেষ প্রান্তে যখন আলেম-ওলামার সাথে জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ভাল ভাল কথা বলেন, বৈঠক করেন, তখন মনে হয়, নিষ্ঠুরতা আর কাকে বলে! মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই, ১৯৯৮ সালে প্রথম যে সময় ইসলামের নামে জিহাদের অপব্যাখ্যা দিয়ে আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে লুকিয়ে তরুণ ছেলেদের বিপথগামী করা হচ্ছিল, ২০০১ থেকে ২০০৩, ২০০৪ সালে দেশের আনাচে-কানাচে জঙ্গী তৎপরতা আত্মপ্রকাশ করছিল; সে সময় সরকার, প্রশাসন নেতা-নেত্রী সকলেই এদের সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, পুলিশ এদের বার বার ধরেছে আবার ছেড়ে দিয়েছে। কারুরই তেমন মাথা ব্যথা ছিল না।

কিন্তু সমাজ সচেতন বুদ্ধিজীবী হিসাবে **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ১৯৯৮ সালে জঙ্গীদের সূচনা কাল থেকেই নিজে ও সংগঠনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছেন। ডকুমেন্ট হিসাবে তাঁর বক্তৃতার ক্যাসেট, অডিও সিডিও পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ আকারে লিখিত রয়েছে। এই সকল ভাষণ ছাড়াও আত-তাহরীক পত্রিকায় জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ২০০৩ সালের জুলাই ও আগষ্ট সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখে দেশবাসীকে সজাগ করেছেন। তারও পূর্বে ২০০০ সালের আগষ্ট মাসে তিনি 'আত-তাহরীক' পত্রিকার নিয়মিত বিভাগ প্রশ্নোত্তরে জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ফৎওয়া দিয়েছেন। তাঁর লিখিত 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থী ইসলামী রাজনীতি, সরকার উৎখাতের অপতৎপরতায় লিপ্ত চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ, অনন্য দলীল ও স্মরণীয় মাইল ফলক হিসাবে পরিগণিত।

তৃতীয় কথাঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল শ্লোগান 'দাওয়াত ও জিহাদ'। কিন্তু এই জিহাদ অর্থ প্রকৃত ইসলামী জিহাদ। যে জিহাদের নির্দেশ আল্লাহ পাক আল-কুরআনে প্রায় ছয়শতবার দিয়েছেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)ও এই জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এই জিহাদকে সকল ওলামায়ে কেরাম স্বীকার করেন। এই প্রকৃত জিহাদ অর্থ কখনই জঙ্গীবাদ নয়। ডঃ গালিব ইসলামী জিহাদের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর রচনাবলীতে। তিনি লিখেছেন, 'শান্তির অবস্থায় কুরআন, হাদীছ, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে অন্যান্য দ্বীনের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করবার সংগ্রামকেই বলা হবে জিহাদ' *(প্রবন্ধঃ ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন পৃঃ ২০; সমাজ বিপ্লবের ধারা পৃঃ ১৬ দ্রষ্টব্য)*।

চতুর্থ কথাঃ ডঃ গালিব কখনও বক্তৃতা-বিবৃতি অথবা লেখনির দ্বারা দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকার উৎখাতের বা সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কিংবা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রে বিশৃংখলা সৃষ্টির কোন প্রকার প্ররোচনা, উস্কানি বা বৈধতা স্বীকার করেননি। এ প্রসঙ্গে তাঁর মহামূল্যবান পি-এইচ.ডি. থিসিস গ্রন্থে আহলেহাদীছের আক্বীদা অধ্যায়ে পরিস্কার লিখে দিয়েছেন, 'প্রকাশ্য কুফরী প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা চলবে না' *(আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ ১১১ পৃঃ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন)*। তিনি আরও লিখেছেন, 'কিন্তু শান্ত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গী তৎপরতা চালানো, বিদ্রোহ করা বা বিদ্রোহের উস্কানী দেওয়া, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা ইসলামে নিষিদ্ধ' *(আত-তাহরীক, মার্চ ২০০০ সংখ্যা ৮ পৃঃ)*। এ বিষয়ে একইরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বইয়ের ২০-২১ পৃষ্ঠায় এবং 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' বইয়ের ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায়।

পঞ্চম কথাঃ কোন কোন ইসলামী দল 'ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইসলামী হুকুমত কায়েম করা', 'রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েম না হ'লে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না', এই ধরনের চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাস করে *(দেখুনঃ আবুল আ'লা মওদুদী, খুৎবাত; দিল্লীঃ মারকাযী মাকতাবা ইসলামী ১৯৮৭; পৃঃ ৩২০)*।

পক্ষান্তরে ডঃ গালিব কুরআনের বিশ্বস্ত তাফসীর ও হাদীছের আলোকে বলেন, দ্বীন কায়েম অর্থ হুকুমত কায়েম নয়। বরং দ্বীন কায়েম অর্থ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা। তাঁর মতামত হ'ল, নবী-রাসূলগণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দেননি। নবী-রাসূলগণ মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন ও আমল সংশোধনের দাওয়াত দিয়েছেন। ডঃ গালিব ইসলামী ও অনৈসলামী সকল প্রকার শাসকের অধীনে চাকুরী করা, ইবাদত করা ও বসবাস করা বৈধ মনে করেন *(দেখুনঃ তিনটি মতবাদ, ২৭ পৃঃ ও অন্যান্য পুস্তক)*। সুতরাং ইসলামী আইন বাস্তবায়ন বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উস্কানী দাতা হিসাবে ডঃ গালিবকে অভিযুক্ত করার কোন সুযোগ নেই।

ষষ্ঠ কথাঃ ডঃ গালিবের নেতৃত্বে পরিচালিত আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রকাশ্য সংগঠন। এর কোন কার্যক্রমই গোপনে পরিচালিত হয় না। গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি ও পরিচিতি আছে। প্রকাশ্যে বার্ষিক কর্মী সম্মেলন, তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত মাসিক মুখপত্র আছে।

পক্ষান্তরে জঙ্গী সংগঠন জে,এম,বি বা জে,এম,জে,বি গোপন ও আন্ডারগ্রাউণ্ডের সংগঠন। কোন কার্যক্রমই তাদের প্রকাশ্য নয়। তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ও নেই। যেলা অফিসও নেই।

দুঃখজনকভাবে বলতে হয়, তথ্য-সন্ত্রাসের মাধ্যমে ঐ ধরনের একটি গোপন, সন্ত্রাসী, খুনী, ঘৃন্য সংগঠনের সাথে মহান শিক্ষক ডঃ গালিব ও তাঁর সংঠনকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত কেউ 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র সদস্য বলে স্বীকারোক্তি দেয়নি। সকলেই জে,এম,বি বা শিবিরের সদস্য বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

দেশের ৪০টি যেলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি, সেক্রেটারী সহ যেলা কর্মপরিষদ সদস্য রয়েছে। তাঁদের কারু নাম এই পর্যন্ত ধৃত জেএমবি সদস্যদের মধ্যে পত্রিকায় আসেনি। জে,এম,বি'র যেলা, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কমাণ্ডার হিসাবে যারা ধরা পড়েছে তারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র সাথে কোনদিন জড়িত ছিল না। দীর্ঘ ২৭ বছর যাবৎ আমি আমার প্রিয় স্যার **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সংগঠনের সাথে জড়িত আছি। নওদাপাড়ার তাবলীগী ইজতেমা সহ প্রতি বছর কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেছি। কিন্তু কোন দিনও শায়খ আব্দুর রহমান, বাংলা ভাই, আব্দুল আউয়াল, আতাউর রহমান সানির মত জঙ্গীদের উপস্থিতি দেখিনি। আব্দুর রহমানের নিজ যেলা জামালপুরে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আন্দোলন'-এর যেলা কমিটি বহুবার গঠিত হয়েছে। কোনদিন সে এ সংগঠনে ছিল না।

শেষ কথাঃ পরিশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলব, আজ সবকিছুই দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। প্রকৃত বোমাবাজ ও সন্ত্রাসী কারা, কারা এদের পৃষ্টপোষক। অতএব আর মিথ্যাচার নয়। অনতিবিলম্বে মুক্তি দিন দেশের অন্যূন শান্তিপ্রিয় তিন কোটি আহলেহাদীছের অবিসংবাদিত নেতা, দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সংগঠনের নায়েবে আমীর অশিতীপর বৃদ্ধ আব্দুছ ছামাদ সালাফীসহ অন্যায় গ্রেফতারের শিকার সকল নেতৃবৃন্দকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহপাক যালেমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না' *(বুখারী, মুসলিম)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন- আমীন!!

'এপ্রিল ফুল' (April fool)

আত-তাহরীক ডেস্ক

দিনটি খৃষ্টানদের কাছে আনন্দের ও মুসলমানদের কাছে বিষাদের দিন। ১৪৯২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে ইউরোপের স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র স্পেনের রাজধানী গ্রানাডায় নযীরবিহীন প্রতারণার মাধ্যমে ৭ লক্ষ নিরস্ত্র মুসলিম নরনারী ও শিশুকে শহরের মসজিদ সমূহে তালাবদ্ধ করে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে নরপশু খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডের নেতৃত্বে সম্মিলিত খৃষ্টান বাহিনী। পুড়ন্ত মুসলমানের কাতর আর্তনাদ ও জ্বলন্ত লাশের উৎকট গন্ধে মদমত্ত খৃষ্টান হানাদাররা সেদিন উল্লাসে নৃত্য করেছিল। সেই সাথে সমাপ্তি ঘটেছিল বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র, আধুনিক বিজ্ঞানের উৎসভূমি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতার চারণ ক্ষেত্রে, তুলনাহীন শিল্প নৈপুন্যের ও কারুকার্যের শিখর দেশ, ইতিহাস খ্যাত কর্ডোভা, সেভিল, গ্রানাডার সূতিকাগার উমাইয়া মুসলিম স্পেনের ৮০০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল শাসনকালের।

পতনের ইতিবৃত্তঃ আব্বাসীয়দের নিষ্ঠুর হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া আবদুর রহমান আদ-দাখিল-এর মাধ্যমে ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের মাটিতে প্রথম স্বাধীন স্পেনীয় মুসলিম রাষ্ট্রের সূচনা হয়। ইসলামী শাসনের শাশ্বত সৌন্দর্য ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয়ে হাযার হাযার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্প-সভ্যতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হ'তে থাকে। যা ইউরোপীয় খৃষ্টান রাজাদের চক্ষুশূলের কারণ হয়। ফলে ইউরোপের মাটি থেকে মুসলিম শাসনের উচ্ছেদ চিন্তায় তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অতঃপর পর্তুগীজ রাণী ইসাবেলা পার্শ্ববর্তী চরম মুসলিম বিদ্বেষী খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডকে বিবাহ করে দু'জনে মিলে নেতৃত্ব দেন উক্ত চক্রান্ত বাস্তবায়নের।

প্রথমে তারা স্পেনের মুসলিম যুবরাজকে প্রলোভন দিয়ে হাত করে নেয়। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রাম-গঞ্জের নিরীহ মুসলিম নারী-পুরুষকে হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে উল্লাস করতে করতে ছুটে আসে শহরের দিকে। অতঃপর রাজধানী গ্রানাডা অবরোধ করে চারিদিক থেকে। এতক্ষণে টনক নড়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর। তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তাতে ভড়কে যায় সম্মিলিত কাপুরুষ খৃষ্টান বাহিনী। সম্মুখ যুদ্ধে নির্ঘাত পরাজয় বুঝতে পেরে তারা ভিন্ন পথে পা বাড়ায়। তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় শহরের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস 'ভেগা' উপত্যাকা। ফলে অচিরেই দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে। খাদ্যাভাবে সেখানে হাহাকার দেখা দেয়। এই সুযোগে প্রতারক খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ঘোষণা করেনঃ 'মুসলমানেরা যদি শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়, তাহ'লে তাদেরকে বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেওয়া হবে'। দিনটি ছিল ১লা এপ্রিল। দুর্ভিক্ষতাড়িত অসহায় নারী-পুরুষ ও মা'ছুম বাচ্চাদের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেদিন খৃষ্টান নেতাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করে শহরের প্রধান ফটক খুলে দেন ও সবাইকে নিয়ে আল্লাহ্র ঘর মসজিদে আশ্রয় নেন। কিন্তু শহরে ঢুকে খৃষ্টান বাহিনী নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে মসজিদে আটকিয়ে বাহির থেকে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়ে নরপশুরা। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধীভূত ৭ লক্ষ অসহায় মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের আর্তচীৎকারে গ্রানাডার আকাশ যখন ভারী ও শোকাতুর হয়ে উঠেছিল, তখন হিংস্রতার নগ্নমূর্তি রাণী ইসাবেলা ক্রুর হাসি দিয়ে বলেছিল, 'হায় এপ্রিলের বোকা! শত্রুর আশ্বাসে কেউ বিশ্বাস করে?' সেদিন থেকেই খৃষ্টান জগত প্রতি বছর ১লা এপ্রিল সাড়ম্বরে পালন করে আসছে "April fool's Day" তথা 'এপ্রিলের বোকা দিবস'।

পৃথিবীর ইতিহাসে ঠাণ্ডা মাথায় এই নির্মম প্রতারণা ও লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের কোন নযীর নেই। আজকের খৃষ্টান বোমায় নিশ্চিহ্ন নাগাসাকি, হিরোশিমা, ভিয়েতনাম, সোমালিয়া, বসনিয়া, কসোভো, পূর্ব তিমুর, আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন কি আমাদের সেই ৫১০ বছরের পুরানো হিংস্রতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না? কিন্তু এত বড় ট্রাজেডীর পরেও আজ পর্যন্ত খৃষ্টান বিশ্ব কখনোই অপরাধ বোধ করেনি এবং মুসলিম বিশ্বের নিকটে ক্ষমা চায়নি। বরং উল্টা তারা গত ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে গ্রানাডা বিজয়ের পাঁচশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আড়ম্বরপূর্ণ এক সভায় মিলিত হয়ে নতুন করে শপথ গ্রহণ করে একচ্ছত্র খৃষ্টীয় বিশ্ব প্রতিষ্ঠার। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ প্রতিহত করার জন্য গড়ে তোলে 'হলি মেরী ফাণ্ড'। বিশ্বের বিভিন্ন খৃষ্টান রাষ্ট্র উক্ত ফাণ্ডে নিয়মিত চাঁদা জমা করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিশ্বব্যাপী গড়ে তুলেছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্ক। দেশে দেশে পাঠাচ্ছে তারা সাহায্যের নামে তাদের এনজিও সমূহকে। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ চালান করে একদিকে তারা ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা-হানাহানির রাজনীতি চালু করেছে, অন্যদিকে মানবাধিকার রক্ষা ও সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম দেশ সমূহে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ আর কতদিন বোকা থাকবেন??

প্রভুর আসনে ওরা কারা?

যহুর বিন ওছমান*

আল্লাহ বলেন,

إِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلهًا وَّاحِدًا–

'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদের প্রতি শুধু এ আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা'বূদের ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত মাবূদ হওয়ার যোগ্য কেউ নেই' *(তওবা ৩১)*।

এ সম্পর্কে হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, ইহুদী-খৃষ্টানরা তাদের আলেম, পীর-দরবেশ ও ইমামদের কথামত হালাল-হারামের অনুসরণ করত। ইমাম সুদ্দী বলেন, তারা তাদের বুযর্গদের কথা মানতে শুরু করে এবং আল্লাহ্র কিতাবকে একদিকে সরিয়ে দেয়।[১]

উক্ত আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন আমাদের মুসলিম সমাজে দেখা গেলেও অনেক আলেম তা স্বীকার করতে চান না। কারণ তাদের ধারণা হ'ল- উক্ত আয়াত শুধু ইহুদী-খৃষ্টান আলেম-দরবেশদের জন্য নাযিল হয়েছে, মুসলমানরা এ অপবাদ থেকে পবিত্র।

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ–

'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই আলেম বা পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদের অনেকে মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে' *(তওবা ৩৪)*।

ইমাম সুদ্দী বলেন, ইহুদী আলেমদেরকে 'আহবার' এবং খৃষ্টান আলেমদেরকে 'রুহবান' বলা হয়। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে পথভ্রষ্ট আলেম, পীর, দরবেশ ও ছূফীদের থেকে সতর্ক করে ভয় প্রদর্শন করা। ইমাম সুফিয়ান ইবনু ওয়ায়না বলেন, আমাদের মুসলিম সমাজে আলেম-পীর ও দরবেশগণের মধ্যে যারা উক্ত পথের অনুসরণ করে তাদের সাথে ইহুদী-খৃষ্টান আলেমদের মিল রয়েছে। এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চিতরূপে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথের উপর চলবে। তাদের সাথে তোমাদের চলায় এমন মিল হবে যে, মোটেই পার্থক্য থাকবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইহুদী-খৃষ্টানদের পথের উপর কি? জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ তাদেরই চলনগতির উপর।[২]

যারা দাবী করেন যে, উক্ত আয়াতগুলি শুধুমাত্র ইহুদী-খৃষ্টানদের জন্য নাযিল হয়েছে, তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বুঝেন না বলেই প্রমাণিত হয়। কুরআনের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য রায়ভিত্তিক তাফসীর অধ্যয়ন না করে, হাদীছ ভিত্তিক তাফসীর পড়তে হবে। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তাদের আলেম ও পীর-বুযর্গ ব্যক্তিকে প্রভুর আসনে বসিয়েছে। অথচ মা'বূদ হওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ।

উক্ত আয়াত নাযিলের পর ইহুদী পণ্ডিত (ইসলাম কবুলের পূর্বে) আদী বিন হাতিম রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে মুহাম্মাদ! ইহুদী-খৃষ্টানরাতো তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে প্রভুর আসনে বসায়নি। জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, শরী'আতের বিধান উপেক্ষা করে তারা যে হালাল-হারামের ফৎওয়া দেয়, তা কি তোমরা চোখ বন্ধ করে পালন কর না? উত্তরে আদী বিন হাতিম বলল, হ্যাঁ অবশ্যই তা মানা হয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এতেই তাদেরকে প্রভুর আসনে বসানো হ'ল।[৩]

বর্তমান মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ মানুষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা অমান্য করে স্ব স্ব পীর, আলেম, দরবেশ, ইমাম ও মুরুব্বীদের কথামত ইবাদত-বন্দেগী করছে, যেগুলির মধ্যে রয়েছে শিরক, বিদ'আত ও নানা রকম কুসংস্কার। মূলতঃ এটাই হচ্ছে আলেম ও মুরুব্বীদের প্রভুর আসনে বসানো। এজন্য পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মাঝে এমন কতিপয় আলেম ও পীর-বুযর্গ ব্যক্তি রয়েছে, যারা জনগণের ধন-সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভোগ করবে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথ হ'তে দূরে সরিয়ে দিবে' *(তওবা ৩১)*।

যারা ধারণা করে যে, উক্ত আয়াতগুলি শুধু ইহুদী-খৃষ্টানদের জন্য নাযিল হয়েছে, তারা যে, স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় নেই। পূর্বোক্ত হাদীছ তার প্রমাণ। বুখারী ও মুসলিমের অপর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মুসলমানদের একটি দল ইহুদী-খৃষ্টানদের পুরোপুরি অনুসারী হবে' *(বুখারী, মুসলিম)*। ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ)

* শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

১. তাফসীর ইবনু কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, ৯/৬৮০ পৃঃ।

২. তাফসীর ইবনু কাছীর ৯/৬৮৪ পৃঃ।

৩. তাফসীর ইবনু কাছীর ৯/৬৭৯ পৃঃ।

বলেন, অজ্ঞতার যুগে ইহুদী-খৃষ্টান আলেমদের খুবই মর্যাদা ছিল। তাদের জন্য উপঢৌকন পাঠানো হ'ত। আর পীর-ফকীর ও বুযর্গদের মাযারে বাতি জ্বালানোর উদ্দেশ্যে দান করা নির্দিষ্ট ছিল। এগুলি তাদের চাইতে হ'ত না এবং বহন করেও আনতে হ'ত না বরং জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের নিকটে পৌঁছে দিত। ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পর এসব লোভ-লালসাই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছিল। এই হারাম ভক্ষণকারীরা নিজেরা হক্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকেও আল্লাহর পথ হ'তে ফিরিয়ে রাখত। তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে দিয়ে জনগণকে হক্ব থেকে বিরত রাখত। আর মূর্খদের মধ্যে বসে তারা চড়াগলায় বলত, জনগণকে আমরা সত্যের পথেই আহ্বান করছি। অথচ এটা ছিল স্পষ্ট প্রতারণা। মূলতঃ তারা জনগণকে জাহান্নামের দিকে ডাকত। ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে যে, তাদের কোন সহায়ক বন্ধু-বান্ধব থাকবে না।[৪]

সুধী পাঠক! এক্ষণে আমরা যদি ভারতীয় উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ পীর-ফকীর আলেম, দরবেশ ও বুযর্গদের গড়া খানকা ও মাযারের দিকে তাকাই, তাহ'লে বুঝতে সহজ হবে যে, তারা সাধারণ মানুষের অর্থ-সম্পদ দিয়ে কিভাবে অর্থের পাহাড় গড়েছে। সেখানে প্রতিবছর উরসের নামে কোটি কোটি টাকার চাল ডাল, গরু-ছাগল, হাস-মুরগী, টাকা-কড়ি, সোনা-দানা প্রভৃতি অবৈধ পন্থায় লুটে নিচ্ছে। আর ধর্মীয় জ্ঞানহারা সাধারণ মানুষগুলি অধিক ফযীলত আর আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার মিথ্যা প্রলোভনে নিজেদের ধন-সম্পদ নিজেরাই বহন করে নিয়ে গিয়ে প্রভুদের খুশি করার চেষ্টা করছে। যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভাষায় স্পষ্ট হারাম ও শিরক। এসব কি ইহুদী-খৃষ্টান, আলেম ও পীর-বুযর্গের অনুসরণ নয়? প্রবন্ধের শুরুতেই সূরা তওবার ৩১, ৩৪ নম্বর আয়াত পেশ করা হয়েছে। বর্তমান মুসলিম সমাজের এরূপ কার্যকলাপের জন্য নতুন করে কোন আয়াত নাযিল হবে, নাকি ঐ আয়াতের মধ্যে এরা পড়বে তা জ্ঞানী পাঠকদের নিকটে আমার জিজ্ঞাসা? সেই সাথে যারা বলে থাকে যে, পীর ধরা, চার মাযহাব, চার তরীকা মান্য করা ফরয, যার পীর নেই তার পীর শয়তান, যারা মাযহাব মানে না তারা লা-মাযহাবী ও বাতিল ফেরকার লোক (নাউযুবিল্লাহ), তাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী পেশ করছি-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَتَفَرَّقُوْا–

'আর তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে (কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে) সুদৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا–

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ইসলামকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম' *(মায়েদাহ ৩)*।

সম্মানিত পাঠক! একটু লক্ষ্য করুন, তারাই কি সে আলেম, পীর-দরবেশ ও বুযর্গ ব্যক্তি নয়, যারা কথায় কথায় বলে থাকে যে, কুরআন ও হাদীছে সকল সমস্যার সমাধান নেই, এজন্য ইজমা-কিয়াস ও মাযহাবী ফিক্বহের আইন মেনে চলতে হবে। একথাই যদি সত্য হয়, তবে সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতের উপর তাদের বিশ্বাস কতটুকু থাকল? আর বিশ্বাস নেই বলেই দেশের শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা উপেক্ষা করে ইমাম, আলেম, মুরুব্বী ও বুযর্গদের কথামত জীবন-যাপন করছে। এতে করে কি তাদেরকে প্রভুর আসনে বসানো হ'ল না? তারা যে ইবাদত করে চলেছে, সেগুলির অধিকাংশই মানব রচিত। যা সংশোধন করে দিতে চাইলে তারা বলে যে, এগুলি খুঁটিনাটি বিষয়। আগে ক্ষমতার আসনে বসি তারপর ঐসব আপনাআপনি ঠিক হয়ে যাবে। বাহ কি সুন্দর প্রতারণা! যা সাধারণ মানুষ বুঝতেও পারে না। যারা আজীবন কুরআন-হাদীছ উপেক্ষা করে চলেছে, তারা ক্ষমতায় গিয়ে কিভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান চালু করবে তা বুঝে আসে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বুঝে আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

সু-খবর! সু-খবর!!

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর সদস্য **মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ** প্রণীত নিম্নোক্ত বইগুলি নতুন সংস্করণে আকর্ষণীয় কলেবরে বের হয়েছে-

১। আইনী রাসূল (ছাঃ) দো'আ অধ্যায়।
২। আদর্শ পরিবার। ৩। কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত।
৪। আদর্শ নারী। ৫। বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়।
৬। কে বড় লাভবান

যোগাযোগ

নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবইলঃ ০১৭৭-০৮৮৯৬৭।

ঈদে মিলাদুন্নবী

আত-তাহরীক ডেস্ক

সংজ্ঞাঃ

'জন্মের সময়কাল'কে আরবীতে 'মীলাদ' বা 'মাওলিদ' বলা হয়। সে হিসাবে 'মীলাদুন্নবী'-র অর্থ দাঁড়ায় 'নবীর জন্ম মুহূর্ত'। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালাম আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিলানো- এই সব মিলিয়ে 'মীলাদ মাহফিল' ইসলাম প্রবর্তিত 'ঈদুল ফিতর' ও ঈদুল আযহা' নামক দু'টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আবিষ্কর্তাঃ

ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ুবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম কারো মতে ৬০৪ হিঃ ও কারো মতে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান রাসূলের মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ'ত। গভর্ণর নিজে তাতে অংশ নিতেন।

ধর্মীয় সমর্থনঃ

রাজনৈতিক স্বার্থে আবিষ্কৃত এই মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হিঃ)। তিনি মীলাদের সমর্থনে রদ্দ জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করেন।

মৃত্যুদিবসে জন্মবার্ষিকীঃ

জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ রবীউল আউয়াল সোমবার। ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার ছিল তাঁর মৃত্যুদিবস। অথচ আমরা ১২ রবীউল আউয়াল রাসূলের মৃত্যুদিবসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী বা 'মীলাদুন্নবী'র অনুষ্ঠান করছি।

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উক্তিঃ

তিনি স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যে সব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন'।

মীলাদ বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমতঃ

'আল-ক্বাওলুল মু'তামাদ' কিতাবে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ'আতের হোতা। তিনি তাঁর আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারি করেছিলেন।

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরামঃ

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ'আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন।

একটি সাফাইঃ

মীলাদী ভাইয়েরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ'আত হ'লেও ওটা 'বিদ'আতে হাসানাহ'। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে ছওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু ওয়ায তো শুনানো যায়। উত্তরে বলা চলে যে, আপনি ছালাত আদায় করছেন, দেহ-পোষাক সবই পবিত্র, নিয়ত অত্যন্ত স্বচ্ছ। কিন্তু স্থানটি হ'ল কবরস্থান, আপনার ছালাত হ'ল না। কারণ ঐ স্থানে ছালাত আদায় করতে আল্লাহর নবী (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। অথচ আপনি সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলেন।

আপনি বিদ'আতী অনুষ্ঠানে নেকী করবেন? হাড়ি ভর্তি গো-চেনায় এক কাপ দুধ ঢালবেন? পান করবেন তো? তাছাড়া যেখানে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) সমস্ত বিদ'আতকেই গুমরাহী বলেছেন, সেখানে বিদ'আতকে ভাল ও মন্দ দুই ভাগে ভাগ করাটাই তো আরেকটা বিদ'আত হ'ল।

আমরা বলি, আপনি ওয়ায করবেন করুন। কিন্তু তার জন্য মীলাদ অনুষ্ঠান কেন? সাধারণ ওয়ায মাহফিল তো বছরের যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে করা চলে। এছাড়াও রয়েছে সাপ্তাহিক জুম'আয় খুৎবা দানের চিরন্তন ওয়ায মাহফিলের সুন্দরতম ব্যবস্থা। কিন্তু তা না করে একটি বিদ'আতকে টিকিয়ে রাখার জন্য এভাবে সাফাই গাওয়ার তো কোন অর্থ হয় না।

মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহঃ

(১) '(হে মুহাম্মাদ) আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছুই আমি সৃষ্টি করতাম না'।

(২) 'আমি আল্লাহর নূর হ'তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে'।

(৩) 'নূরে মুহাম্মাদী' হ'তেই আরশ-কুরসী, বেহেশত-দোযখ, আসমা-যমীন সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে'।

(৪) 'আদম সৃষ্টির সত্তর হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক তাঁর নূর হতে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু'আল্লায় লটকিয়ে রাখেন'।

(৫) 'আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় লক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন'।

(৬) 'মে'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' (নাউযুবিল্লাহ)।

(৭) রাসূলের জন্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দানকারিণী দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের মধ্যের দু'টি আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবসে জাহান্নামে আবু লাহাবের শাস্তি মওকূফ করা হবে বলে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

(৮) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মরিয়ম, বিবি আছিয়া, মা হাযেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৯) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলি হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলি দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট। ***দেখুনঃ মওযূ'আতে কবীর প্রভৃতি***। মীলাদী ভাইদের এই সব মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে আল্লাহর নবী (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক' *(বুখারী)*।

তিনি আরো বলেন, لاَ تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ– 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে।... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল' *(বুখারী, মুসলিম)*।

যেখানে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও বিবেক সবকিছুকে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে' *(বনী ইসরাঈল ৩৬)*, সেখানে এই সব লোকেরা কেউবা জেনে শুনে কেউবা অন্যের কাছে শুনে ভিত্তিহীন সব কল্পকথা ওয়াযের নামে মীলাদের মজলিসে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে।

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এরা 'আহাদ' ও 'আহমাদের' মধ্যে 'মীমের' পর্দা ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাকথিত মা'রেফাতী পীরদের মুরীদ হ'লে নাকি মীলাদের মজলিসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। ঢাকার পীর দেওয়ান বাগী বর্তমানে এ বিষয়ে সর্বাধিক পারঙ্গম বলে শোনা যায়। এই সব কুফরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ'ল মীলাদের মজলিসগুলি। বর্তমানে সরকারী রেডিও-টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন-আমীন!!

[মীলাদ প্রসঙ্গ বই অবলম্বনে]

আমীরের আনুগত্য

*মুরাদ বিন আমজাদ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আলোচ্য নিবন্ধের গত সংখ্যায় উদ্ধৃত হাদীছ সমূহ কোন নির্দিষ্ট যুগের জন্য খাছ নয়। বরং সকল যুগের জন্যই প্রযোজ্য। যে যুগে জামা'আতের সঙ্গে হুকুমত থাকবে না তখন কি জামা'আত হ'তে পৃথক থেকে শয়তানকে নিজের সাথী বানানো জায়েয হবে? কখনও নয়। সুতরাং জামা'আত থেকে দূরত্ব বজায় রাখা কস্মিনকালেও জায়েয নয়। সর্বাবস্থায় জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে থাকা আবশ্যক। আর এটা তখনই সম্ভব যখন জামা'আতের আমীরের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জামা'আত ছেড়ে দিল। ইমারতের অবমাননা করল, সে আল্লাহর সঙ্গে এই অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার নিকট কোন প্রমাণ থাকবে না'। [অর্থাৎ তার নিকট এমন কোন দলীল প্রমাণ থাকবে না, যা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে।] *(হাকেম ছহীহ সনদে)*।

১. উল্লিখিত হাদীছ সমূহে আমীরের আনুগত্যের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। কোন হাদীছে আমীরের সাথে হুকুমতের শর্ত করা হয়নি।

২. জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ইমামে জামা'আত এবং আমীরে জামা'আতের অর্থঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তাঁর অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল, সে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের উপর দায়িত্বশীল, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুখারী 'কিতাবুল আহকাম')*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিন ব্যক্তি এমন যে তাদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করো না (যে তাদের হাশর কেমন হবে)। প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি যে জামা'আত ছেড়ে দিল বা জামা'আত থেকে পৃথক হ'ল এবং স্বীয় ইমামের নাফরমানী করল এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। দ্বিতীয়তঃ ঐ দাস বা দাসী, যে পলায়ন করে। তৃতীয়তঃ ঐ নারী, যার স্বামী অনুপস্থিত থাকে এবং সে তার দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণ করে যাওয়া সত্ত্বেও সে তার সৌন্দর্য প্রকাশ করে। মোটকথা এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যে, তাদের সাথে কেমন ব্যবহার হবে? *(মুসনাদে আহমাদ, মুসতাদরাকে হাকেম, সনদ ছহীহ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফিৎনা ফাসাদের একটি যামানার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, উক্ত যামানায় জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে

* ইমাম, খাজুরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ফকীরহাট, বাগেরহাট।

আহ্বানকারী এক সম্প্রদায় আহ্বান করবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। হুযায়ফা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, যদি এরূপ পরিস্থিতি আমাকে পেয়ে বসে, তাহ'লে আমাকে কি করতে নির্দেশ দেন? (অর্থাৎ তখন আমার করণীয় কি হবে?) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তখন তুমি মুসলিম জামা'আত এবং তার ইমামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে' *(বুখারী 'কিতাবুল ফিতান'; মুসলিম 'কিতাবুল ইমারাত')*।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ ফিতনার যামানায় ইসলামী হুকুমত থাকবে না কারণ ইসলামী হুকুমত থাকতে ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বানকারী কি করে থাকতে পারে? তাছাড়া ইসলামী হুকুমতের যুগ তো কল্যাণের যুগ হয়। সেটা ফিতনার যুগ হ'তে পারে না।

মুসলিম জামা'আত আঁকড়ে ধরার অর্থ হ'ল মুসলিম জামা'আতের সঙ্গে শামিল থাকা। ইমামে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা মানে তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে না যাওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার উপর আমীরের কর্তৃত্ব ছিল না, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে' *(হাকেম ছহীহ সনদে)*।

বর্ণিত হাদীছ সমূহে আমীরের আনুগত্যের সাথে কোথাও হুকুমত শর্ত করা হয়নি। সুতরাং আমীর যেমনই হোক তাঁর আনুগত্য করা আবশ্যক।

আমীর অর্থঃ

'আমীর' ছিফাতে মুশাব্বাহ এর মাছদার। ইমারত অর্থ হ'ল হুকুমদাতা হওয়া। ছিফাতে মুশাব্বায় মাছদারের অর্থ প্রমাণিত এবং অবশ্যম্ভাবী বুঝতে হয় এবং নিজ মাউছূফের সঙ্গে লাযেম অর্থাৎ আঁকড়ে থাকা বুঝায়। এই ছিফাত (গুণ) মাওছূফ (গুণান্বিত) ব্যক্তি থেকে কখনো পৃথক হয় না। একথা মোটেই সঠিক নয় যে, কোন ব্যক্তিকে আমীর বলা হবে অথচ তিনি হুকুম দাতা হিসাবে গণ্য হবেন না। 'আমীর' সর্বাবস্থায় নির্দেশ দাতা হবেন। তাঁর হুকুম সর্বাবস্থায় সকল ক্ষেত্রে মানতে হবে। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে-হুকুমদাতা হওয়ার গুণ সর্বাবস্থায় না থাকে, তবে তাকে হুকুম দাতা বলা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সে হুকুম দানের কাজটি সম্পাদন করবে। কিন্তু তাকে আমীর বলা যাবে না।

ইমাম অর্থঃ

'ইমাম' অর্থ من يوتم به اي يقتدى به من رئيس أو غـيره. *(আল-মুহীত পৃঃ ১২)*। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি, যার অনুগত্য করা হয় তাতে সে নেতা অথবা অন্য কেউ হোক। আনুগত্য শারঈ আহকামে এবং সাধারণ কথা কর্মেও হয়ে থাকে। শারঈ আহকামের আনুগত্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَهٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ– 'আমি এ কল্যাণময় কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং উহার অনুসরণ কর' *(আন'আম ৫৫)*।

হুকুমত বিহীন আমীরের আনুগত্যঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ– 'তিন ব্যক্তি যখন ছফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে তখন তাদের উচিৎ নিজেদের মধ্যে থেকে একজন আমীর নিযুক্ত করে নেয়া' *(আবুদাউদ, 'কিতাবুল জিহাদ' সনদ ছহীহ, আলবানী তাঁর তা'লিকাতে মিশকাতের মধ্যে হাসান বলেছেন)*।

এই হাদীছ দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয় প্রমাণিত হয়ঃ

১. সফরেও আমীর বিহীন থাকা যাবে না।
২. সফরের আমীরের নিকট কোন হুকুমত থাকে না, তাকে কেউ খলীফাও নিযুক্ত করে না বরং হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় মুসাফির নিজেই কাউকে আমীর বানিয়ে থাকে।
৩. আমীর বানানোর উদ্দেশ্য শুধু আনুগত্য করা।
৪. এ ধরনের আমীরের আনুগত্যও অবশ্যক, যার নিকট হুকুমত নাই।

ফলাফলঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরের সামান্য সময়ও মুসাফিরের জন্য আমীর বিহীন থাকা পসন্দ করেননি। তাহ'লে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুসলিম অধিবাসীদের আমীরহীন অবস্থায় থাকা কি করে সম্ভব? যদি সফরের সামান্য মুহূর্তে আমীর থাকা অবশ্যক হয় তাহ'লে মুক্বীম অবস্থায় আমীর থাকা আরো বেশী যরূরী। কেননা হুকুমাত বিহীন 'আমীরে সফরে'র আনুগত্য যদি যরূরী হয় তাহ'লে হুকুমত বিহীন আমীরে জামা'আতের আনুগত্যও যরূরী। তাছাড়া কোন আয়াতে বা হাদীছেও আমীরের আনুগত্যের ক্ষেত্রে হুকুমত শর্তারোপ করা হয়নি এবং করাও যাবে না। সুতরাং হুকুমতের শর্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিজেদের গড়া। নিশ্চিত যে, এ শর্ত অনর্থক। আমীরে সফরের আনুগত্যের মাধ্যমে শুধু গুটি কয়েক মুসাফিরের উপকার লাভ হয়। স্বামীর আনুগত্যের মাধ্যমে শুধু স্ত্রীর উপকার লাভ হয়। পিতা-মাতার আনুগত্যের দ্বারা শুধু সন্তানের উপকার হয়ে থাকে, তথাপিও যদি এ আনুগত্য ফরয হয় তবে আমীরে জামা'আতের আনুগত্য ফরয হবে না কেন? যার ওপর নির্ভর করে পুরো জামা'আতের স্বার্থ। এটা কতইনা আশ্চর্যজনক কথা। মোটকথা বর্ণিত যথার্থ প্রমাণ দ্বারা একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে আমীরের আনুগত্য করা ফরয।

অভিযোগ এবং তার জওয়াবঃ

অভিযোগ (১)ঃ কতিপয় লোক বলেন যে, খলীফাকেও আমীর অথবা ইমাম বলা হয়েছে। সুতরাং যেখানেই আমীর অথবা ইমাম শব্দ আসবে সেখানে তার দ্বারা খলীফাই উদ্দেশ্য হবে।

জওয়াবঃ এটা সত্য যে, খলীফাকে আমীর অথবা ইমাম বলা হয়। কিন্তু একথা বলা ঠিক নয় যে, যেখানেই আমীর অথবা ইমাম শব্দ আসবে তার দ্বারা উদ্দেশ্য খলীফাই হবে। কুরআন মজীদ এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা এই দাবীর পক্ষে কোনই প্রমাণ নেই। প্রত্যেক খলীফা আমীর অথবা ইমাম হয় কিন্তু প্রত্যেক আমীর বা ইমাম খলীফা হয় না।

অভিযোগ (২)ঃ আমীরে জামা'আতের আনুগত্য যদি ফরয হয় তাহ'লে সে শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি কেন বাস্তবায়ন করেন না?

জওয়াবঃ এই অভিযোগের উত্তর হচ্ছে প্রথমত এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সাধ্যানুযায়ী দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অর্পিত দায়িত্বের জন্য আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন।

আল্লাহ বলেন, –لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ কারো উপর সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পন করেন না, যা তার পক্ষে কঠিন হবে' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। সুতরাং আমীরে জামা'আত তাঁর সাধ্যানুযায়ী কাজ করবেন। দ্বিতীয়তঃ আমীরে জামা'আত ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। সুতরাং এই প্রচেষ্টারত অবস্থায় তাঁর নিকট খলীফার অবশ্য করণীয় বিষয় পূরণের প্রশ্ন তোলা নিরর্থক বা অহেতুক।

অভিযোগ (৩)ঃ আমীর শুধু দুই ধরনের অর্থাৎ আমীরে সুলতান রাষ্ট্রীয় আমীর এবং আমীরে সফর। তৃতীয় আমীরের স্থান ইসলামে নেই।

জবাবঃ তৃতীয় আমীরের স্থান যদি ইসলামে না থাকে তাহ'লে তৃতীয় জামা'আতের স্থানও ইসলামে নেই। এই অবস্থায় অভিযোগকারীর উচিত স্বীয় জামা'আত নস্যাৎ করে দেয়া ও আমল বর্জন করা। যদি নিজ জামা'আত না ভাঙ্গে এবং আমীর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় তাহ'লে সেও এক বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আমীরে জামা'আত রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের দর্পণেঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী জীবনে জয়ের নায়ক ছিলেন না। তাঁর হাতে কর্তৃত্বও ছিল না, হুকুমত বা রাষ্ট্রক্ষমতাও ছিল না। তবে নিঃসন্দেহে তাঁর হুকুমত মুসলমানদের অন্তরের অন্তস্থলে বদ্ধমূল ছিল। তিনি যা নির্দেশ করতেন মুসলমানগণ তা পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবনের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহ তা'আলা একমাত্র মা'বূদ ও বিধান দাতা এ কথার প্রচার এবং এই বিশ্বাসকে অন্তকরণে বদ্ধমূল করানো।
২. মুসলমানদের সংশোধনের প্রশিক্ষণ।
৩. মুসলমানদের শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়ন্ত্রণ ধৈর্যধারণ এবং অবিচলতার পথনির্দেশ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবন আল্লাহ তা'আলার বিধানদাতা হওয়ার বিশ্বাসকে বাস্তব রূপ দেওয়ার অর্থাৎ এই আক্বীদা বিশ্বাসের বুনিয়াদে হুকুমতে ইলাহিয়া কায়েম করার একটা সুশৃঙ্খল আন্দোলন ছিল। প্রত্যেক সংগঠনের কিছু নিয়মাবলী ও সংবিধানের উপর শক্তভাবে আমল করানো হয়। সংগঠনের শক্তি এবং সংবিধান ও নিয়ামাবলীর উপর আমল দায়িত্বশীলের আনুগত্যের উপর নির্ভর করে। যদি দায়িত্বশীলের আনুগত্য না থাকে তাহ'লে সংগঠন থাকবে না। আর যদি সংগঠন না থাকে তাহ'লে আন্দোলনও শেষ হয়ে যাবে। মাক্কী জীবনে মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুরোপুরি আনুগত্য করছিলেন এবং আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নের মনযিলের দিকে চলছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিন্দেগী মুসলমানদের জন্য নমুনা এবং পথ চলার জ্যোতি। এই জীবনের অনুসরণ করে মুসলমানগণ মনযিলে মাকছূদে পৌঁছতে পারে। হুকুমতে ইলাহিয়ার জন্য আন্দোলন চালানোর জন্য আদর্শ হচ্ছে রাসূলের মাক্কী জীবন। যেভাবে মাক্কী জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা হ'ত ঠিক সেভাবে হুকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের আমীরের আনুগত্য অত্যাবশ্যক হবে। যদি আমীরের আনুগত্য করা না হয় তাহ'লে আমীরের পদমর্যাদা রক্ষা হবে না। নেতৃত্ব শেষ হয়ে যাবে এবং আন্দোলনও মরে। মোটকথা ইসলামী আন্দোলনে 'আমীর'-এর আনুগত্য অপরিহার্য।

নবীনদের পাতা

পার্থিব জীবনের শেষ ঠিকানা মরণ

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

(শেষ কিস্তি)

মৃত্যু সৃষ্টির উদ্দেশ্যঃ

প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টির পিছনে থাকে একটা মহান উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা জীবন ও মরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও মহান উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি করেছেন। আর তা হ'ল কে এই অনির্দিষ্ট মৃত্যুর কথা স্মরণ করে আল্লাহ্র ইবাদত করে? আল্লাহ বলেন,

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاًوَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ–

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ। তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমতাবান *(মুলক ২)*।

আলোচ্য আয়াতে জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টির কারণ নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জ্ঞান করবে সে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে। কারণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে।

মৃত্যুর সময়ের বর্ণনাঃ

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীর জন্য মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এই মৃত্যু আল্লাহ্র আদেশে নির্দিষ্ট সময়েই আসবে। আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللهِ كِتَبًا مُّؤَجَّلاً وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ–

'আর আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না, এজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তাই দেব। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি অচিরেই প্রতিদান প্রদান করব' *(আলে ইমরান ১৪৫)*।

সেকারণ যারা দুনিয়ার জীবনকে তুচ্ছ মনে করে পরকালের

* তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

কথা স্মরণ করে আমল করেছেন তাদের মৃত্যু গোনাহগার পাপী ব্যক্তিদের মত হবে না। নিম্নে মুমিন ও পাপী ব্যক্তির মৃত্যুর অবস্থা তুলে ধরা হ'ল-

ব্যক্তি যদি ঈমানদার না হয় তাহ'লে তার রূহ কবয করার পূর্বক্ষণে কালো চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতার আগমন ঘটবে। যাদের হাতে পশমের কাপড় থাকবে, তারা এসে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টি সীমার মধ্যে উপবিষ্ট হবে। তারপর মালাকুল মউত এসে তার মাথার কাছে বসে বলবেন, হে অপবিত্র আত্মা! তোমার প্রভুর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের দিকে বেরিয়ে এসো। অতঃপর তিনি তার রূহ টেনে বের করবে। এমনভাবে যেমন বাঁকা ধার ওয়ালা লোহার শিক কাঠি পশমের মধ্য থেকে টেনে ছিড়ে বের করে আনা হয়। অতঃপর সেটাকে ঐ ফেরেশতাগণ পশমের কাপড়ের মধ্যে মুড়িয়ে নিবেন। যা থেকে পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্গন্ধযুক্ত পচা লাশের গন্ধ বের হ'তে থাকবে। এটাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উর্ধ্ব আকাশের দিকে উঠে যেতে থাকবেন। রাস্তায় অন্য ফেরেশতাগণের প্রশ্নের জবাবে তারা দুনিয়ায় তার নামে উচ্চারিত সর্ব নিকৃষ্ট নামে অমুকের পুত্র অমুক বলে পরিচয় করিয়ে দিবেন।

এভাবে তারা দুনিয়ার আসমানে অর্থাৎ প্রথম আসমানে পৌঁছে পরবর্তী আসমানের দরজা খোলার অনুমতি চাইলে আর খোলা হবে না। এই সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন,

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ

'তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না। এটা তাদের জন্য এমনই অসম্ভব যেমন অসম্ভব হ'ল সুইয়ের সংকীর্ণ ছিদ্রপথে উষ্ট্রের প্রবেশ করা' *(আ'রাফ ৪০)*।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তার আমলনামা যমীনের সর্বনিম্নে সিজ্জীনে রেখে দাও। অতঃপর তার রূহ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। এ সময় তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন-

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করল সে যেন আসমান থেকে ছিটকে পড়ল। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী কোন স্থানে নিক্ষেপ করল' *(হজ্জ ৩১)*।[১]

অপরদিকে কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ-

'যদি আপনি দেখেন যখন যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা। অদ্য তোমাদেরকে অপমানকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ তোমরা আল্লাহ্‌র উপর অসত্য বলতে এবং আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে' *(আন'আম ৯৩)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ- وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ- وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ-

'অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগাত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাক তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি কিন্তু তোমরা দেখ না' *(ওয়াকিয়া ৮৩-৮৫)*।

অন্য আয়াতে আছে

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ- وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ- وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ- وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ- اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ-

'যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে কে তাকে রক্ষা করবে? তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটা বিদায়ক্ষণ। আর পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে। সে দিন আল্লাহ্‌র নিকট সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে' *(ক্বিয়ামাহ ২৬-৩০)*।

একজন মানুষ দুনিয়ার সন্তান ও সম্পদ বেশী হ'লে মরণের কথা ভুলে যান, নেক আমলকে ভুলে যান। কিন্তু যখন মৃত্যু এসে যাবে, বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। যখন দেখবে যে, সন্তান আছে কিন্তু কোন উপকার করতে পারছে না, ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত কোন উপকারে আসছে না তখন সে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে বলবে,

فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ-

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি ছাদাক্বা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম' *(মুনাফিকূন ১০)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্যের কাজে মাল খরচ করার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন মৃত্যুর পূর্বেই তাদেরকে প্রদত্ত মাল তাঁর আনুগত্যের কাজে খরচ করে। মৃত্যুর সময়ের নিরুপায় অবস্থা দেখে মাল খরচ করতঃ শান্তি লাভের আশা করা

১. *আহমাদ, আবূদাঊদ, হাকেম ১/৩৭-৩৮, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩১, আলবানী, আহকামুল জানায়েয পৃঃ ১৫৯, গৃহীতঃ আহওয়ালুল ক্বিয়ামাহ পৃঃ ৯-১৩।*

বৃথা হবে। ঐ সময় তারা চাইবে যে, যদি অল্প সময়ের জন্যও ছেড়ে দেওয়া হ'ত তবে যা কিছু ভাল কাজ আছে সবই তারা করত এবং মন খুলে আল্লাহ্র পথে দান খয়রাত করত। কিন্তু তখন সময় কোথায়? যে বিপদ আসার তা এসেই গেছে। আল্লাহ বলেন,

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُوْنُوْا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ-

'যেদিন তাদের নিকটে শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে আপনি মানুষকে সতর্ক করুন। তখন যালেমরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দিন আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলগণকে অনুসরণ করব। তোমরা কি ইতিপূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই' *(ইবরাহীম ৪৪)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ- لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ-

'যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় তখন সে বলে হে প্রভু! আমাকে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি নেক আমল করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনোই না। এটা কথার কথা মাত্র। কেননা তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনুন ৯৯-১০০)*।

বান্দার এই মিষ্টি কথায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কখনো সময় বাড়িয়ে দিবেন না। বরং তার নির্দিষ্ট সময় মৃত্যু হবে। আল্লাহ বলেন,

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

'কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে আল্লাহ কখনো কাউকেও অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত' *(মুনাফিকুন ১১)*।

মুমিনদের অবস্থাঃ

বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালে পাড়ি জমানোর প্রাক্কালে উপনীত হয় তখন সূর্যের ন্যায় আলোকিত চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসমান থেকে নাযিল হয়, যাদের হাতে জান্নাতী কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি থাকে। অতঃপর তারা এসে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টি সীমার মধ্যে উপবিষ্ট হয়। এমতাবস্থায় মালাকুল মউত এসে বলেন, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। অতঃপর রূহ বেরিয়ে আসে, যেমন কলসী থেকে আলকাতরা সহজে বেরিয়ে আসে।

অতঃপর তা পলকের মধ্যে (অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ) উক্ত জান্নাতী কাফনের মধ্যে জড়িয়ে নেন, যা পৃথিবীর সেরা সুগন্ধির চাইতে উত্তম সুগন্ধি যুক্ত। ফেরেশতাগণ উক্ত রূহকে সপ্ত আসমানে উঠিয়ে নিতে থাকেন। রাস্তায় প্রতি আসমানে ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করলে দুনিয়ার সর্বাধিক সম্মানসূচক নামে অমুকের পুত্র অমুক হিসাবে তার পরিচয় দেওয়া হয়। এভাবে সপ্তম আসমানে পৌঁছে গেলে আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার আলমনামা ইল্লীইনে (সর্বোচ্চ ও সপ্তম আসমানে সংরক্ষিত মুমিনদের রূহ সমূহের অবস্থান স্থলের নাম) রেখে দাও'।[২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ- نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ-

'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না, তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু, সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবী কর' *(ফুছছিলাত ৩০-৩১)*।

অতএব মৃত্যু আসার আগেই আমাদেরকে মৃত্যুর জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। যাবতীয় পাপাচার থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাছিলে সর্বাধিক চেষ্টিত হ'তে হবে। তবেই মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে আমরা রেহাই পাব। রহমতের ফেরেশতাগণ জান কবয করবেন, অপরাপর ফেরেশতাগণ অভিভাধন জানাবেন। আমাদের শেষ ও চূড়ান্ত ঠিকানা হবে জান্নাত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

---

২. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০।*

কবিতা

সোনালী অহংকার

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

পড়ন্ত বিকেলে সবুজ আঙিনায় শুয়ে
নিঝুমে ঘুমোয় ক্লান্ত রোদ,
সোনালী আভায় আল্পনা আঁকে
বিলম্বপনায় অংশুধর।
ঝরা পালকের ধ্বংসস্তূপে
স্বপ্নে বেঁধেছি স্বপ্ন নীড়
যদিও আমার ব্যথার ভুবনে
স্বপ্ন নিবিড় গভীর ভীড়।
আমার চেতনায় একেশ্বরের দৃঢ় প্রত্যয় জানি
এটাই আমার ক্ষিপ্ত মনের
সোনালী অহংকার।
দুর্গম বাধা যতই আসুক শত প্রতিঘাত হানি
আমার ভুবনে এ এক আজব তৃপ্তিময় প্রতিশোধ।
যুগান্তরের নিক্তিতে মেপে
গড়ে যাব প্রতিরোধ।
তারপর হবে অন্ধকারের
সমাপ্তি অনিবার্য॥

***

বিলাসিতার মাঝে

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

বিলাসিতায় ডুবে কেটেছে জীবন
হৈ হুল্লোড়ে বেশ,
ভাবিনি কভু স্বাদের জীবন
একদিন হবে শেষ।
ক্রমে ক্রমে দিন পার হয়ে গেল
বিধাতাকে করিনি স্মরণ,
ভাবিনি খাঁটি দেহ মাটি হবে একদিন
আসবে আবার মরণ।
পাপের বোঝা আজ অনেক ভারী
তরীখানা ডুবুডুবু,
পাব কি ক্ষমা, দিবে কি পরিত্রাণ
হাশরের ময়দানে মহান প্রভু?
কবর দেখে কভু আসেনি চোখে জল,
ভাবিনি এটা হবে আমার চির আবাসস্থল
লতা-পাতার ছায়ে আঁধার নীড়ে থাকতে হবে ভাবিনি,
লক্ষ-কোটি বছর।
আঁধারে ডুবেছে মোর আলোর ভুবন
বিলাসিতার মাঝে থেকে,
পরপারে চলেছি আজ শূন্য হাতে আমি
বিত্ত-বৈভব ভবে রেখে॥

***

বিড়ম্বনা

[১৪৯২ সালের ১লা এপ্রিল স্পেনের নিহত মুসলমানদের স্মরণে]

অসহায় জাতি কাঁদিয়া মরিল,
বুঝিতে পারেনি হায়।
হৃদয়ের মাঝে ভক্তি ছিল
শক্তি ছিল না তায়।
ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়নি
মানুষ করেছে ভুল,
শত বছরের সাজানো কানন
পুড়ে ছাই হ'ল গুল।
মানবতা শুধু বিলাপ করিয়া
কাঁদিয়া হয়েছে শেষ।
আলো নেই শুধু আঁধারে পুড়েছে
আল-হামরার দেশ।
আন্দালুসের বুলবুলী সব
কোথাও পায়নি ঠাঁই,
দশ দিকে শুধু আহাজারি আর
ক্রন্দন ধ্বনি পাই।
লোভ, জিঘাংসায় মত্ত হইয়া
ভাইকে মারিল হাসি,
অবশেষে তাই সকলেই গেল
নূহের প্লাবনে ভাসি।
শত্রু-মিত্র, নারী-শিশু ওরা (ইসাবেলারা)
কাউকে ছাড়েনি তাই
শত বছরের সাজানো কানন,
অনলে পুড়িয়া ছাই।
শত বছরের সাজানো বাগান
ছাই করে দিল ওরা,
বিনাশ হ'ল শ্রেষ্ঠ জাতি
এখনও বুঝনি তোমরা।
ইসাবেলাদের তাগূতী শক্তি
এখনও রয়েছে ভরে,
মুসলিম উম্মাহ কত কাল পরে
ভাই ভাই হয়ে রবে?
একতা বিহনে জাতির জীবনে
বার বার আসে ক্ষয়,
সব বাধা ভুলে এক হয়ে যাও
তবেই আসিবে জয়।
কালনেমী এসে কালজয়ী হয়ে
শাসন করিতে চায়।
বার বার কেন আশার স্বপ্ন
অকালে ঝরিয়া যায়?
উৎপীড়িতের আহাজারী শুনে
প্রভুর আরশ কাঁপিছে তাই-
মুসলিম তুমি জেগে ওঠ আজি
তোমার ঘুমের সময় নাই॥

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। পানিতে বাতাস দ্রবীভূত থাকে। ফলে পানি ফুটালে বাতাস বুদবুদ আকারে বের হ'তে থাকে এবং পানি বাষ্পে পরিণত হয়।

২। বরফের তাপমাত্রা ০° সেলসিয়াসের নীচে থাকে বলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা শোষণ করে গলতে থাকে। আর কাঠের গুড়া তাপ কুপরিবাহী। ফলে কাঠের গুড়া দিয়ে ঢেকে রাখা হ'লে বরফ সহজে গলে না।

৩। শীতকালে আগুন জ্বালিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করলে বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং দহনের ফলে ঘরের অক্সিজেন ফুরিয়ে যায়। এজন্য অক্সিজেনের অভাবে মানুষের মৃত্যু ঘটে। তাই শীতকালে বন্ধ ঘরে আগুন জ্বালিয়ে ঘুমানো উচিত নয়।

৪। ঘরের গরম হাওয়া ভেন্টিলেটর দিয়ে বের হয়ে যায় এবং ঠাণ্ডা পরিষ্কার হাওয়া জানালা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। এজন্য ঘরের মাথার দিকে বা উপরের দিকে ভেন্টিলেটর লাগানো হয়।

৫। রান্না করতে এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র সুবিধাজনক। কারণ এ পাত্র তাপ সুপরিবাহী। রান্না করার জন্য যে তাপ দেয়া হয় তা দ্রুত এ্যালুমিনিয়ামের মধ্য দিয়ে খাদ্য-দ্রব্যে পৌঁছায় এবং দ্রুত খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ করে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। ফেনী যেলার সোনাগাজী উপযেলার মহুরীতে।
২। বাঁশ। ৩। তৈরী পোশাক শিল্প।
৪। চট্টগ্রামে। ৫। গাজীপুরে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিশ্বের ক্ষুদ্রতম)

১। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশের নাম কি?
২। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম গ্রহের নাম কি?
৩। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দিন কোনটি?
৪। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাদেশের নাম কি?
৫। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম নদীর নাম কি?
৬। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পাখির নাম কি?

** সংকলনেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী বিষয়)

১। কয়টি বিষয়ে হিংসা করা জায়েয?
২। কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েয?
৩। মানুষ মারা গেলেও তার কয়টি আমল চালু থাকে?
৪। টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করার পরিণাম কি?
৫। সন্তান-সন্ততিকে ইহুদী, নাছারা অথবা অগ্নিপূজক বানায় কে?

** সংকলনেঃ আব্দুর রশীদ*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

রংপুর, ২ জানুয়ারী সোমবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার জল্লাইডাঙ্গা ফুরকানিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলা সভাপতি জনাব আবুল আককাস, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়ারেছ ও সোনামণি নওদাপাড়া মাদরাসা শাখা পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শাহীনুর রহমান।

উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠান শেষে অত্র মাদরাসার সোনামণি বালক ও বালিকা শাখা গঠন করা হয়।

বাগমারা, রাজশাহী ৮ জানুয়ারী রবিবারঃ অদ্য দামনাশ হাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি দামনাশ হাট শাখার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সোনামণি রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক আবু নু'মান, দামনাশ হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব আমীরুদ্দীন ও দামনাশ হাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল গফূর। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাগমারা উপযেলার সোনামণি পরিচালক মাওলানা সুলতান মাহমূদ। উক্ত প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয রূহুল আমীন ও ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আরীফুল ইসলাম।

রাজশাহী মহানগরী, ৩ জানুয়ারী মঙ্গলবারঃ 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৬' উপলক্ষে ৩ জানুয়ারী উত্তর ভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, ৫ জানুয়ারী মধ্য ভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, ৬ জানুয়ারী সকাল ৭-টায় বিরস্ত ইল দেওয়ানপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও একই দিন সকাল ১০-টায় চন্দ্রপুকুর আহলেহাদীছ মসজিদে এবং ৭ জানুয়ারী মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরী পরিচালক আতীকুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আব্দুল হাদী ও তোযাম্মেল হক, রাজশাহী যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক আবু নু'মান, তালাইমারী মাদরাসার শিক্ষক জনাব আব্দুর রহমান, রাজশাহী মহানগরীর প্রাক্তন সহ-পরিচালক সাইফুল ইসলাম, বর্তমান সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহিল কাফী, নওদাপাড়া মারকায শাখা সহ-পরিচালক হাফেয গোলাম রব্বানী, সাধারণ সম্পাদক সোহেল বিন আকবার ও মধ্য ভুগরইল শাখার সহ-পরিচালক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী ২৮ জানুয়ারী, শনিবারঃ অদ্য দুপুর ২-টা থেকে বিকাল ৫-টা পর্যন্ত সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৬-এর বাছাই পর্ব উপলক্ষে নওদাপাড়া মাদরাসার পূর্ব পার্শ্বস্থ হলরুমে নওদাপাড়া মারকায

শাখার উদ্যোগে ৪টি বিষয়ের উপরে এক আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' মারকায শাখার উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণির কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সোনামণি' মারকায শাখার সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

*** জলাইডাঙ্গা ফুরাকানিয়া মাদরাসা (বালক) শাখা, রংপুর ঃ**

পরিচালনা পরিষদঃ

১। প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান
২। উপদেষ্টাঃ আরীফুল ইসলাম
৩। পরিচালকঃ আব্দুল আযীয
৪। সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ ফযলুল হক
৫। সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ ছাহেব আলী।

কর্মপরিষদঃ

১। সাধারণ সম্পাদকঃ আলমগীর হুসাইন
২। সাংগঠনিক " ঃ রাকীবুল ইসলাম
৩। প্রচার " ঃ আব্দুল গাফফার
৪। সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ মুছাদ্দিকুল ইসলাম
৫। স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ " ঃ মুশফিকুর রহমান।

*** জলাইডাঙ্গা ফুরাকানিয়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, রংপুর ঃ**

পরিচালনা পরিষদঃ

১। প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান
২। উপদেষ্টাঃ আরীফুল ইসলাম
৩। পরিচালকঃ আব্দুল আযীয
৪। সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ ফযলুল হক
৫। সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ ছাহেব আলী।

কর্মপরিষদঃ

১। সাধারণ সম্পাদিকাঃ মোসাম্মাৎ ফাওযিয়া খাতুন (সুমা)
২। সাংগঠনিক " ঃ মোসাম্মাৎ রেবেকা খাতুন
৩। প্রচার " ঃ মোসাম্মাৎ রুমা খাতুন
৪। সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ মোসাম্মাৎ দুলালী খাতুন
৫। স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ " ঃ মোসাম্মাৎ খাদীজা খাতুন।

সোনামণি রংপুর যেলা পরিচালনা পরিষদঃ

১। প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব
২। উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবুল আব্বাস
৩। পরিচালকঃ আব্দুর রহমান
৪। সহ-পরিচালকঃ আসাদুযযামান
৫। সহ-পরিচালকঃ আখতারুযযামান
৬। " " ঃ মাহমূদুল হাসান
৭। " " ঃ খাদেমুল ইসলাম।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা '০৬

উত্তীর্ণদের নামের তালিকা

✪ বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও দো'আঃ

বালকঃ

১। আব্দুল্লাহিল কাফী, নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী (প্রথম)
২। আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বগুড়া (দ্বিতীয়)
৩। মুনীরুল ইসলাম, বগুড়া (তৃতীয়)।

বালিকাঃ

১। মৌসুমী খাতুন, বাঘা, রাজশাহী (প্রথম)
২। রেবেকা সুলতানা, বিরস্তইল, রাজশাহী (দ্বিতীয়)
৩। হাবীবা খাতুন, বিরস্তইল, রাজশাহী (তৃতীয়)।

✪ আক্বীদা, সোনামণি সংগঠন ও সাধারণ জ্ঞানঃ

বালকঃ

১। সা'দ আল-মুনীর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ (প্রথম)
২। আব্দুল্লাহ আল-ইমরান, ঝিনাইদহ (দ্বিতীয়)
৩। শরীফুল ইসলাম, বিরস্তইল, রাজশাহী (তৃতীয়)।

বালিকাঃ

১। শুকতারা খাতুন, ভুগরইল, রাজশাহী (প্রথম)
২। রাযিয়া সুলতানা, বিরস্তইল, রাজশাহী (দ্বিতীয়)
৩। নাদীয়া আক্তার (ইলা), ভুগরইল, রাজশাহী (তৃতীয়)।

✪ ইসলামী জাগরণীঃ

বালকঃ

১। আরীফুল ইসলাম, বাঘমারা, রাজশাহী (প্রথম)
২। আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বগুড়া (দ্বিতীয়)
৩। সাখাওয়াত হুসাইন, রাজশাহী (তৃতীয়)।

বালিকাঃ

১। শাহনাজ পারভীন, বিরস্তইল, রাজশাহী (প্রথম)
২। রেবেকা সুলতানা, বিরস্তইল, রাজশাহী (দ্বিতীয়)
৩। জেসমিন নাহার, বাঘা, রাজশাহী (তৃতীয়)।

✪ ছবি অংকনঃ (প্রাণী বিহীন প্রাকৃতিক দৃশ্য)ঃ

বালকঃ

১। আনোয়ারুল ইসলাম, নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী (প্রথম)
২। শাকীল, বযরপুর, রাজশাহী (দ্বিতীয়)
৩। মামুন আল-হাসান, ঝিনাইদহ (তৃতীয়)।

বালিকাঃ

১। সুমি খাতুন, উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী (প্রথম)
২। শুকতারা খাতুন, ভুগরইল, রাজশাহী (দ্বিতীয়)
৩। নাদীয়া আক্তার (ইলা), ভুগরইল, রাজশাহী (তৃতীয়)।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১ কোটি মানুষ গৃহহীন

প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বাংলাদেশে গত দু'দশকে বন্যা, টর্নেডো, সাইক্লোন, কালবৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গনের মত আকস্মিক দুর্যোগে প্রায় ১ কোটি মানুষ গৃহহীন হয়েছে। এর কারণে রাতারাতি দরিদ্র ও উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে এবং ক্রয় ক্ষমতা হারিয়েছে। অপরদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ কৃষি ফসল বিনষ্ট হওয়ায় বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে না পারলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়। বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ছাড়াও এইডস ও আর্সেনিকের মত নতুন দুর্যোগের চ্যালেঞ্জ রয়েছে বাংলাদেশের সামনে। এছাড়া বাংলাদেশের নদ-নদীগুলোর উজানে ভারতের একের পর এক পানি প্রত্যাহারের মত মানব সৃষ্ট আরেক দুর্যোগ এখন এদেশের ভবিষ্যত অস্তিত্বকে প্রচণ্ড হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়েও মানবসৃষ্ট এই দুর্যোগ বাংলাদেশকে আরো ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আমলে ৭টি প্রতিষ্ঠানকে মদের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে

১৯৯৬ সালের জুলাই হ'তে এ পর্যন্ত ১২টি প্রতিষ্ঠানকে মদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বর্তমান সরকারের আমলে ৭টি প্রতিষ্ঠানকে মদের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলি হচ্ছে রাওয়া ক্লাব, ফুয়াং বোলিং এণ্ড সার্ভিসেস লিঃ, এওয়ান প্রিভিলেজ ক্লাব, হোটেল সারিনা, সিগাল হোটেল লিমিটেড, শুল্কমুক্ত বিপনী, বহির্গমন লাউন্স, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও ওয়াটার গার্ডেন ঢাকা। জাতীয় সংসদে সরকারী দলের সংসদ সদস্য অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উক্ত লাইসেন্স প্রদানের কথা স্বীকার করেন।

রেলওয়ের ৯টি হাসপাতালে একজনও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই

সারাদেশে রেলওয়ে হাসপাতালগুলি দীর্ঘদিন যাবত চরম অবহেলার শিকার। এসব হাসপাতালগুলিতে উচ্চতর চিকিৎসা সেবা প্রদানে সরকারীভাবে কোন উদ্যোগ নেই। অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য সারাদেশে রেলওয়ের ৯টি হাসপাতালে একজনও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই। যার ফলে এসব হাসপাতালে বড় কোন রোগের চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব নয়। হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের মেডিকেল সেবা থাকা সত্ত্বেও কোন অপারেশনের দরকার হলে বাইরের কনসালটেন্ট ডেকে আনতে হয়। আর এসকল কনসালটেন্টের ডিমাণ্ড অনুযায়ী রোগীদের গুণতে হয় মোটা অংকের টাকা। এছাড়া রোগীদের বড় রোগের চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে হাসাপাতালের সাধারণ এম.বি.বি.এস ডাক্তাররা কোন রকম ঝুঁকি নিয়ে বিপদে পড়তে চান না। স্বাভাবিকভাবে তারা জটিল রোগীদের অন্যত্র রেফার করে দেন।

কালোবাজারীদের হাতে জিম্মি দেশের তেল বাজার

কালোবাজারীদের হাতে জিম্মি দেশের জ্বালানী তেলের বাজার। অধিক মুনাফার আশায় এই কালোবাজারীরা সীমান্ত পথে অবাধে ভারতে তেল পাচার করছে। চলতি বছর ভারতে তেল পাচারের পরিমাণ ৩ লাখ মেট্রিকটন ছাড়িয়ে যাবে। যার বাজার মূল্য ২ হাযার ৫শ' কোটি টাকার উপরে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত তেল সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েও উত্তরাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন এলাকার তেল সমস্যা মোকাবেলায় ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)। বাংলাদেশী টাকায় ভারতের বাজারে যেখানে প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য ৫৫ টাকা সেখানে দেশীয় বাজারে ডিজেলের নির্ধারিত মূল্য প্রতি লিটার ৩০ টাকা। দামের এই তারতম্য কালোবাজারীদের রাষ্ট্রবিরোধী এরকম কাজে উৎসাহ যোগাচ্ছে। আর ভারতে তেল পাচার করাটা কালোবাজারীদের জন্য অত্যন্ত সহজসাধ্য হওয়ার মূলে রয়েছে দেশটির সাথে বাংলাদেশের সাড়ে ৪ হাযার কিলোমিটারের অরক্ষিত সীমান্ত।

ধানের আরো ৮টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন

'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট' (বিআরআরআই) ধানের আরো ছয়টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে, যা আগামী বছর থেকেই বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার জন্য বিতরণ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া আরো দুই ধরনের সুগন্ধি চালের জাত মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য বর্তমানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশে ২.৫০ কোটি মেট্রিকটন ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে গবেষণা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া গত ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ৩৫টি প্রজাতির উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার করে ১.৮৬ লাখ টন ধান উৎপাদিত হয়েছিল বলে তারা জানান।

তিন হাযার বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্ট কর্মীকে ভিসা দিচ্ছে না বৃটিশ হাই কমিশন

বাংলাদেশী প্রায় ৩ হাযার রেষ্টুরেন্ট কর্মীকে ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশন ভিসা দিচ্ছে না। এসব বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্ট কর্মীদের ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু সত্ত্বেও বিভিন্ন অজুহাতে ভিসা প্রদানে বিরত রয়েছে হাইকমিশন। বৃটিশ সরকার সম্প্রতি 'সেক্টর বেইজড স্কিম' থেকে হসপিটালিটি সেক্টরকে বাদ দেয়ার কারণেই বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্ট কর্মীদের ভিসা প্রাপ্তিতে এই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন রেষ্টুরেন্টে বাংলাদেশী কর্মীদের চাকুরির সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। জানা যায় বৃটিশ সরকার ২০০৩ সালে 'সেক্টর বেইজড স্কিম' করেন। সম্প্রতি এই স্কিম থেকে হসপিটালিটি সেক্টর বাদ দেয়ায় বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্ট কর্মীদের যুক্তরাজ্যে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্ট মালিকরা কর্মী সংকটে পড়েছেন। উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশীদের মালিকানায় প্রায় ১২ হাযার রেষ্টুরেন্ট রয়েছে। কর্মীর অভাবে এসব রেষ্টুরেন্ট মালিকরা বিপাকে পড়েছেন। কারণ এসব রেষ্টুরেন্টে রান্না ও কিচেনের কাজ কেবল বাংলাদেশী কর্মীরাই সুষ্ঠুভাবে করতে পারে।

প্রধানতঃ ৩টি কারণে বৃটিশ সরকার তাদের 'সেক্টর বেইজড স্কিম' থেকে হসপিটালিটিকে বাদ দিয়েছে। প্রথমতঃ এ সুযোগের অপব্যবহার করে অনেক বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্ট মালিক প্রচুর টাকা-পয়সা নিয়ে তাদের রেষ্টুরেন্টে নিয়োগ দেয়। দ্বিতীয়তঃ হসপিটালিটি সেক্টরে দক্ষ কর্মী নিয়োগ করার কথা থাকলেও রেষ্টুরেন্ট মালিকগণ অদক্ষ বাংলাদেশী কর্মীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। তৃতীয়তঃ এ হসপিটালিটি সেক্টরে বিভিন্ন দেশের কর্মী নিয়োগের নিয়ম থাকলেও বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্ট মালিকরা শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকেই লোক নিয়োগ করে থাকে।

মহাশূন্যচারীদের সাথে এই প্রথম বাংলাদেশের যোগাযোগ স্থাপিত

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম দুই সৌখিন রেডিও অপারেটর মহাশূন্যে অবস্থানরত দুই নাসা নভোচারীর সাথে আলোচনা করেছেন। তারা বাংলাদেশে তৈরী এক বেতার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহাশূন্যচারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী রাত ৮টা ৫ মিনিটে বাংলাদেশী সৌখিন রেডিও অপারেটর বেলায়েত হোসাইন রবিনের কলের জবাবে মহাশূন্যচারী ম্যাক আর্থার বিল বলেন, 'আপনার প্রেরিত সঙ্কেত অত্যন্ত স্পষ্ট। বাংলাদেশ থেকে আরেকটি সঙ্কেতের জবাব দেব আমরা ৯০ মিনিট পরে'। উল্লেখ্য, শুধু নাসার অনুমোদিত সৌখিন রেডিও অপারেটররা তাদের সিষ্টেম ব্যবহার করে মহাশূন্যচারীদের সাথে কথা বলতে পারেন। অন্যদিকে মার্কিন মহাশূন্য এজেন্সি টেলিযোগাযোগ অনুশীলন উন্নত করার লক্ষ্যে সৌখিন বেতার যোগাযোগ স্থাপনের অনুমতি দেয়।

আরো উল্লেখ্য যে, সারা বিশ্বের 'হামস' নামে প্রায় ৩০ লাখ সৌখিন রেডিও অপারেটর রয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের অপারেটরের সংখ্যা ১৬। ১৯৭৯ সালে স্থাপিত বাংলাদেশী হামস সংস্থা বাংলাদেশ সৌখিন রেডিও অপারেটরস লীগ (বার্ল)-এর কর্মকর্তারা এই তথ্য জানান।

বার্ল সদস্যরা বলেন, এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতারা শুরু থেকে যোগাযোগ করে চলে এবং বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তারা সাহায্য সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করে থাকে।

দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা এম.এ.মান্নান আর নেই

দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা, জমিয়াতুল মুদার্রেসীনের সভাপতি, সাবেক ধর্ম ও ত্রাণমন্ত্রী, খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা এম.এ.মান্নান আর নেই। গত ৬ ফেব্রুয়ারী সকাল সোয়া ৯-টায় বনানীস্থ নিজ বাসভবনে ৭১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। দীর্ঘদিন থেকে তিনি জটিল রোগে ভুগছিলেন।

গত ৭ ফেব্রুয়ারী বাদ আছর ঢাকার মহাখালীস্থ মসজিদে গাউছুল আযম কমপ্লেক্সে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী-এমপি ও রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মকর্তা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকা হ'তে অসংখ্য ভক্ত মুছল্লী তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে মহাখালীস্থ গাউছুল আযম মসজিদ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

জীবন ও কর্মঃ মাওলানা এম.এ. মান্নান ১৯৩৫ সালের ৯ মার্চ চাঁদপুর যেলার ফরিদগঞ্জ উপযেলার কেরোয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মাদ ইয়াসীন। তিনি পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী কৃতিত্বের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপন করেন। অতঃপর শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। শিক্ষকতা জীবনে তিনি মুহাদ্দিছ ও প্রিন্সিপাল হিসাবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর তিনি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।

১৯৬২ সালে মাওলানা এম. এ. মান্নান ফরিদগঞ্জ-হাজীগঞ্জ এলাকা থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার বিষয়ক পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে

বহাল ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি পাকিস্তান ইসলামী এ্যাডভাইজারী কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত একই সাথে তিনি তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তানের সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৯ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিপুল ভোটে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ সময় তাঁকে দূতপুলের সদস্য করা হয়।

১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের মন্ত্রীসভায় তাঁকে শিক্ষা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী করা হয়। ১৯৮৬ সালে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হ'লে তাঁকে তৎকালীন সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী করা হয়। পরবর্তীতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পণ করা হয়। তিনি দক্ষতার সাথে দু'টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

বহু সংখ্যক মাদ্রাসা ও মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা এম.এ. মান্নান পাকিস্তান আমল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষকদের একক সংগঠন 'জামিয়াতুল মুদার্রেসীনে'র নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদার্রেসীনের সভাপতি নির্বাচিত হন। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পরিচালনা করেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন।

১৯৭৮ সালে তিনি বেসরকারী মাদরাসা শিক্ষক সমিতি (জমিয়াতুল মুদার্রেসীন), বেসকারী স্কুল শিক্ষক সমিতি, বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি এবং সরকারী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি ও সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি এ পাঁচটি শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন গঠন করেন। দেশের বৃহত্তম এই শিক্ষক মোর্চার প্রথমে আহ্বায়ক এবং পরে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান সভাপতি হলে মাওলানা এম.এ. মান্নান নির্বাচিত হন সেক্রেটারী জেনারেল। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক সমাজের এই প্লাটফর্ম থেকে শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবী-দাওয়া তথা তাদের আর্থিক নিরাপত্তা ও সামজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত হয় নিয়মতান্ত্রিক দুর্বার আন্দোলন। এরই ফলে ক্রমান্বয়ে প্রবর্তিত হয় বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য বেতন স্কেল, বাড়ী ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা, অবসর ভাতা, উৎসব বোনাস প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা। শিক্ষক সমাজ তাঁর ঐতিহাসিক অবদান ভূলবে না কোনদিন।

মাওলানা এম.এ. মান্নান ১৯৮৬ সালের ৪ জুন প্রতিষ্ঠা করেন জননন্দিত পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাব এবং ১৯৮৯ সালে ঢাকার মহাখালীতে ইরাক সরকারের আর্থিক অনুদানে প্রতিষ্ঠা করেন স্থাপত্যশিল্পের অনন্য নিদর্শন মসজিদে গাউছুল আযম ও জমিয়াতুল মুদার্রেসীন কমপ্লেক্স।

মাওলানা মান্নানের ইন্তেকালে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও আলেম-ওলামাসহ বিভিন্ন মহল থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

[আমরা মাওলানা এম. এম. মান্নানের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর এ মৃত্যুর ফলে জাতি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন ইসলামী ব্যক্তিত্বকে হারালো। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

ঝলক জুয়েলার্স
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬, বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

বিদেশ

দশ বছরে পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত মানুষ আরো ১০ কোটি বাড়তে পারে

বছর দশেকের মধ্যে পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা আরো ১০ কোটি বেড়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে এমন একটি মার্কিন সংস্থার রিপোর্টে এ কথা বলা হয়। রিপোর্টে আরো বলা হয় ৬০ ও ৭০-এর দশকের পরে খাদ্য যোগানের ক্ষেত্রে বড় ধরনের উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু অনেক উন্নয়নশীল দেশেই যোগান বৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত নেই। ফলে প্রতিনিয়ত ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম গ্রহণের হিড়িক

ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা বিশ্বে বিধর্মীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গেছে। মুসলিম এসোসিয়েশন অব ব্রিটেনের একজন নির্বাহী কর্মকর্তা বলেছেন, শুধু লণ্ডনেই গত ২০০৫ সালে ২০ সহস্রাধিক বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করেছে। ২০০৫ সালে গোটা দেশে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা ৬০ সহস্রাধিক বলে তিনি জানান। বিট্রেন ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ধর্মান্তরিত হয়ে পবিত্র ধর্ম গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রতিবছর কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম কাউন্সিলের পদস্থ কর্মকর্তা ইহতেশাম হিবাত উল্লাহ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, একই সময় ফ্রান্সে বিভিন্ন ধর্মের ৫০ সহস্রাধিক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, পার্শ্ববর্তী বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্মানী, ইটালী এবং অস্ট্রিয়ায় ঐসময় হাযার হাযার বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায়ও প্রতিবছর লক্ষাধিক মানুষ মহান ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪০ শতাংশ বৃটিশ মুসলিম তাদের দেশে ইসলামী শাসন চান

বৃটেনের ৪০ শতাংশ মুসলমান তাদের দেশের মুসলিম প্রধান এলাকায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত এক জরিপে এ তথ্য জানা গেছে। 'সানডে টেলিগ্রাফে' প্রকাশিত উক্ত মতামত জরিপে দেখা যায় এক-পঞ্চমাংশ লোক গত জুলাই মাসে বৃটেনে আত্মঘাতি বোমা হামলাকারীদের অনুভূতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল। ঐ হামলায় ৫২ জন নিহত হয়েছিল। জরিপে দেখা যায় বৃটেনের মুসলমানরা বিপ্লবী হয়ে উঠছেন এবং মূলধারার জনগণ থেকে নিজেদের অনেকে বেশী বিচ্ছিন্নবোধ করছেন। তবে ৯১ শতাংশ লোক এখন বৃটেনের প্রতি আনুগত্যশীল।

ফিলিপাইনে ভূমিধসঃ কাদার নিচে তিন-চতুর্থাংশ লেইতিবাসীর জীবন্ত সমাধি

ফিলিপাইনের লেইতি দ্বীপে ভূমিধসের ফলে সৃষ্ট কাদা ও মাটির নীচে চাপা পড়ে নিহতের সংখ্যা ১৮০০ জন বলে জানা গেছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারের ভূমিধসে সেখানকার গুইনসগোন গ্রামটি ১৩ থেকে ১৪ ফুট কাদার নীচে তলিয়ে যায়। লেইট সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপটি ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হওয়ায় সেখানকার মাটি খুব নরম। সেজন্য নারিকেল গাছ বেষ্টিত দ্বীপটিতে প্রায়ই ভূমিধস হয়। গত ১৭ ফেব্রুয়ারীর ভূমিধসে ৯ বর্গকিলোমিটার বা সাড়ে তিন মাইল এলাকার গুইনসগোন নামক একটি গ্রাম পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং লেইত নামক লোকালয়টির অধিবাসীর তিন-চতুর্থাংশেরই কাদার নীচে জীবন্ত সমাধি হয়েছে। উল্লেখ্য, ফিলিপাইনের লেইত দ্বীপে ১৯৯১ সালে ভূমিধস ও বন্যায় ৫ সহস্রাধিক লোক প্রাণ হারায়। একই দ্বীপে ২০০৩ সালের ভূমিধসে নিহত হয়েছিল ২ শতাধিক মানুষ।

ভারত ট্যাপ প্রকল্পে অংশ নেবে নতুন নামকরণ হবে ট্যাপাই

জ্বালানী চাহিদা মেটাতে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানীর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান (ট্যাপ) পাইপলাইন প্রকল্পে ভারত যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের আসন্ন ভারত সফরের ঠিক পূর্বে ভারত এই সিদ্ধান্ত নিল। চলতি মাসের শুরুর দিকে অনুষ্ঠিত ট্যাপ প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির ৯ম বৈঠকে প্রথমবারের মত ভারত পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগ দেয়। তখন থেকে তারা সাড়ে ৩শ' কোটি ডলারের ট্যাপ প্রকল্পে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যেই এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রকল্পটি সমর্থন করেছে। প্রস্তাবিত প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন হবে তুর্কমেনিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে তুর্কমেনিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত থেকে পাকিস্তানের মুলতান পর্যন্ত। ১২৭১ কিমি বিস্তৃত। আবার ভারত অভিমুখে আরো ৬৪০ কিমি বিস্তৃত হবে। পাকিস্তান পর্যন্ত প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় হবে ২৯০ কোটি ডলার। ভারত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলে আরো ৬০ কোটি ডলার ব্যয় বাড়বে।

মুসলিম জাহান

হামাসের ঐতিহাসিক বিজয়

ফিলিস্তীনের বহুল আলোচিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিজয় অর্জন করেছে কট্টর ইসলামপন্থী বলে পরিচিত 'হামাস'। শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে ক্ষমতাসীন 'ফাতাহ'। গত ২৫ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত ১৩২ আসনের ফিলিস্তীন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ৭৬টি আসন লাভ করেছে হামাস এবং অপরদিকে মাত্র ৪৩টি আসন পেয়েছে 'ফাতাহ'। উল্লেখ্য, ফিলিস্তীনের মোট ভোটার সংখ্যা ১৩ লাখ। এর মধ্যে ৭৭ দশমিক ৭ শতাংশ লোক তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। ভোটগ্রহণের জন্য এক হাযারেরও বেশী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। গাযা ও পশ্চিম তীরের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। তবে পূর্ব জেরুযালেমে আরো ২ ঘন্টা পোলিং স্টেশনগুলি খুলে রাখা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ বহু ভোটারকে ভোট প্রদানের সুযোগ দেয়নি বলে অভিযোগ করার পর ফিলিস্তীনী নির্বাচন কর্তৃপক্ষ এ সুযোগ দেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, ৪০ বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো ফিলিস্তীনী পার্লামেন্ট নির্বাচনের আয়োজন, তত্ত্বাবধান এবং ব্যয়ভার বহন করেছে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন'। তাদের পর্যবেক্ষক এবং সাংবাদিকরা সকলেই বলেছেন যে, এ নির্বাচন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হয়েছে। প্রচারাভিযান এবং ভোটের দিন কোথাও কোন অশান্তি কিংবা অনিয়ম হয়নি। ভোট গণনাও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়েছে বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন।

প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিয়ে 'হামাসে'র এরূপ নিরংকুশ বিজয় আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মধ্যে যতই বিস্ময়ের উদ্রেক করুক না কেন, এর মধ্য দিয়ে হামাসের জনভিত্তি কতটা মযবূত সেটা প্রমাণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক এই বিজয়ের মধ্যে হামাসের প্রতি ফিলিস্তীনী জনগণের গভীর আস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে 'হামাস' ভোট বয়কট করলে 'ফাতাহ' একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে ইসরাঈলের সাথে শান্তি স্থাপনে ব্যর্থতা, দুর্নীতি, শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাব ইত্যাদি কারণে জনগণের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।

অপরদিকে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে দৃঢ় সশস্ত্র অবস্থানের জন্য হামাসের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ফিলিস্তীনী জাতি অনুভব করে যে, ইসরাঈলী দখলদারের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে হামাসই তাদের একমাত্র ভরসা। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যসম্পন্ন ফাতাহ দল প্রতিরোধের অধিকার ত্যাগ করতে সম্মত হয়ে তাদের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।

হামাসের জনপ্রিয়তার আরো একটা বড় কারণ হচ্ছে বিগত সোয়া পাঁচ বছর ইসরাঈল ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ফিলিস্তীনী এলাকাগুলিকে সম্পূর্ণ অবরোধ করে রেখেছে। ফিলিস্তীনীদের বহু চাষের জমি এবং ফলের বাগান তারা দখল করেছে কিংবা বিনষ্ট করেছে। অর্থনৈতিক সংকটাপন্ন ফিলিস্তীনীদের খাদ্য, চিকিৎসা এবং শিক্ষাদানের কাজে হামাস অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

ফিলিস্তীনী নেত্রী হানান আশরাবী ফাতাহর পরাজয়ের জন্য মূলতঃ দলের দুর্নীতিকে দায়ী করেছেন। তার মতে ইসরাঈলের কঠোর নীতি এবং হামাসের প্রতি ক্রমাগত দোষারোপ হামাসের বিজয়কে সম্ভব ও নিশ্চিত করেছে।

উল্লেখ্য যে, '৮০'র দশকে ফিলিস্তীন জুড়ে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল তার মধ্য দিয়ে ১৯৮৭ সালে হামাসের প্রতিষ্ঠা ঘটে। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়ামীনকে ২০০৪ সালে ইসরাঈল নির্মমভাবে হত্যা করে। রাজনীতিক ও সামরিক শাখায় বিভক্ত হামাস সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে ফিলিস্তীনকে স্বাধীন করতে চায়। এসংগঠনের লক্ষ্য ফিলিস্তীনকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

ইউরোপীয় পত্রিকায় মহানবী (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ

ইউরোপের দেশে দেশে একটির পর একটি পত্রিকায় মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র (কার্টুন) প্রকাশ করে চলেছে। গত সেপ্টেম্বরে প্রথম ডেনমার্কের 'জিল্যান্ডসন পোষ্টেন' পত্রিকায় মহানবী (ছাঃ)-এর ১২টি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। এরপর বিভিন্ন দেশের পত্রিকায় ঐ কার্টুনগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা এই কার্টুন প্রকাশের পিছনে বিশ্ব মুসলিমকে উসকানির ফাঁদে ফেলার এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত কাজ করছে। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' নাম করে ২০০১ সাল থেকে পশ্চিমা বিশ্ব দেশে দেশে যে সামরিক অভিযান চালিয়েছিল তার একমাত্র টার্গেট ছিল মুসলিম দেশ সমূহ। কোন অমুসলিম দেশ এ অভিযানের শিকার হয়নি। এবার ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে যে কুৎসা রটনা শুরু হয়েছে তার টার্গেট ছিল পশ্চিমা সামরিক অভিযানের আওতা আরো সম্প্রসারিত করা। এজন্য দেখা যায় যে, মঞ্চের নায়ক ডেনমার্ক হ'লেও তার পিছনে ছিল অন্তত ২০ টি পশ্চিমা রাষ্ট্র।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ডেনিশ পত্রিকা 'জিল্যান্ডসন পোষ্টেন' বিশ্বনবীর ১২টি কার্টুন ছাপার পর চলতি বছরের জানুয়ারীর শেষে এসে ২০টি পশ্চিমা দেশের পত্রিকায় ঐসব কার্টুন ছাপা হয়। এর মধ্যে কোন পত্রিকা ১২টির সবগুলি এবং কোন পত্রিকায় ১২টির মধ্যে কয়েকটি ছেপেছে। বিবিসি এবং সিএনএন-এর মত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াও এসব কার্টুনের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলির ঝলক বা ফ্লাশ দেখিয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কিডনী চিকিৎসায় কাঁটা নটে শাক

দেশের ঝোপঝাড়ে ও রাস্তাঘাটের পাশে অনাদর-অবহেলায় বেড়ে ওঠা 'কাঁটা নটে শাক' প্রাথমিক পর্যায় থেকে মধ্য পর্যায়ের কিডনী চিকিৎসায় সাফল্য আনতে পারে। বরিশালের একটি ফার্মাসিটিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর প্লান্ট ম্যানেজার আবু মুঈন আহমাদ চৌধুরী এ দাবী করেন। এইচআইভি আক্রান্তদের জন্যও দেশীয় ভেষজ চিকিৎসায় সাফল্য লাভের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি কাটা নটে শাক দিয়ে বেশ কিছু কিডনী রোগীর চিকিৎসা করে সাফল্য লাভের দাবী করেছেন।

আমাদের দেশের নানা ঝোপঝাড়ে ও রাস্তার পাশে অনাদর-অবহেলায় বেড়ে ওঠা কাটা নটে শাকের ১০-১৫টি করে পাতা রস করে দিনে ৩-৪ বার খেলে কিডনীর জটিলতার প্রাথমিক থেকে মধ্য পর্যায়ের রোগীদের ভাল করা সম্ভব বলে দাবী করেছেন মুঈন চৌধুরী। এ উদ্ভিদটির পাতার রস নিয়মিত পান করলে কিডনী রোগীর সিরাম ক্রিয়েটিনিন-এর মাত্রা হ্রাস পেয়ে রোগী সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে পারে। কিডনী ডায়ালাইসিস-এর আগের পর্যায় থেকে এ পাতার রস সেবন করতে হবে।

পৃথিবীর ৫ গুণ বড় গ্রহ আবিষ্কার

এক মার্কিন গবেষণাগার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী টিম পৃথিবীর চেয়ে ৫ গুণ বড় একটি শীতল গ্রহ আবিষ্কার করেছে। তারা বলেন, প্রাচীন এই গ্রহটির পৃষ্ঠের তাপমাত্রা শূণ্য ডিগ্রী ৪২৮ ডিগ্রী ফারেনহাইটের নীচে (২৪৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস)। এর উপরিভাগ পাথুরে এবং বরফাচ্ছন্ন।

দই থেকে এইচআইভি প্রতিরোধক

এইচআইভি সংক্রমণ বন্ধ করবে দুগ্ধজাত ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুতকৃত ঔষধ। ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটিক এসিড উৎপাদন করে। যা দই কিংবা পনির তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এটি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক নয়। রোড আইল্যাণ্ড ব্রাউন মেডিক্যাল স্কুল ভিত্তিক গবেষণায় বলা হয়, ব্যাকটেরিয়া উৎপাদন করে সাইনোভিরিন ড্রাগ। সাইনোভিরিন বানর এবং মানব কোষে এইচআইভি প্রতিরোধক হিসাবে প্রমাণিত। সাইনোভিরিন কোষে শর্করা অনু গঠন করে। যা এইচআইভি ভাইরাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এটা আক্রান্ত কোষকে শোষণের মাধ্যমে অন্য কোষে সংক্রমণে বাধা সৃষ্টি করে। নরউইচ ফুড রিসার্স ইনষ্টিটিউট রিসার্স টিমের সদস্য শন হ্যানিফি বলেন, 'এটা মূলতঃ পরোক্ষ প্রতিরোধক'। গবেষকরা ধারণা করেছেন, সাইনোভিরিন এর প্রয়োগ কিংবা সেবন এইচআইভির দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করতে পারে।

একশ' বছর পর অনিন্দ্য সুন্দর পাখী বার্ড অব প্যারাডাইস

একশ' বছর পর বিজ্ঞানীরা 'বার্ড অব প্যারাডাইস' নামে অনিন্দ্য সুন্দর এক প্রকার পাখীর সন্ধান পেয়েছেন। ১৯ শতকে শেষবারের মতো এই পাখি দেখা গিয়েছিল। ধারণা করা হ'ত বার্ড অব প্যারাডাইস পৃথিবী থেকে নিশ্চহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু মার্কিন ও ইন্দোনেশিয়ার একদল বিজ্ঞানী ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যন্ত জনমানবহীন এক জঙ্গলে হঠাৎ এই পাখির দেখা পেয়েছেন।

দূষণ মনিটর করতে পায়রা

আদিকাল থেকে মানুষ পায়রা পুষছে, একে সংবাদ আদান প্রদান করতে কাজে লাগিয়েছে। তবে এধরনের কাজে লাগাবার কথা নিশ্চয়ই কেউ ভাবেনি। জানা গেছে এবার পরিবেশ দূষণের ওপর নযরদারী করার জন্য এই পাখিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। আর এজন্য পুরো এক ঝাঁক পায়রার পেছনে স্কুলগামী শিশুদের ব্যাক প্যাকের মত যন্ত্র বেঁধে আকাশে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

মোট ২০টি পায়রাকে এ কাজে লাগানো হবে। আগামী আগষ্টে তারা ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাম হোজে থেকে তাদের যাত্রা শুরু করবে। প্রতিটি পাখির সঙ্গে থাকবে জিপিএস গ্লোবাল পজিশনিং সিষ্টেম স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং ডিভাইস, বায়ু দূষণ সেন্সর এবং একটি সাধারণ মোবাইল ফোন।

তথ্য সরাসরি টেক্সটফরম-এ পায়রার পিঠ থেকে একটি ব্লগ-এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। পায়রার গলায় ঝোলান একটি ক্ষুদে ক্যামেরায় তোলা ছবি ব্লগ সাইটে পোষ্ট করবে। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাট আরভিন এর ব্রিয়েটিজ ডাকস্টা এবং দু'জন ছাত্রের মাথা থেকে এই কায়দার কথা বেরিয়েছে।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদে এবং নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে বিভিন্ন যেলায় সভা-সমাবেশ ও সম্মেলন অব্যাহত

সিরাজগঞ্জ ২১ জানুয়ারী, শনিবারঃ অদ্য বেলা ২-টায় সিরাজগঞ্জ শহরের স্বাধীনতা স্কয়ার চত্বরে বোমাসন্ত্রাসীদের প্রতিহত করতে জাতীয় ঐক্যের দাবীতে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন বলেন, প্রচলিত কোন দলের উপর আঘাত নয় বরং নিরন্তর দা'ওয়াতের মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস ও কর্মধারায় সংস্কার সাধনের পজিটিভ ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে আমরা বিশ্বাসী। আমরা চাই রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরে অহিভিত্তিক সংস্কার। তিনি বলেন, মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন না এনে যারা স্বশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে তারা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার শত্রু।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাতি শফিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল মতীন, সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আনছার আলী মাষ্টার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বক্তাগণ জঙ্গী দমনের নামে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন, খ্যাতিমান আলেমদের দীর্ঘ ১১ মাসের কারাযন্ত্রণা দেশের ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে নির্মমভাবে আঘাত করলেও ইসলামী মূল্যবোধের দাবীদার এই সরকারের মনে আঘাত করে না। অতিষ্ট জনগণ তাই সরকারকে ধিক্কার জানাচ্ছে। বক্তাগণ অবিলম্বে আমীরে জামা'আত সহ গ্রেফতাকৃত সকল নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ২২ জানুয়ারী, রবিবারঃ অদ্য ২২ জানুয়ারী রবিবার বেলা ২-টায় পাবনা টাউন হল ময়দানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে এক জঙ্গী ও সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণের পরও উপরের নির্দেশের কথা বলে ষড়যন্ত্রকারীদের প্ররোচনায় বাতিল করা হ'লে তা ব্রজনাথপুর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল প্রমুখ।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মুছলেহুদ্দীন বলেন, মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার ও হয়রানি মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন জঙ্গীবাদ, হত্যা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামের নাম। তথাপি সুবিধাবাদী অপরাধীচক্রের উদ্দেশ্যমূলক তথ্যের ভিত্তিতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নিরপরাধ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর দীর্ঘ ১১ মাস নির্যাতন চালিয়েও তাদের মুক্তির ব্যাপারে তালবাহানা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ইসলামী মূল্যবোধের দাবীদার সরকার ইসলামী সম্মেলন বন্ধ করে দিয়ে হাযার হাযার তাওহীদী জনতার মনে যে আঘাত দিয়েছে তার সমুচিত জবাব একদিন দেশবাসী অবশ্যই দিবে ইনশাআল্লাহ। সম্মেলন বাঞ্চাল করে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রযাত্রা বন্ধ করা হয়নি বরং জঙ্গীদের উস্কানী দেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ২০ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বেলা ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দৌলতপুর থানার ধর্মদহ মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সাংগঠনিক বৈঠক এবং বাদ জুম'আ বিশাল সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয়

দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আমীরুল ইসলাম মাষ্টার, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, বোমাবাজী ও মানুষ হত্যা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই নাশকতামূলক কাজ যারা করে তারা দেশ, জাতি ও ইসলামের শত্রু। এদেরকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এসব সন্ত্রাসীদের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কোন সম্পর্ক নেই। বক্তাগণ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় গ্রেফতারকৃত মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী সহ করারুদ্ধ সকল আহলেহাদীছ নেতা-কর্মীর অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান।

চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বেলা ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উদ্যোগে গোমস্তাপুর থানার চৌডালা ফেরীঘাট সংলগ্ন ময়দানে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদে এক বিশাল ইসলামী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস. এম. আবদুল লতীফ 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও মাসিক **'আত-তাহরীক'** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তুফাযযল হক, বেনীচক শাখা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আব্দুছ ছামাদ প্রমুখ।

সমাবেশে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যয়নাল আবেদীন এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন জনাব মানছূরুর রহমান।

উল্লেখ্য, সমাবেশের পূর্বে বেলা ১২-টায় যেলা সদরে চাঁপাই নবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। এসময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আবদুল লতীফ, মাসিক **'আত-তাহরীক'** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আহলেহাদীছ জাতীয় উলামা পরিষদের আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন, স্থানীয় প্রবীণ ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আফতাবুদ্দীন প্রমুখ।

বাখরপুর, চাঁদপুর ১ ফেব্রুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার বাংলাবাজারস্থ বাখরপুর মাদরাসা মাঠে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁদপুর যেলার উদ্যোগে এক ইসলামী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, মাওলানা শামসুর রহমান, মাওলানা শরাফত আলী, মাওলানা ছিদ্দীকুর রহমান, মাওলানা নেছার বিন আহমাদ, হাফেয মাওলানা মাহমূদুল হাসান, হাফেয হোসাইন, জনাব আবদুল মুত্তালেব মাষ্টার, জনাব আলী আহমাদ মেম্বার ও মাওলানা হেমায়েত হোসাইন প্রমুখ।

ঢাকা, ৩ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেইটে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে বোমাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদে এক বিশাল সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আবদুল্লাহ আল-মা'ছূমের সাভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন বলেন, বোমা মেরে মানুষ হত্যা যেমন অপরাধ, নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করাও তেমনি অপরাধ। গ্রেফতার-হয়রানি ও মিথ্যা মামলা দায়ের করে আলেমদের উপর যারা জঘণ্য অত্যাচার চালায় তারা কখনো টিকে থাকতে পারে না। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, যালিমের অত্যাচার তার কোন মঙ্গলই বয়ে আনতে পারে না। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ সকল নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান। অন্যান্যের মধ্যে

বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আবদুল লতীফ, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, আমীরে জামা'আতের গ্রেফতার ছিল এক ঐতিহাসিক মিথ্যাচার। মতলববাজদের সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। তিনি গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। তারা বলেন, জঙ্গীবাদ বা বোমাবাজির বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সুদৃঢ় অবস্থান দেশবাসীর কাছে আজ পরিষ্কার। তথাপি নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার ও হয়রানি এবং নেতা-কর্মীদের বাড়ীতে পুলিশ পাঠিয়ে আতংকগ্রস্ত করা অবশ্যই সীমালংঘন। এসব অত্যাচার এদেশের আলেম সমাজ এবং সচেতন জনগণ কখনোই মেনে নেবে না। তারা নিরীহ আহলেহাদীছদের উপর সরকারের এই চরম দুর্ব্যবহারের চড়া মূল্য দিতে হবে বলে উল্লেখ করেন। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বায়তুল মুকাররম থেকে মুক্তাঙ্গন হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

জাতীয় ওলামা প্রতিনিধি সম্মেলন

ঢাকা, ৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদে'র এক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গী দমনে আলেম সমাজ ও দেশপ্রেমিক জনগণের ঐক্য এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলামে'র সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী, 'বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী মাওলানা জাফরুল্লাহ খাঁন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সুধী ডাঃ ফখরুল ইসলাম, আইন উপদেষ্টা ডঃ রফীকুল ইসলাম মেহেদী। 'আহলেহাদীছ জাতীয় উলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আবদুল লতীফ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন সবসময়ই জঙ্গীবাদের ঘোর বিরোধী। যারা বোমা মেরে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায় তারা বিপথগামী এবং দেশবিরোধী চক্রের ক্রীড়নক। যারা নিরীহ মানুষ হত্যার মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলে তারা ঐতিহাসিকভাবে খারেজী। তাদের সাথে হক্বপন্থী ওলামায়ে কেরামের কোন সম্পর্ক নেই। নেতৃবৃন্দ বলেন, আত্মঘাতি বোমা হামলা জিহাদ নয় বরং জঘণ্য অন্যায়। জিহাদের অপব্যাখ্যাকারী এসকল ইসলামবিদ্বেষী শক্তির ক্রীড়নকদের কঠোর হস্তে দমনের জন্য তারা আলেম সমাজ ও দেশপ্রেমিক জনগণের ঐক্য দাবী করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' জঙ্গীবিরোধী, শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক আদর্শের ঝান্ডাবাহী এক বলিষ্ঠ দ্বীনী সংগঠন। তাদের মূল্যায়ন করতে না পেরে সরকার শুধু ভুলই নয় সীমালংঘন করেছে। নিরীহ আলেমদের উপরে অত্যাচার করে অতীতেও কেউ ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। তারা বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন বক্তব্য, বিবৃতি, ফৎওয়া, লেখনী, সাংগঠনিক সার্কুলার ও সব ধরনের সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে জঙ্গীবিরোধী অবস্থান জাতির কাছে পরিষ্কার করেছে। তথাপি তাল বাহানা করে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের যামিন বন্ধ রেখে সরকার তার ইসলাম বিরোধী মনোভাবই প্রকাশ করছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে আমীরে জামা'আতসহ সকল নির্দোষ আহলেহাদীছ নেতা-কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন।

তাবলীগী ইজতেমা সফল করার আহ্বানে রাজশাহীতে মিছিল অনুষ্ঠিত

রাজশাহী, ১৪ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর যৌথ উদ্যোগে ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমাকে সফল করার আহ্বানে এক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি নওদাপাড়া বাইপাস থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে নগর ভবনের সামনে এসে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ ও মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইউনুসুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জনাব শামসুল আলম, মহানগর 'যুবসংঘে'র সভাপতি আরীফুল ইসলাম, সেক্রেটারী মুকাররম বিন মুহসিন প্রমুখ।

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৬

অহি ভিত্তিক সমাজ গঠন ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে আসুন

-ভারপ্রাপ্ত আমীর

রাজশাহী ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিন ব্যাপী ১৬শ' বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় দেশবাসীর প্রতি মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন উপরোক্ত আহ্বান জানান। গত ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ ট্রাক টার্মিনালে এ বিশাল তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষাধিক কর্মী ও সুধীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয় নওদাপাড়ার আকাশ-বাতাস। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অমিয় সুধা পানের উদগ্র বাসনা এবং ক্ষমতাসীন জোট সরকারের সীমাহীন নির্যাতনের শিকার মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র গ্রেফতারকৃত সকল নেতা-কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবীতে সুদূর ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম, নরসিংদী, গাযীপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁওসহ দেশের প্রায় সকল যেলা থেকে হাযার হাযার মহিলা-পুরুষ কর্মী ও সুধী রিজার্ভ বাস ও অন্যান্য যানবাহনে করে ইজতেমায় যোগদান করেন। এবারের ইজতেমায় বিগত কয়েক বছরের তুলনায় উপস্থিতি সর্বাধিক হওয়ার কারণে মূল প্যাণ্ডেলে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় প্যাণ্ডেলের বাইরেও অনেককে বসে ও দাঁড়িয়ে থেকে বক্তব্য শুনতে হয়েছে। মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল বিগত বছরের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশী। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে মহিলা প্যাণ্ডেলও বর্ধিত করতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ইতিহাসের এক মর্মান্তিক কালো অধ্যায়ের জন্ম দিয়ে গত বছর তাবলীগী ইজতেমার একদিন আগে মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে এক জঘন্যতম মিথ্যাচার চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় এবং তাবলীগী ইজতেমা ২০০৫ ভন্ডুল করা হয়। সেই দুঃসহ হৃদয়বিদারক স্মৃতিকে সামনে রেখে এবং সরকারের যুলুম-নির্যাতনের আশংকা-ভীতিকে উপেক্ষা করে অফুরন্ত মুহাব্বত নিয়ে এই বিপুল নিঃস্বার্থপ্রাণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি সকলকে আবেগাপ্লুত করেছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও নায়েবে আমীরসহ কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতি এ বিশাল ময়দানের প্রতিটি প্রান্তে যেন গভীর শূণ্যতার ছায়ায় আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। আবেগাপ্লুত জনতার হৃদয় নিংড়ানো তাকবীর ধ্বনি আর নেতৃবৃন্দের মুক্তির শ্লোগানে ইজতেমা ময়দান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা মুখরিত হয়ে উঠে। প্রতিদিন ফজরের জামা'আতে নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য 'কুনূতে নাযেলা' পাঠ করা হয়।

১ম দিন বাদ আছর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন-এর উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে তাবলীগী ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। তার আগে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং তেলাওয়াতকৃত আয়াতের অনুবাদ করেন যথাক্রমে হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান ও হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

উদ্বোধনী ভাষণে ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ধর্মপ্রাণ জনগণকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিকট আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের এক দৃপ্ত কাফেলার নাম। বর্তমান হানাহানির বিশ্বে অহি-র বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণই কেবলমাত্র শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। ইসলামের এই মহান আদর্শে যারা উজ্জীবিত তারা কখনো পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'আল্লাহ্র আইন' প্রতিষ্ঠার নামে যারা দেশে ভয়াবহ নৈরাজ্য ও নাশকতা চালাচ্ছে, তারা ইসলামের অনুসারী নয় বরং এরা ইসলামের শত্রু, দেশ ও জাতির দুশমন। তিনি এধরনের চরমপন্থী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান এবং এদের নেপথ্য নায়কদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, বোমাবাজদের ধরার নামে নিরপরাধ আলেমদেরকে হয়রানি করা চরম অন্যায়। তিনি বলেন, জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কঠোর অবস্থান জাতির কাছে আজ অত্যন্ত পরিষ্কার। তদুপরি সরকার নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে এক বছর যাবৎ নির্মমভাবে হয়রানি করে চলেছে। তিনি জঙ্গী দমনে সরকারের শতভাগ আন্তরিকতা প্রমাণের আহ্বান জানান এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ সংগঠনের গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান।

অতঃপর প্রথম দিন বাদ এশা তাওহীদের উপরে এবং দ্বিতীয় দিন রাতে আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? এ বিষয়ে তিনি তথ্যবহুল ভাষণ পেশ করেন।

দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ (সিরাজগঞ্জ), সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম (গাইবান্ধা), 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ' -এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা) ও মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা), প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান (রাজশাহী) এবং অন্যান্যের মধ্যে মাওলানা আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম (ঠাকুরগাঁও), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা মুনীরুদ্দীন (খুলনা), মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন (গাযীপুর), মাওলানা আখতার মাদানী (নওগাঁ), মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী (নওগাঁ), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (টাঙ্গাইল), মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা), মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার (কুমিল্লা), মাওলানা ইবরাহীম বিন রইসুদ্দীন (বগুড়া), মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক (রাজশাহী), মাওলানা মুরাদ বিন আমজাদ (খুলনা), মাওলানা আব্দুল আলীম (ঝিনাইদহ), মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা), হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'ছূম (ঢাকা), মাওলানা বদরুযযামান (সাতক্ষীরা) প্রমুখ।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিন বা'দ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। একই দিন রাত ৯-টায় 'বাংলাদেশ আওয়ামীলীগে'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং রাজশাহী মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এ. কে. এম. খায়রুযযামান লিটন এবং রাত সাড়ে ১০-টায় 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র জনাব মিজানুর রহমান মিনু (এমপি) উপস্থিত হয়ে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও ইজতেমা কমিটির পক্ষ থেকে খাবার হোটেল এবং বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। মূল গেইট থেকে ভিতরে দু'পাশে বেশ কিছু বুকস্টল এবং মহিলাদের জন্য পৃথক গেইট ও পৃথক প্যাণ্ডেল ইত্যাদির সুব্যবস্থা ছিল। ১ম দিন বাদ আছর শুরু হয়ে রাত ২-টা পর্যন্ত এবং ২য় দিন দিবা-রাত্রি একটানা ইজতেমা অব্যাহত থাকে। শনিবার বাদ ফজর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ-এর সমাপনী ভাষণের মধ্য দিয়ে দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়।

'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান জনাব শফীকুল ইসলাম মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে কারাবন্দী থাকায় তার অনুপস্থিতিতে তাবলীগী ইজতেমায় জাগরণী পরিবেশন করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহিল গালিব, 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ ছদরুল ইসলাম (রাজশাহী), এশারুল ইসলাম (রাজশাহী) আহসান হাবীব (দিনাজপুর), যাকির হোসাইন (কুমিল্লা), আবু রায়হান (সাতক্ষীরা), মুনীরুযযামান (নওগাঁ), রবীউল আউয়াল, খলীলুর রহমান (জয়পুরহাট), নযরুল ইসলাম (কুমিল্লা) ও হাফেয রাশেদুযযামান (মেহেরপুর)।

তাবলীগী ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহঃ

১৬শ' বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০০৬-এ লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতি ও হাত উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মতি প্রদান সাপেক্ষে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ দেশের সরকার, প্রশাসন, জ্ঞানীমহল, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও সচেতন দেশবাসীর নিকট পেশ করা হয়ঃ

১. আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহী' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অভ্রান্ত নীতিমালার আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

২. জঙ্গীবাদী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সবসময়ই সোচ্চার। বক্তব্য, লেখনী, ফৎওয়া প্রদান, সার্কুলার ও সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে উক্ত সংগঠনদ্বয় বোমাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও যথাযথ ভূমিকা পালনে পূর্বের ন্যায় আজো তৎপর। যা দেশের সকল সংবাদ মাধ্যম, গোয়েন্দা সংস্থা, প্রশাসন ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার। তথাপি জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে সংগঠনের আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ** নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার ও হয়রানি সরকারের স্পষ্ট অদূরদর্শিতা এবং অন্যায় পদক্ষেপ বলে এ সম্মেলন মনে করে।

৩. এ সম্মেলন প্রায় ৩ কোটি আহলেহাদীছ জনতার অবিসংবাদিত নেতা বিশ্ববরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ** নির্দোষ নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানাচ্ছে।

৪. সরকার পরিচালিত 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে'র মাধ্যমে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুকূলে লেখা কিতাবাদি প্রকাশিত হয়। এই সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানায়।

৫. এ সম্মেলন যুবচরিত্র বিধ্বংসী বই-পত্র, সাহিত্য, ছবি ও পানীয় বন্ধে এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবী করছে।

৬. এ সম্মেলন আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, বিশেষ করে বোমাসন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে সরকার, প্রশাসন ও দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

৭. সম্প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশ করে ডেনমার্ক, ইটালী ও ফ্রান্সসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলো যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিতে এ সম্মেলন জাতিসংঘসহ আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

৮. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এস. তাহের আহমদ এর নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ সকল হত্যাকাণ্ডের মূল হোতাদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবী জানাচ্ছে।

৯. এ সম্মেলন বৃটিশ আমল থেকে চালুকৃত এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে একটি গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে সংসদে বিল উত্থাপনের এবং তা বাস্তবায়নের জোর দাবী জানাচ্ছে।

১০. বোমাহামলা যেমন অপরাধ, নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করাও অপরাধ। আহলেহাদীছ জনগণ ছাড়াও দেশের জ্ঞানী-গুণী ও দেশপ্রেমিক সচেতন মানুষের প্রতিনিধি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহসহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেফতার এবং মিথ্যা মামলা দায়ের করে দীর্ঘ একবছর যাবত আটকে রাখা নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধ বলে এ সম্মেলন মনে করে। তাই অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি দান এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য এ সম্মেলন প্রশাসনের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

ইজতেমার বিবিধ রিপোর্ট

ওলামা সমাবেশঃ

তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন সকাল ৮-টা ৩০ মিনিটে প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও ওলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, মাওলানা আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম (ঠাকুরগাঁও), মাওলানা মুনীরুদ্দীন (খুলনা), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা) প্রমুখ। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর বলেন, সমাজে হক্বপন্থী আলেমগণের মর্যাদা অতি উচ্চে এবং তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও অনেক বেশী। তিনি আলেমগণের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে জামা'আতবদ্ধভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সংস্কারের কাজে অংশগ্রহণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সমাবেশে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মা'ছূম (ঢাকা) এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন।

মহিলা সমাবেশঃ

বিগত বছরের ন্যায় এবারও ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল ১০-টায় মহিলা প্যাণ্ডেলে সমবেত স্থানীয় এবং দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মহিলার উপস্থিতিতে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মুতারামা তাহেরুননেসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মুছলেহুদ্দীন বলেন, বর্তমানে দেশে কিছু প্রগতিশীল নারীবাদী সংগঠন নারী স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন ও আধুনিকতার নামে নারীদের নগ্নতা ও অশ্লীলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রগতিবাদের ধোঁকায় পড়ে ইহকাল ও পরকালীন ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া থেকে বেরিয়ে

এসে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের অনুসরণ করে পরকালীন মুক্তি হাছিলের চেষ্টা করতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর আদর্শবান ও সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষে নারীদেরকে শিক্ষিত হ'তে হবে। সাথে সাথে পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক নিজ পরিবার ও সমাজ গঠনের মহান উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ ও সুশৃংখলভাবে ইসলামী দাওয়াত দিতে হবে। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন।

যুবসমাবেশঃ

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল ১১-টায় প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে এবং বিপুল সংখ্যক যুবকের উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘে'র ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। সমাবেশে সাবেক দায়িত্বশীলগণের মধ্য থেকে অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম ও মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় শূরা সদস্যগণের মধ্য থেকে ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, যেলা সভাপতিদের পক্ষ থেকে সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের মধ্য থেকে সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মুছলেহুদ্দীন বলেন, যুবসমাজের আত্মত্যাগ ব্যতীত কোন আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব নয়। তাই 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র বর্তমান এই সংকটময় মুহূর্তে যুবসমাজকে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। যুবকরাই এদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি তাদেরকে আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ ও জাগরণী পরিবেশন করেন যশোর যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ।

বৈঠকী দানঃ

দ্বীনে হক্ব প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা ও কারাবন্দী নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্যাণ্ডেলে সমবেত শ্রোতারা এবার হাত খুলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করেছেন। ১ম ও ২য় দিন মিলে এবার নগদ বৈঠকী দান ওঠেছে মোট ৯৩,১৬৫/= (তিরানব্বই হাযার একশত পঁয়ষট্টি) টাকা। এছাড়া ধান, চাউল, গম, আলুসহ বিভিন্ন ধরনের উৎপাদিত ফল-ফলাদি ও ফসল প্রদানেরও ব্যাপক প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এতদ্ব্যতীত মামলা খরচ বাবদ শ্রোতাগণের মধ্য থেকে কেউ কেউ নির্ধারিত হারে মাসিক অনুদান প্রদানেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। গত বছরের ন্যায় এবারও মা-বোনেরা তাদের স্বর্ণের গহনা খুলে দান করেছেন। যা রাসূলের যুগের মহিলা ছাহাবীগণের দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর সকলের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করেন।

রিজার্ভ গাড়ীঃ

বিগত বছরের ন্যায় এবারও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শতাধিক রিজার্ভ গাড়ী ইজতেমায় আসে। সাতক্ষীরা থেকে ৪২টি, বগুড়া থেকে ২০টি, জয়পুরহাট থেকে ৬টি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৫টি, মেহেরপুর ৫টি, যশোর ২টি, কুষ্টিয়া ৪টি, কুমিল্লা ১টি, নাটোর ২টি, গাইবান্ধা (পূর্ব) ১টি, গাইবান্ধা (পশ্চিম) ২টি, ঢাকা থেকে ১টি রিজার্ভ বাস সহ ট্রেন, মাইক্রো, প্রাইভেটকার, মটরসাইকেল, বাইসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন যোগে হাযার হাযার পুরুষ ও মহিলা কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন।

বাইসাইকেল যোগে ইজতেমায় আগমনঃ

বিগত বছরের ন্যায় এবারও দুই জন কর্মী সুদূর সাতক্ষীরা থেকে বাইসাইকেল যোগে ইজতেমায় যোগদান করেন। সাতক্ষীরা শহরের কামাল নগরের মুহাম্মাদ যয়নাল আবেদীন সরদার (৬৫) ১৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার সকাল ১০-টায় ইজতেমায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সাতক্ষীরা যেলার কামালনগর থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারী বুধবার দুপুর ১২-টায় ৫০ ঘন্টা সাইকেল চালনার পর রাজশাহী এসে পৌঁছেন। সাতক্ষীরা যেলার তালা থানাধীন মানিকহার এলাকার গড়েরডাঙ্গা গ্রামের জনাব আব্দুল বারী (৪৬) ১৩ ফেব্রুয়ারী বিকাল ৫-টায় যাত্রা শুরু করে ২ ঘন্টা পর তসবিহ ডাঙ্গায় রাত্রী যাপন করেন। পরের দিন ভোর সাড়ে তিন টায় সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে রেকর্ড সংখ্যক কম সময়ে মাত্র ১৬ ঘন্টা সাইকেল চালিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারী বিকাল ৫-টায় রাজশাহী পৌঁছেন। মধ্যম ও পরিণত বয়সের এই উদ্যম সকলকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১৬১)ঃ রাজশাহী থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকায় জনৈক হাফেয লিখেছেন, বাংলাদেশে ওশর প্রযোজ্য নয়। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সুলতানা খাতুন
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ হাফেয ছাহেবের বক্তব্য সঠিক নয়। তিনি হয়তো বাংলাদেশের জমিতে খাজনা দিতে হয় ভেবে ওশর মাফ বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে- খাজনার কারণে কখনো ওশর মাফ হয় না। কেননা খাজনা হচ্ছে ভূমিকর, যা বৃটিশ কর্তৃক চালুকৃত। যার সাথে ফসলের কোন সম্পর্ক নেই। ফসল না হ'লেও প্রতিবছর খাজনা পরিশোধ করতে হয়। অপরদিকে 'ওশর' হচ্ছে আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত ফসলের কর। যা ফসল হওয়া এবং নেছাব পূর্ণ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া খাজনার পরিমাণের সাথে ওশরের পরিমাণেরও কোন মিল নেই *(ফাতাওয়া সাত্তারিয়া, পৃঃ ২০০)*। উল্লেখ্য যে, ভূমিকর (খারাজ) ও ওশর একত্রিত হয় না মর্মে হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(ঐ, পৃঃ ২০১)*।

প্রশ্নঃ (২/১৬২)ঃ ছাদাক্বাতুল ফিতর ও কুরবানীর চামড়ার টাকা একত্রিত করে কতদিনের মধ্যে বন্টন করতে হবে? কুরআনে উল্লিখিত আটটি খাত বাংলাদেশে আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে বন্টনের পদ্ধতি কি হবে?

-মুতীউর রহমান
কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এসব সম্পদ যত দ্রুত সম্ভব হক্বদারের নিকটে পৌঁছে দেওয়া উচিত। কারণবশতঃ দেরী হ'লে কোন দোষ নেই। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ফিতরার সম্পদ পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি কয়েকদিন যাবৎ উক্ত মাল দেখাশুনা করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২১১৩)*। বাংলাদেশে আটটি খাত আছে কি-না তা লক্ষ্যণীয় নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা আট শ্রেণীর লোককে দেওয়ার আদেশ করেননি বরং আট শ্রেণীর লোক এই সম্পদের হক্বদার বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব যখন যেখানে যতজন হক্বদার থাকবে, তাদের হক্বের পরিমাণ বিবেচনা করে প্রদান করতে হবে। সবাইকে সমান দেওয়াও আবশ্যক নয়। প্রয়োজনে কোন হক্বদারকে বাদ দিয়ে গুরুত্ব বিবেচনা করে অন্যকে সম্পূর্ণ মাল দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩/১৬৩)ঃ যদি কোন শিক্ষক ঠিকমত ক্লাস না করেন তাহ'লে মাস শেষে বেতন গ্রহণ বৈধ হবে কি?

-আবুল হোসাইন
উত্তর নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ***যাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে কাজ যথাসাধ্য পালন করার জন্য তাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। অন্যথায় ক্বিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ্র নিকটে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে*** (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়) ***। সুতরাং দায়িত্ব পালন না করে বেতন ভোগ করলে তা বৈধ হবে না।***

প্রশ্নঃ (৪/১৬৪)ঃ সরকারী ব্যাংকে টাকা রাখলে প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকায় এক হাযার টাকা পাওয়া যায়। উক্ত টাকা কি সূদ হবে?

-আফরোজা
তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যেহেতু সরকারী ব্যাংকে লাভ-লোকসানের চুক্তিতে টাকা রাখা হয় না, সেকারণ একে ব্যবসা বলার কোন সুযোগ নেই। এটি স্পষ্ট সূদ। যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের দলীল লেখক ও সূদের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, গোনাহগার সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তারা সকলেই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*।

প্রশ্নঃ (৫/১৬৫)ঃ জানাযার নিম্নলিখিত দো'আ দু'টি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

(১) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا... الخ (২) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَعْفُ عَنْهُ... الخ –

-আবূ মূসা
বড়তারা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উক্ত দো'আ দু'টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। প্রথম হাদীছটি আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ গ্রন্থে রয়েছে। হাদীছটি ছহীহ *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬৭৫)*। দ্বিতীয় হাদীছটি ছহীহ মুসলিমে রয়েছে *(মিশকাত হা/১৬৫৫)*।

মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

প্রশ্নঃ (৬/১৬৬)ঃ খোলা জায়গায় ছালাত আদায় করলে এবং সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করার সম্ভাবনা না থাকলে সুৎরার প্রয়োজন আছে কি?

-মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন
বরপেটা, আসাম, ভারত।

উত্তরঃ ছালাতে কাতারের সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাক বা না থাক খোলা জায়গায় ছালাত আদায় করার সময় ইমামের জন্য সর্বদা সুৎরা রাখা সুন্নাত। যা মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে কাউকে যেতে বাধা দিবে এবং মুছল্লীর দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৫)।

প্রশ্নঃ (৭/১৬৭)ঃ প্রস্রাব করার পর পাক হওয়ার জন্য কুলুপ নিয়ে ৪০ কদম হাঁটার কোন শারঈ বিধান আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ প্রস্রাব করার পর কুলুপ নিয়ে ৪০ কদম হাঁটার কোন শারঈ বিধান নেই। প্রস্রাব করার পর পানি থাকা অবস্থায় কুলুপ ব্যবহারেরও কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। প্রস্রাবের পর কুলুপ নিয়ে ঘোরাফেরা করা একপ্রকার বেহায়াপনা বৈ কিছুই নয়। তাই আল্লামা আশরাফ আলী থানবী হানাফী (রহঃ) বলেন, প্রস্রাবের পর কুলুপ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা করো না' *(তা'লীমুদ্দীন)*। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, প্রস্রাবের পর জোরে কাশি দেওয়া, ওঠা-বসা করা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বেহায়াপনা করা শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ ও বিদ'আত *(ইগাছাতুল লাহফান ১/১৬৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৬৮)ঃ ইমামের কত সময় পরে মুক্তাদী রুকূ হ'তে সিজদায় যাবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হান্নান
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ ছালাতে রুকূ, সিজদা, ক্বিয়াম সবকিছুই ইমামের পরে করতে হবে। এক সাথে বা আগে করা যাবে না। বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করতাম। যখন তিনি 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখন আমাদের কেউ স্বীয় পিঠ বাঁকা করত না যে পর্যন্ত না তিনি কপাল মাটিতে রাখতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৬)*। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের ছালাত আদায় করালেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরে বসে বললেন, 'হে লোকসকল! আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং তোমরা রুকূ, সিজদা, ক্বিয়াম ও সালাম কোন কিছুই আমার পূর্বে সমাধা করবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৭)*। তবে 'আমীন' এর ক্ষেত্রে মুক্তাদীকে ইমামের সাথে সাথে বলতে হবে। ইমামের আগে বা পরে বলা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন ইমাম আমীন বলেন, তখন তোমরা আমীন বলো। ফেরেশতাগণও আমীন বলেন। অতএব যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার অতীতের গোনাহ মাফ করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৫)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৬৯)ঃ অমুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে কোন দো'আ পড়তে হবে কি? মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে লাশ বহনের সময়, কবরে নামানোর সময় ও দাফন শেষে মাটি দেয়ার সময় কোন্ দো'আ পড়তে হবে?

- আবুল কালাম আযাদ
সাতক্ষীরা দিবা নৈশ ডিগ্রী কলেজ
• সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অমুসলিম ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন, 'নবী ও মুমিনের উচিত নয়, মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হয়। এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামী' *(তওবা ১১৩)*।

মুসলিম ব্যক্তিকে কবরে নামানোর সময় 'বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লা-হি' বলতে হবে *(তালখীছ পৃঃ ৫৮-৬৫)*। দাফন চলাকালীন সময় প্রত্যেকে দু'তিন বার করে পড়বে- 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন আযা-বিল ক্বাবরি' *(তালখীছ ৬৫)*। দাফনের পরে মাইয়েতের 'তাছবীত' অর্থাৎ মুনকার নাকীর-এর প্রশ্নের জবাব দানের সময় যেন তিনি দৃঢ় থাকতে পারেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সকলে পড়বে- 'আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া ছাব্বিত-হু' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩)*। উল্লেখ্য যে, দাফন শেষে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করার কোন প্রমাণ নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৭০)ঃ জনৈক আলেম মিশকাত থেকে বুরায়দা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া যাবে না। এ বিষয়ের সত্যতা জানতে চাই।

-নাঈম আহমাদ
মোলামগাড়ীহাট, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বুরায়দাহ (রাঃ) হ'তে উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) হাদীছটিকে বাতিল বলেছেন *(আলবানী, মিশকাত হা/৬৬২-এর ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য)*। পক্ষান্তরে একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর'। ...তৃতীয় বারে তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৫ 'সুন্নাত সমূহ ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৭১)ঃ একবার মাথা মুণ্ডন করলে নাকি ১০০ শহীদের ছওয়াব পাওয়া যায়। একথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং মাথা মুণ্ডন করা একশ্রেণীর নামধারী মুসলমানের পরিচয়। যারা সুন্নাতকে উপেক্ষা করে বেশী বেশী ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে, তাসবীহ পাঠ করে। এদের পরিণাম জাহান্নাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৩৫)*। তবে নেকী মনে না করে বিশেষ প্রয়োজনে যারা মাথা মুণ্ডন করবে তারা হাদীছে উল্লিখিত উক্ত নামধারী মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হবে না।

প্রশ্নঃ (১২/১৭২)ঃ প্রস্রাবের পর কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব কাপড়ে পড়ে। চিকিৎসা করেও ভাল হয়নি। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে কাপড় পাল্টানো সম্ভব নয় বিধায় কয়েক ওয়াক্তের ছালাত ছুটে যায়। বাড়ি এসে কাপড় পাল্টিয়ে ছুটে যাওয়া ছালাত আদায় করি। প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে নিয়মিত ছালাত ক্বাযা করা কি ঠিক হবে, নাকি নাপাক কাপড়ে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করতে হবে? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-হাবীব হাসান
লালদিঘী, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
ও
আব্দুল ওয়াদূদ
দঃ দনিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় প্রতি ওয়াক্তে ওযূ করে নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা চিকিৎসা করার পরও যদি কাপড়ে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়ে, তাহ'লে সে কাপড়েই ছালাত আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। একদা এক ব্যক্তি তাবেঈ বিদ্বান সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি মযী অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গের তরল পানির ভিজা অনুভব করি। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, আমার উরুর উপর দিয়ে মযী প্রবাহিত হয়। তথাপিও আমি ছালাত পরিত্যাগ করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা পূর্ণ না করি' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৬)*। মুস্তাহাযা মহিলা কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব বের হয় কিংবা সর্বদা বায়ু আসে এসব মহিলা ও পুরুষ প্রত্যেক ছালাতের জন্য নতুন ওযূ করে ছালাত আদায় করবে *(আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৫৮ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মুস্তাহাযা' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৮ পৃঃ 'ইস্তিহাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৭৩)ঃ যারা সন্তান না নেওয়ার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে অপারেশন করেন, তারা কোন মসজিদের ইমাম, মুওয়াযযিন অথবা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারবে কি? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ অপারেশন করে খাসী হওয়া একটি বড় অপরাধ। এজন্য তওবা করে ক্ষমা চাওয়া একান্ত যরূরী। তবে এমন মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। এরা অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করলে এদের মুওয়াযযিন, ইমাম ও ধর্মীয় যেকোন দায়িত্ব দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (১৪/১৭৪)ঃ খাওয়ার সময় নাকি সালাম দেওয়া যায় না? এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছামাদ
জালিবাগান, রহনপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ খাওয়া-পান করা, পেশাব-পায়খানা, ওযূ-গোসল, আযান, ছালাত ইত্যাদি এক কথায় মানুষ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তাকে সালাম দেয়া যাবে। তবে উত্তর দানের বিষয়টি একটু ভিন্নতর। ছালাত অবস্থায় হাতের ইশারা দ্বারা উত্তর দিতে হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১)*। আর পেশাব-পায়খানায় বসা ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হ'লে সে পেশাব-পায়খানা থেকে উঠে উত্তর দিবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৫)*। উক্ত দু'অবস্থা ব্যতীত বাকী সকল অবস্থায় সালাম প্রদান ও গ্রহণ উভয়টিই জায়েয। অতএব খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যায় না, একথা ঠিক নয়। বরং উক্ত অবস্থায় সালাম দেওয়া এবং উত্তর দেওয়া উভয়টিই জায়েয।

প্রশ্নঃ (১৫/১৭৫)ঃ দেউলিয়া অবস্থায় কুরবানী করা বৈধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ তোরাব আলী
চণ্ডিপুর, যশোর।

উত্তরঃ কুরবানী করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। সামর্থ্য না থাকলে কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই কুরবানী করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, নায়লুল আওত্বার ৬/২২৭ পৃঃ)*। সুতরাং দেউলিয়া অবস্থায় সম্ভব না হ'লে কুরবানী করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নঃ (১৬/১৭৬)ঃ 'আয়াতুল কুরসী' তিনবার পড়ে রাতে বাড়ির চারদিকে মনে মনে কুণ্ডলী দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। যে কারণে আমার পার্শ্বের বাড়িতে চুরি হয় কিন্তু আমার বাড়ীতে চুরি হয়নি। উক্ত পদ্ধতিতে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ এবং এ কারণে চুরি হয়নি এ বিশ্বাস সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয় এবং উক্ত কারণে চুরি হয়নি এমনটিও ঠিক নয়। তবে আয়াতুল কুরসী পাঠের বরকতে ব্যক্তি বা ব্যক্তির সম্পদ নিরাপদে থাকার পূর্ণ আশা করা যায়। আয়াতুল কুরসী পাঠের পদ্ধতি ও ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত

শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য মৃত্যু ব্যতীত কোন বাধা থাকে না *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৭৪-এর টীকা-২)*। এতদ্ব্যতীত শয়নকালে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১২২-২৩; নাসাঈ, সিলসিলা ছহীহা হা/৯৭২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭৭)ঃ দু'রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠক এবং ৩/৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠক কি একই রকম হবে?

-হাফেয ওয়াহীদুযযামান ভূঁইয়া
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ যেকোন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠকে অর্থাৎ যে বৈঠকে সালাম আছে, সে বৈঠকে 'তা'আররুক' তথা ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পা বের করে দিয়ে নিতম্বের উপরে বসবে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৮০১)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৭৮)ঃ আল্লাহ তা'আলা আট প্রকার মানুষকে যাকাত এর সম্পদ দিতে বলেছেন, তন্মধ্যে এক প্রকার আমেলীন বা আদায়কারী কর্মচারী। এই আমেলীনের মধ্যে সরদার-মোড়লরা কি শামিল? তারা যাকাত পাবে কি?

-আলী আযম
টিকলীচর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আমেলীনের মধ্যে বর্তমান সরদার-মোড়লগণ অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খলীফাদের যুগে যাদেরকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হ'ত তারাই 'আমেলীন'। কিন্তু সরদার-মোড়লগণ নিজ স্থানে বসে আমীর বা খলীফার ভূমিকা পালন করেন মাত্র। সুতরাং তারা যাকাত এর অংশ পাবেন না।

প্রশ্নঃ (১৯/১৭৯)ঃ জনৈক আলেমকে হাদীছের উদ্ধৃতি সহকারে সিজদায়ে সহো-র পরে তাশাহ্হুদ পড়ার কথা বলতে শুনেছি। এ বিষয়ে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
ঝিলিম বাজার, আমনুরা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সিজদায়ে সহো-র পরে তাশাহ্হুদ পড়ার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। উক্ত মর্মে ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হ'তে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটি 'যঈফ' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩, ২/১২৮-২৯ পৃঃ)*। তাছাড়া ঐ হাদীছটি একই রাবী কর্তৃক বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৮০)ঃ জনৈক ইমাম বলেছেন, সরাসরি সুৎরার দিকে দাঁড়ানো যাবে না। একটু ডানে কিংবা বামে দাঁড়াতে হবে। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল জাব্বার
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ এটি একটি যঈফ হাদীছের বক্তব্য। উক্ত হাদীছ সম্পর্কে আলবানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছে একজন দুর্বল ও একজন অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৮৩ এর ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য)*। অপরদিকে সুৎরার দিকে সোজা মুখ করে দাঁড়ানো ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭২ ও ৭৮০ 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ, 'ছালাত' অধ্যায়)*। অতএব একটু ডানে-বামে নয়, বরং সরাসরি সুৎরার দিকে মুখ করে দাঁড়ানোই সুন্নাত।

প্রশ্নঃ (২১/১৮১)ঃ মাতৃগর্ভে চার মাস হ'লে নাকি শিশুর বয়স, রিযিক, ভাগ্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফারজানা ইয়াসমীন
একলারামপুর
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এ সম্পর্কে ছহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মানুষের শুক্র চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। অতঃপর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরও চল্লিশদিন অতিবাহিত হ'লে তা গোশতপিণ্ড হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হন। তিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয় (১) তার বয়স কত হবে (২) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে (৩) সে কি কি কাজ করবে এবং (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৮২)ঃ স্ত্রী নিজ খেয়াল-খুশী মত চললে, বাধা দিলেও না মানলে করণীয় কি?

-আব্দুল জলীল
শুভ রাজপুর, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় তাকে বারবার উপদেশ দিতে হবে। পরকালীন ভয়াবহ শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত সংশোধন না হ'লে তাকে রাখা না রাখা স্বামীর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা করো, তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা পৃথক করো এবং প্রহার করো। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়, তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার উপরে শ্রেষ্ঠ' *(নিসা ৩৪)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এসব পন্থা অবলম্বন করার পরও স্ত্রী সংশোধন না হ'লে শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে তাকে তালাক দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (২৩/১৮৩)ঃ অধিকাংশ খেটে খাওয়া মানুষ আল্লাহর ইবাদত হ'তে বিরত থাকে। এমতাবস্থায় তাদের অভাব কি দূরীভূত হবে?

-রফীকুল ইসলাম
কাশিয়াবাড়ী, রহনপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষ আল্লাহর ইবাদত না করলে তার অভাব দূরীভূত হবে না এমনটি নয়। আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করার জন্য অনেক সময় দরিদ্র ব্যক্তিকেও সম্পদশালী করেন। আবার কোন পরহেযগার মুছল্লীকেও দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিক্ষেপ করেন। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন *(বুরূজ ১৬)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৮৪)ঃ গোঁফ ছাঁটার শারঈ বিধান কি? গোঁফে স্পর্শকৃত পানি কি হারাম?

-তানভীর জামীল
রেলগেট, বগুড়া।

উত্তরঃ গোঁফ ছাঁটা শরী'আতের দৃষ্টিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। যা পালন করা আবশ্যক। কারণ গোঁফ ছেঁটে ফেলা নবীদের বৈশিষ্ট্য। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দশটি বিষয় হ'ল স্বভাবের অন্তর্গত, গোঁফ ছাঁটা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরা সমূহ ধৌত করা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা, লজ্জাস্থানের লোম পরিস্কার করা ও ইস্তিঞ্জা করা। বর্ণনাকারী বলেন, দশমটা আমি ভুলে গেছি। সম্ভবত সেটা কুলি করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯)*। এসব কাজ সকল নবী-রাসূল করতেন বলে একে নবীদের সুন্নাত বলা হয়। গোঁফ এমনভাবে কাটতে হবে যেন ওষ্ঠ পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, গোঁফ সম্পূর্ণ চেছে ফেলা ঠিক নয়। এতে নারীদের সাদৃশ্য হয়। অপরদিকে গোঁফে পানি স্পর্শ করলে তা হারাম হয় মর্মে কোন দলীল নেই। এটি ভিত্তিহীন কথা।

প্রশ্নঃ (২৫/১৮৫)ঃ মসজিদে চোরাচালানি অথবা অন্যান্য জিনিস রাখা এবং দুর্যোগ মুহূর্তে মসজিদের ছাদে ধান শুকানো যাবে কি? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-শাহজাহান আলী
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মসজিদ হ'ল ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট একটি পবিত্র স্থান। যেহেতু চোরাচালান শরী'আতে সম্পূর্ণ অবৈধ, সেহেতু তা পবিত্র স্থান মসজিদে রাখা এবং এ কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও অন্যায়ের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। মসজিদের কোন জিনিসই ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা ঠিক নয়। তবে দুর্যোগ মুহূর্তে মসজিদের ক্ষতি না হ'লে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে সাময়িক মসজিদের ছাদ ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৬/১৮৬)ঃ এক দম্পতির ২০ জন সন্তান হ'লে জনৈক মাওলানা ফৎওয়া দেন যে, তাদের পুনরায় বিবাহ পড়াতে হবে। উক্ত ফৎওয়া কি সঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ উক্ত ফৎওয়া মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা বেশী বেশী সন্তান প্রসবকারিণী মহিলাকে বিবাহ কর' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩০৯১)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৮৭)ঃ 'মালাকুল মউত' নিজে পৃথিবীতে এসে কি মানুষের জান কবয করেন?

-আব্দুল হালীম
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'মালাকুল মউত' মানুষের নিকটে এসে জান কবয করেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০)*। প্রকাশ থাকে যে, মালাকুল মউত-এর নিকটে পৃথিবীটা একটা পাতিলের ন্যায়। সেকারণ কোন ব্যক্তির জান কবযের জন্য কারো নিকটে যেতে তার সময় লাগে না। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের জান কবয করতে সক্ষম।

প্রশ্নঃ (২৮/১৮৮)ঃ যার নামে কোন প্রাণী মানত করা হয় সে এবং তার পরিবারের সবাই ঐ প্রাণীর গোশত খেতে পারবে কি?

-ফেরদাউস
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মানতকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া ও না খাওয়ার বিষয়টি তার নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। যদি ফকীর-মিসকীনকে খাওয়ানোর নিয়ত করে থাকে তাহ'লে সে এবং তার পরিবারের কেউ খেতে পারবে না। আর যদি এরূপ নিয়ত না করে থাকে তাহ'লে সকলেই খেতে পারবে *(হাইয়াতু কিবারিল ওলামা)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিয়তের উপরই সমস্ত কাজ নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে, যা সে নিয়ত করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৮৯)ঃ 'নবীগণের ইতিকথা' নামক বইয়ে লেখা আছে, আদম (আঃ) লম্বায় ছিলেন ষাট হাত। জন্মক্ষণেই তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত বয়স্ক। চওড়ায় ছিলেন সাত হাত। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহফূয আলম ও নাযিমুল হক

নলডহরী, লালগোলা
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ মহান আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে মাতৃগর্ভ ছাড়াই ষাট হাত দীর্ঘ, পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত রূপেই সৃষ্টি করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট গজ (ষাট হাত)... *(বুখারী, মুসলিম, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬২৮, 'সালাম' অনুচ্ছেদ, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১/৭৩ পৃঃ)*। তবে তিনি চওড়ায় কত হাত ছিলেন এ সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩০/১৯০)ঃ ক্বিয়ামতের দিন সূর্য কি মাথার অর্ধ হাত উপরে থাকবে এবং ক্বিয়ামতের পূর্বে সূর্য কি পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সূর্য সৃষ্টিকুলের নিকটবর্তী হবে। তবে মাথার অর্ধ হাত উপরে থাকবে মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের দিন সূর্য মাথার এক মিল (ميل) উপরে থাকবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৪০, 'হাশর' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, মিলের দু'টি অর্থ রয়েছে। প্রথমতঃ এক মাইল। দ্বিতীয়তঃ সুরমা দানীর কাঠির সমপরিমাণ। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রথম আলামত হচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া' ইত্যাদি *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬৬ 'ক্বিয়ামতের পূর্বের আলামত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৯১)ঃ আব্দুল্লাহ বিন সাইব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক ঈদের ছালাতে উপস্থিত ছিলাম। ছালাত আদায়ের পর তিনি বলেন, 'আমরা ঈদের ছালাত পূর্ণ করেছি। সুতরাং যার ইচ্ছা সে খুৎবা শ্রবণের জন্য বসে যাবে। আর যার ইচ্ছা সে চলে যেতে পারে'। হাদীছটি ছহীহ না যঈফ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-বাহারুল ইসলাম
সিংগাইর, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ হাদীছটি ছহীহ *(ছহীহ ইবনু মাজাহ ১/৩৮৭ পৃঃ, হা/১০৭৩-১৩০৬, 'ঈদের ছালাতের পর খুৎবার জন্য অপেক্ষা করা' অনুচ্ছেদ)*। তবে হাদীছটি ছহীহ হ'লেও বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালামের পর মানুষের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং মুছল্লীগণ নিজ নিজ লাইনে বসে থাকত। তিনি তাঁদের উপদেশ দিতেন। অছিয়ত করতেন এবং বিভিন্ন কাজের আদেশ দিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২৬)*। এমনকি ঋতুবতী মহিলাদেরকেও ঈদের মাঠে উপস্থিত হয়ে খুৎবা শুনার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৩১)*। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে খুৎবা শ্রবণ না করে চলে যাওয়া সুন্নাত বিরোধী।

প্রশ্নঃ (৩২/১৯২)ঃ সহোদরা দু'বোনের প্রথম জনকে বিবাহ করার ৬/৭ বছর পর সে হারিয়ে যায়। তাকে খুঁজে পাওয়া না যাওয়ায় ছোট বোনকে বিবাহ করা হয়। এর কিছুদিন পর পূর্বের স্ত্রী ফিরে আসে। এমতাবস্থায় শরী'আতের বিধান কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহবূব
শুকুলপট্টি, নাটোর।

উত্তরঃ উপরোল্লিখিত পরিস্থিতিতে স্ত্রীর ছোট বোনকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম হয়েছে। কেননা স্ত্রীর ছোট বোনকে বিবাহ করা তখনই জায়েয, যখন তার মৃত্যু সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যাবে অথবা তাকে তালাক দিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। কেননা শরী'আতে অস্পষ্ট বা সন্দেহজনক কিছু করাই হারাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'সহোদরা দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম' *(নিসা ২৩)*। প্রকাশ থাকে যে, নিখোঁজ স্বামীর ক্ষেত্রে ৪ বছর অপেক্ষা করার পর তার কোন সন্ধান পাওয়া না গেলে স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে মর্মে যে বিধান রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে নিখোঁজ স্ত্রীর ক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রয়োগ করা জায়েয হবে না। যেহেতু বিষয়টি হারাম-এর সাথে সম্পৃক্ত।

এক্ষণে পূর্বের স্ত্রী ফিরে আসায় বিনা তালাকে পরবর্তী স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং পূর্বের স্ত্রীই স্ত্রী হিসাবে বহাল থাকবে। আর এ অন্যায় কাজের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৯৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মসজিদে গ্রিলের জানালা ছিল না ও মাইকে আযান দেওয়া হ'ত না। এখন গ্রিল লাগানো ও মাইকে আযান দেওয়া কি বিদ'আত হবে?

-মুহাম্মাদ মুহতারাম বিল্লাহ

আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মসজিদের জানালা ও গ্রীল দ্বীনি আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এগুলি মানুষের উপকারের জন্য লাগানো হয়। বিদ'আত হচ্ছে শরী'আত প্রবর্তক যে কথা বলেননি তা বলা এবং তিনি যা করেননি বা করতে বলেননি নেকীর উদ্দেশ্যে তা আমল করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত *(মুসলিম হা/৪৪৬৮, 'মীমাংসা' অধ্যায় পৃঃ ৭৭)*। উল্লেখ্য যে, মাইকে আযান দেওয়াও বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ ইবনে আব্দে রাব্বিহী স্বপ্নযোগে আযান দেখার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হ'লে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদকে বললেন, তুমি বেলালের পাশে দাঁড়িয়ে আযানের শব্দগুলি বলে দাও এবং সে যেন আযান দেয়। কেননা তোমার কণ্ঠস্বরের চেয়ে বেলালের কণ্ঠস্বর উঁচু *(আবূদাউদ, মিশকাত হা/৬৫০ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যার মাধ্যমে আযানের আওয়াযকে দূরে পৌঁছানো হয়, তা বিদ'আত নয়।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৯৪)ঃ আমার নানার মৃত্যুর পর আমার মাতা মৃত্যুবরণ করে। আমার মাতা নানার যে সম্পত্তি পেয়েছে তার কত অংশ আমার পিতা এবং কত অংশ আমরা তিন ভাই ও দুই বোন পাব? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুহতারাম বিল্লাহ
আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ স্ত্রীর মৃত্যুর পর যদি সন্তান-সন্ততি থাকে তাহ'লে স্বামী $^{১}/_{৪}$ অংশ পাবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি পুত্রের জন্য মেয়ের দ্বিগুণ হিসাবে বন্টন করে নিবে।

মাসআলা-১৬

মৃত স্ত্রী

স্বামী	পুত্র	পুত্র	পুত্র	কন্যা	কন্যা
$^{১}/_{৪}$	৩	৩	৩	১	১

প্রশ্নঃ (৩৫/১৯৫)ঃ মৃতব্যক্তিকে কাফনের কাপড় পরানোর পদ্ধতি কি? ডান দিক না বাম দিক থেকে কাপড় পরাতে হবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নু'মান
মাক্তাপুর, নাচোল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃতব্যক্তির কাফনের কাপড় ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিকে মুড়ানোই সুন্নাত। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) নিজের সমস্ত কাজ ডান দিক হ'তে আরম্ভ করা পসন্দ করতেন *(বুখারী, ১ম খণ্ড, হা/৪২৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৯৬)ঃ মৃত গৃহপালিত পশু-পাখি মাটিতে পুঁতে রাখার নিয়ম কি? মাথা ও পা কোন দিকে রাখতে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুল্লাহ
মাক্তারপুর, নাচোল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগের আমল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীব-জন্তু মারা গেলে লোকালয়ের বাইরে দূরবর্তী স্থানে ফেলে দিতে হবে। যাতে মানুষের কোন ক্ষতি না হয়। আর দূরবর্তী স্থানে ফেলা সম্ভব না হ'লে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। তবে জীব-জন্তু দাফনের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি শরী'আতে নেই। যেভাবে ইচ্ছা পুঁতে দিলেই চলবে।

মাইমুনা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি মৃত ছাগল টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, 'এর চামড়াটা তোমরা নিতে পারতে? তারা বলল, এটাতো মৃত ছাগল'। তিনি তাদের বললেন, পানি ও বাবলার ছাল (এর ক্বষ) একে পবিত্র করে দিবে *(আবূদাউদ, নাসাঈ সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব সুবুলুস সালাম শারহে বুলূগুল মারাম হা/১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৯৭)ঃ বিদ্যুৎ না থাকলে আমরা কাতারের সামনে হারিকেন জ্বালিয়ে রেখে ছালাত আদায় করি। কিন্তু অনেকেই বলেন, সামনে আলো জ্বালিয়ে রাখলে ছালাত শুদ্ধ হয় না। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এ্যাডঃ গাজী তামিজুদ্দীন আহমাদ
তুলইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কাতারের সামনে বাতি জ্বালিয়ে রেখে ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হয় না এবং এক্ষেত্রে শারঈ কোন বাধা নেই। যুহরী (রহঃ) বলেন, আমাকে আনাস (রাঃ) জানিয়েছেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমার সামনে আগুন (জাহান্নাম) পেশ করা হ'ল, তখন আমি

ছালাতে ছিলাম *(বুখারী, তরজমাতুল বাব নং ৫১, বৈরুত ছাপা ১/১৩৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৯৮)ঃ ছালাত অবস্থায় ইমাম ক্বিরাআতে ভুল করলে বাহির থেকে যদি কেউ লোকমা দেয় তাহ'লে ছালাত শুদ্ধ হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছাত্রবৃন্দ
জালিবাগান হাফেযিয়া ক্বেরাতিয়া মাদরাসা
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় ইমাম ক্বিরাআতে ভুল করলে মুক্তাদীদের মধ্য হ'তে কেউ লোকমা দিতে না পারলে বাহির থেকে যে কেউ ভুল ধরিয়ে দিতে পারে। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। এমনকি ইমাম ক্বিরাআত ভুল পড়লেও ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৯৯)ঃ নফল অথবা সুন্নাত ছালাতে সিজদার মধ্যে বাংলায় দো'আ করা যাবে কি?

-জনি
দুপচাচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ ফরয-নফল যেকোন ছালাতে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় ক্বিরাআত, দো'আ ও তাসবীহ পাঠ করা যাবে না। মু'আবিয়া বিন হাসান হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই এই ছালাতের মধ্যে মানুষের কোন কথা জায়েয নয়....' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২১৭)*। কাজেই হাদীছে বর্ণিত আরবী দো'আ ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় ফরজ-নফল কোন ছালাতেই দো'আ করা জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ (৪০/২০০)ঃ যাকাত ইংরেজী মাস হিসাবে দিতে হবে, নাকি আরবী মাস হিসাবে?

-বযলুর রশীদ
যশোর।

উত্তরঃ যাকাত প্রদানের জন্য আরবী বা ইংরেজী মাসের পার্থক্যের বিষয়টি যরূরী নয়। বরং যার নিকট যে মাসের হিসাব সহজবোধ্য তিনি সে হিসাব অনুযায়ী সঞ্চিত সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হ'লে যাকাত প্রদান করবেন। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আলী! যখন তোমার রূপার মুদ্রা দু'শত হবে এবং তার উপর এক বছর অতিবাহিত হবে, তখন তাতে পাঁচটি রূপার মুদ্রা যাকাত দিতে হবে। আর যখন বিশটি স্বর্ণ দীনার হবে এবং তার উপর এক বছর অতিবাহিত হবে, তখন অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। তারপর মুদ্রা যত বেশী হবে ঐ হিসাব অনুপাতে যাকাত দিতে হবে। এক বছর অতিক্রান্ত না হ'লে কোন মুদ্রায় যাকাত ফরয হবে না' *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম)*।

লেখকদের প্রতি আরয!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্যাঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক **'আত-তাহরীক'** সনৈঃ সনৈঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্রিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।
২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।
৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।
৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।
৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।